তাওহীদের ডাক

৪৪ তম সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৯
Web : www.tawheederdak.com

বিশ্ববিদ্যালয় কবে হবে প্রকৃত বিদ্যার আলয়?

- যাকাত ও ওশরের ফযীলত
- কাশ্মীর : একটি পর্যালোচনা
- শায়খ ছালেহ আল-ফাওযান
- দৃষ্টির হেফাযত : গুরুত্ব ও উপকারিতা
- আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সালামের গুরুত্ব
- সাক্ষাৎকার : আটজন হাফেযের মা শরীফাহ মাসতূরা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

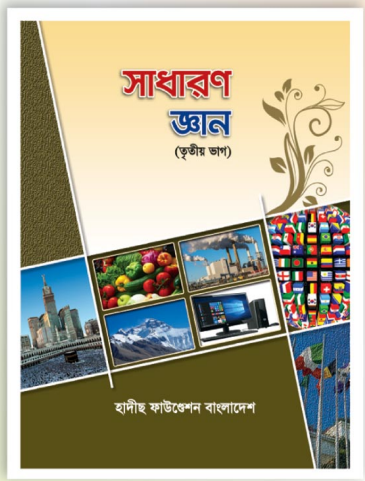

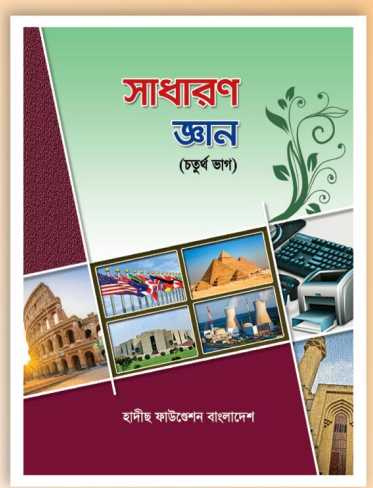

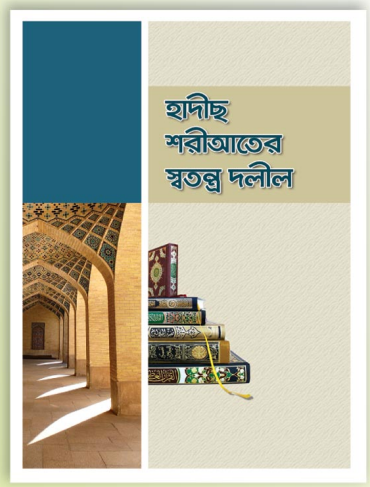

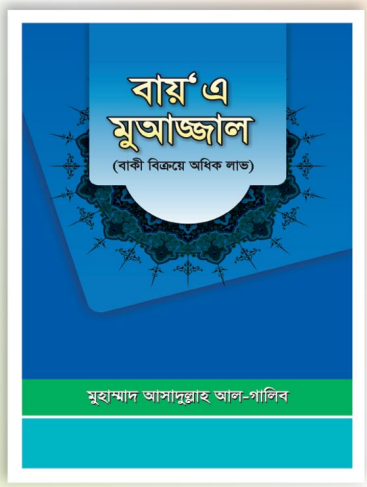

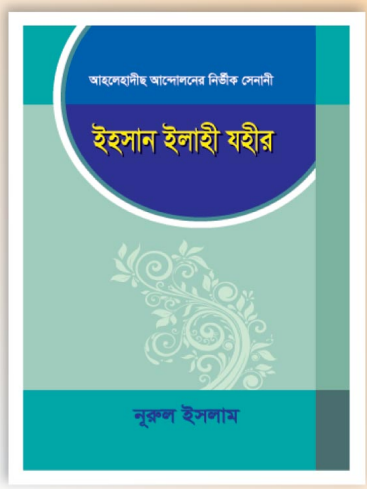

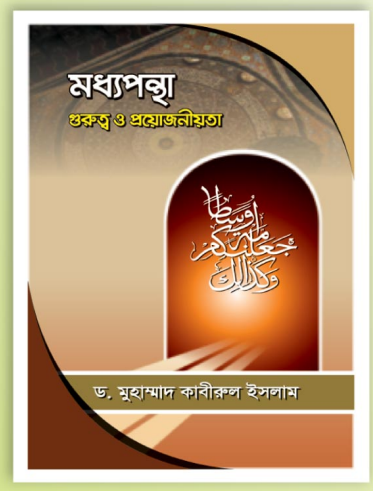

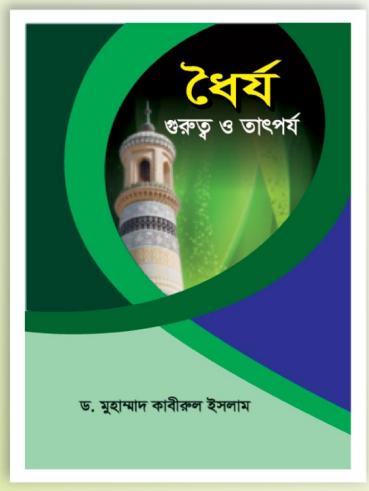

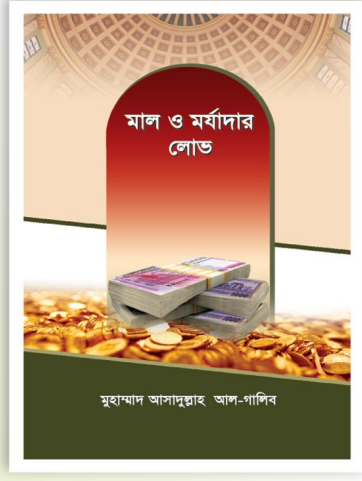

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)
একাউন্ট নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৪৪ তম সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৯

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়**
  বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কবে হবে বিদ্যার আলয়? ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা**
  নম্রতা ৪
- **আক্বীদা**
  শাফা'আত ৬
  আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **তাবলীগ**
  যাকাত ও ওশর আদায়ের ফযীলত ৯
  আবুল কালাম
- **তানযীম**
  জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের সুফল (২য় কিস্তি) ১৩
  লিলবর আল-বারাদী
- **তারবিয়াত**
  দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা (৬ষ্ঠ কিস্তি) ১৯
  আব্দুর রহীম
- **তাজদীদে মিল্লাত**
  আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সালামের গুরুত্ব ২৫
  মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম
- **সাক্ষাৎকার**
  আটজন হাফেয সন্তানের মা শরীফাহ মাসতুরা ৩০
- **সাময়িক প্রসঙ্গ**
  কাশ্মীর : একটি পর্যালোচনা ৩৫
  মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
- **ধর্ম ও সমাজ**
  কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস (৪র্থ কিস্তি) ৩৯
  মুখতারুল ইসলাম
- **সমকালীন মনীষী**
  ড. ছালেহ আল-ফাওযান ৪৪
  তাওহীদের ডাক ডেস্ক
- **চিন্তাধারা**
  দৃষ্টির হেফাযত : গুরুত্ব ও উপকারিতা ৪৬
  আব্দুল মুহাইমিন
- **পরশ পাথর** ৪৯
- **কবিতা** ৫১
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৫৩
- **সংগঠন সংবাদ** ৫৪
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

সম্পাদকীয়

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কবে হবে প্রকৃত বিদ্যার আলয়?

দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে গত কিছুদিনে একটার পর একটা ঘটনা আমাদের ভাবনার জগতে নতুন করে নাড়া দিয়ে গেল। ৭ই অক্টোবর ২০১৯ আবরার ফাহাদ নামে বুয়েটের এক মেধাবী ছাত্র ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের সহপাঠীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হ'ল। ১৯শে অক্টোবর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান জানালেন যে, আওয়ামী যুবলীগের সভাপতির দায়িত্ব পেলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদও ছেড়ে দেবেন। ২রা নভেম্বর রাজশাহী পলিটেকনিক ইনিস্টিউটের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী ফরিদ উদ্দীন আহমেদকে নিজ কলেজেরই পুকুরে নিক্ষেপ করে হত্যার চেষ্টা করল ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনটি। ৪ঠা নভেম্বর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরকে পিটিয়ে ছত্রভঙ্গ করায় উক্ত ছাত্রসংগঠনটি প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উপাচার্য বলেন, এই দিনটি তার জন্য আনন্দের এবং এই 'গণঅভ্যুত্থানে'র জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ।

প্রিয় পাঠক, উপরের এই সর্বসাম্প্রতিক চিত্রগুলো আপাতদৃষ্টিতে অভাবনীয় মনে হ'লেও বিগত ৮০-এর দশক থেকে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এসব দৃষ্টান্ত অতি স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব কর্মকাণ্ড নিয়মিত দেখতে দেখতে এ জাতির বিস্মিত হওয়ার শক্তিও বোধহয় এখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। ভাবতে অবাক লাগে দেশের কর্ণধার হিসাবে যারা দায়িত্ব পালন করছেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনসহ সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠগুলো যারা দেখভাল করছেন, তারা বছরের পর বছর জাতিগত অধঃপতনের এই নিকৃষ্টতম দৃশ্য কিভাবে সহ্য করছেন! সর্বোচ্চ মেধার লালনকেন্দ্র এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণে প্রধান নিয়ামক শক্তি যে বিশ্ববিদ্যালয়, তা হওয়ার কথা ছিল জাতীয় গুরুত্বের শীর্ষ কেন্দ্র। শিক্ষা ও গবেষণার প্রাচুর্যে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার কথা ছিল জ্ঞানের একেকটি খনি। অথচ তথাকথিত রাজনীতির বিষবাষ্প ঢুকে গোটা ব্যবস্থাপনা এমনভাবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন যাবতীয় অন্যায়, দূর্নীতি, কুশিক্ষা আর অনৈতিকতার অবাধ অনুশীলনকেন্দ্র বললে অত্যুক্তি হয় না।

ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয় এখন আর অধ্যয়নকেন্দ্র নয়, বরং নিছক সার্টিফিকেট বিতরণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। যে ছাত্রটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে মেধার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় পা দিয়েছিল, সে এখন আর জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত নয়। বরং সে ব্যস্ত ছাত্ররাজনীতির নামে আধিপত্য বিস্তার আর টেন্ডারবাজির প্রতিযোগিতায়। দূর্নীতির বাস্তবদীক্ষা তারা গ্রহণ করা শুরু করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ভাই নামক দানবদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। গণরুম কালচার, টর্চার সেল, র‍্যাগিং ইত্যাদি ভয়ংকর ও অবিশ্বাস্য অপরাধকর্মের সাথে তাদের পরিচয় ঘটছে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু থেকেই। এর সাথে রয়েছে কথায় কথায় আন্দোলন, মিছিল-মিটিং, ভাঙচুর আর শিক্ষকদের সাথে বেয়াদবির সংস্কৃতি। আর এভাবেই অধঃপতনের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ কারিগররা।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত অংশ হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত ক্ষমতা ও স্বার্থবাদিতার রাজনীতিতে জড়িয়ে তাদের একটা বড় অংশই হারিয়ে ফেলেছেন নীতি-নৈতিকতা। যারা সমাজ ও জাতির আদর্শ হওয়ার কথা ছিল, তারা নিজেরাই যখন আদর্শহীনতার স্রোতে গা ভাসান, তখন কার কাছে ছাত্ররা নৈতিক মুল্যবোধ ও আদর্শ শিখবে?

এর শুরুটা এখন হচ্ছে শিক্ষক নিয়োগদান পর্ব থেকেই। যেভাবে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশেষ কোন যোগ্যতা ছাড়াই স্রেফ লবিং-গ্রুপিং-দূর্নীতির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, তা কোন সভ্য সমাজে কল্পনাও করা যায় না। এমনকি প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তানের মত দেশেও এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। শিক্ষকতার প্রধান শর্ত মেধা ও গবেষণার সাথে সম্পৃক্ততার পরিবর্তে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততাই এখানে একচ্ছত্র প্রাধান্য পাচ্ছে। ফলে

ছাত্রদেরকে সুনাগরিক হওয়া এবং জ্ঞানার্জন ও গবেষণায় উৎসাহিত করার জন্য ন্যূনতম যে নৈতিক বল ও যোগ্যতা প্রয়োজন, সেটুকু আজ শিক্ষকদের কাছে পাওয়াটা দুষ্কর। বরং মেধাহীনতা, দূর্নীতির দৌরাত্মে শিক্ষকতা পেশাই হারিয়ে ফেলেছে তার চিরন্তন মর্যাদা।

আমরা জানি সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ হ'ল, পাঠদান ও জ্ঞানচর্চার সাথে সাথে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করা। আরও খোলাসা করে বললে গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান উৎপাদন, বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে সেই জ্ঞান সংরক্ষণ এবং পাঠদানের মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণ। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাধারণভাবে নতুন কোন জ্ঞান উৎপাদনের পদক্ষেপ দেখা যায়? অভিজ্ঞমহল জানেন যে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। ফলে মাধ্যমিক শ্রেণীর মত উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাও পুরনো জ্ঞানই অন্ধভাবে গলধঃকরণ করে আসছে। পরীক্ষার খাতায় মুখস্তনির্ভর জ্ঞান উপস্থাপন করা এবং দিনশেষে ভাল মার্কস পাওয়াতেই তারা স্বার্থকতা খোঁজে। শিক্ষকরা ছাত্রদের নতুন জ্ঞান আহরণ বা সৃষ্টিতে উৎসাহিত করেন না। তাদেরকে জ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্র দেখিয়ে দেন না। বিভাগগুলোতে বিষয়ভিত্তিক সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের কোন আয়োজন দেখা যায় না। এমনকি শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরীতে পর্যন্ত যেতে আগ্রহী হয় না। আমার বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) জীবনে এমন অনেক ছাত্র দেখেছি, যারা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে কখনো একটি বইও ছুঁয়ে দেখেনি। অর্থাৎ সৃষ্টিশীল জ্ঞানার্জনের জন্য যে পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা প্রয়োজন, তার ছিঁটেফোটাও নেই বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে। এক অজানা গৎবাঁধা সিস্টেমের জালে সকলেই যেন বন্দী।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সবচেয়ে বড় যে সংকট তা হ'ল গবেষণার সংস্কৃতি না থাকা। গবেষণা কি জিনিস তা মাস্টার্সে গিয়েও অধিকাংশ ছাত্র জানে না। অথচ মেধার সঠিক পরিচর্যা, দক্ষ মানুষ তৈরী করা, সর্বোপরি জাতীয় উন্নতির জন্য গবেষণার কোন বিকল্প নেই। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণাখাতে সবচেয়ে বেশী খরচ করছে। সরকারী-বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা গবেষণায় পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে। ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা দিন দিন উন্নতির শিখরে আরোহণ করছে। কিন্তু আমাদের দেশে ছাত্ররা অনার্স পর্যায়ে গবেষণার চিন্তাই করতে পারে না। আর মাস্টার্স বা পিএইচডি পর্যায়ে তারা যে গবেষণা করেন, তা উন্নত বিশ্বের গবেষণার তুলনায় পদ্ধতিগতভাবে শিশুতুল্য। গবেষণার সার্বজনীন মান রক্ষায় যত্নবান না থাকায় এসব গবেষণায় মৌলিকত্ব প্রায়ই থাকে না। ফলে গবেষণার মূল বিষয়টি তাদের নিকটে অনাস্বাদিতই থেকে যাচ্ছে। কেউ যখন দেশের বাইরে গিয়ে উন্নত বিশ্বের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় যুক্ত হয়, তখনই কেবল নিজ দেশের গবেষণা সংস্কৃতির দৈন্যতা অনুভব করতে পারে। কিন্তু তখন আফসোস ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। কেবলই মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের মূল্যবান সময়টা কিভাবেই না নষ্ট হয়ে গেছে।

বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল বাংলাদেশে গবেষণা সংস্কৃতি এতই দূর্বল যে, গবেষণার জন্য সরকারী যে যৎসামান্য বরাদ্দ রয়েছে তা-ও অব্যয়িত থেকে যাচ্ছে প্রকৃত গবেষকের অভাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৭-২০১৮ সনে গবেষণার জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় ১৪ কোটি টাকা। কিন্তু বছরান্তে দেখা গেছে তা থেকে মাত্র ৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ইউজিসিতে ২০১৭ সালে ১০০টি পিএইচ.ডি ফেলোশীপ থাকলেও মাত্র ৫৮ জন শিক্ষক তা গ্রহণ করেন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থাও তথৈবচ। ফলে গবেষণা সংস্কৃতি না গড়ে ওঠায় বিপুল সংখ্যক মেধার অপচয় হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেন শিক্ষক-ছাত্র সবার মাঝে জ্ঞান আহরণ ও গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরী হয়, এ ব্যাপারে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো উপযুক্ত ভুমিকা পালন এখন সময়ের দাবী।

অন্যদিকে ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দিন দিন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। যতটুকু রয়েছে তা-ও কেবল বইয়ের মলাটে সীমাবদ্ধ। ফলে বাস্তবতার ময়দানে শিক্ষকসমাজ হোক কিংবা ছাত্রসমাজ, সকলেরই নৈতিকতার বন্ধন অত্যন্ত শিথিল ও নড়বড়ে। সামান্য স্বার্থের টানে মুহূর্তেই তারা মাকড়সার জালের মত এই নৈতিকতার বন্ধন ছিন্ন করতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। আর এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদ্যার আলয় না হয়ে দূর্নীতি, অপশিক্ষা, মেধার অপচয়, স্বার্থদুষ্টতা আর সীমাহীন নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে।

এই নাভিশ্বাস অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে গেলে সবার আগে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতির করালগ্রাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রক্ষা করতে হবে। একশ্রেণীর সুশীল ব্যক্তি ৫২, ৬৯, ৭১, ৯০-এর উদাহরণ টেনে ছাত্ররাজনীতির পক্ষে বুলি কপচান। তারা কি জানেন না সেই আন্দোলনগুলো মূলতঃ ছাত্ররাজনীতির অবদান নয়, বরং সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে গড়ে ওঠা আন্দোলন? প্রয়োজনে আবারও ছাত্রসমাজ জেগে উঠবে যেভাবে সাম্প্রতিক কালে কোটা সংস্কার আন্দোলন ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঘটেছে। এজন্য লেজুড়ভিত্তিক ছাত্ররাজনীতির কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি? যে রাজনীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে স্বাধীনতার পর থেকে ছাত্ররাজনীতির বলি হয়ে ইতিমধ্যে প্রায় ২০০ ছাত্র-ছাত্রী নিহত হয়েছে, সেই রাজনীতির হাতে ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ তো দূরের কথা, কারও প্রাণটাও তো নিরাপদ নয়। বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর এমন একটি রাষ্ট্র পাওয়া যাবে না, যেখানে এই তথাকথিত ছাত্ররাজনীতির নিকৃষ্ট চর্চা রয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে আবরার হত্যার পর বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ হয়েছে এবং সর্বমহলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের ব্যাপারে এক প্রকার ঐক্যমত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অতএব সরকারের কাছে আমাদের জোর দাবী থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হোক। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক। বিশ্ববিদ্যালয় সার্টিফিকেট বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান না হয়ে বিদ্যার প্রকৃত আলয় হোক। ক্ষমতা আর সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্ররাজনীতির কেন্দ্র না হয়ে সুস্থ সংস্কৃতি ও নৈতিকতার বিকাশকেন্দ্র হোক। অবৈধ প্রেমকানন না হয়ে সুরোভিত জ্ঞানকানন হোক। এটাই আজ দেশের প্রতিটি সচেতন, জ্ঞানপিপাসু ছাত্রের হৃদয়ের গভীরতম প্রত্যাশা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

নম্রতা

আল-কুরআনুল কারীম :

১. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ-

(১) ‘আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হ’তে তাহ’লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

২. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا- وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا-

(২) ‘রহমান’ (দয়াময়)-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অন্ধ লোকেরা (বাজে) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে ‘সালাম’। যারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে (অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করে)’ *(ফুরক্বান ২৫/৬৩-৬৪)*।

৩. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ-

(৩) ‘আখেরাতের এই গৃহ (অর্থাৎ জান্নাত) আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি ঐসব মুমিনের জন্য, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না এবং বিশৃংখলা কামনা করে না। আর শুভ পরিণাম হ’ল আল্লাহভীরুদের জন্য’ *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।

৪. ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ-

(৪) ‘তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে’ *(নাহল ১৬/১২৫)*।

৫. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ- وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ-

(৫) ‘আর অহংকারবশে তুমি মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক ও অহংকারীকে ভালবাসেন না। তুমি পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিশ্চয়ই সবচেয়ে বিকট স্বর হ’ল গাধার কণ্ঠস্বর’ *(লোক্বমান ৩১/১৮-১৯)*।

হাদীছে নববী :

٦. عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَىَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَبْغِىَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ-

(৭) ইয়ায ইবনু হিমার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা আমার প্রতি অহী করেছেন যে, তোমরা পরস্পর বিনয় প্রদর্শন করবে, যাতে কেউ কারো উপর বাড়াবাড়ি ও গর্ব না করে’।[১]

٧. وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ.

(৮) হারেছ ইবনু ওয়াহাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকের সংবাদ দিব না? আর তারা হ’ল সরলতার দরুণ দুর্বল। যাদেরকে লোকেরা হীন, তুচ্ছ ও দুর্বল মনে করে। তারা কোন বিষয়ে কসম করলে আল্লাহ তা সত্যে পরিণত করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সংবাদ দেব না? আর তারা হ’ল প্রত্যেক অনর্থক কথা নিয়ে ঝগড়াকারী, বদমেযাজী ও অহংকারী’।[২]

٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ.

১. *মুসলিম হা/২৮৬৫; আবুদাঊদ হা/৪৮৯৫; ছহীহাহ হা/৫৭০।*
২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৬।*

رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ لِعَائِشَةَ: عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ-

(৯) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ নরম-কোমল, তিনি নম্রতাকে ভালবাসেন। আর তিনি নম্রতার প্রতি যত অনুগ্রহ করেন, কঠোরতা এবং অন্য কোন আচরণের প্রতি তত অনুগ্রহ করেন না। মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে, একদা রাসূল (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, নম্রতাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা হ'তে নিজেকে বাঁচাও। কারণ যাতে নম্রতা ও কোমলতা থাকে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। আর যাতে কোমলতা থাকে না, তা দুষণীয় হয়ে পড়ে'।[৩]

٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ-

(১০) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বহস্তে কোন দিন কাউকে আঘাত করেননি, কোন নারীকেও না, খাদেমকেও না, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত। আর যে তাঁর অনিষ্ট করেছে তার থেকে প্রতিশোধও নেননি। তবে আল্লাহ্র মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন বিষয়ে তিনি তার প্রতিশোধ নিয়েছেন'।[৪]

١٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ وَاللَّهِ مَا قَالَ لِى أُفًّا. قَطُّ وَلاَ قَالَ لِى لِشَىْءٍ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَهَلاَّ فَعَلْتَ كَذَا-

(১১) আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি নয় বছর রাসূল (ছাঃ)-এর সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। কিন্তু আমার জানা নেই যে, কোন কাজ আমি করেছি, অথচ তিনি সে ব্যাপারে বলেছেন, এরূপ কেন করলে? কিংবা কোন কাজ করিনি, সে ব্যাপারে বলেছেন, কেন অমুক কাজটি করলে না?[৫]

١١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِىٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً قَالَ أَنَسٌ فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِى مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى عِنْدَكَ . فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ .

(১২) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হাঁটছিলাম। তখন তাঁর গায়ে একখানা গাঢ় পাড়যুক্ত নাজরানী চাদর ছিল। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে চাদর ধরে সজোরে টান দিল। আনাস বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাঁধের উপর তাকিয়ে দেখলাম যে, জোরে চাদর খানা টানার কারণে তাঁর কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর বেদুঈনটি বলল, হে মুহাম্মাদ! তোমার কাছে আল্লাহ্র দেয়া যে সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকে দেয়ার জন্য আদেশ কর। তখন নবী করীম (ছাঃ) তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন এবং তাকে কিছু দান করার জন্য আদেশ করলেন'।[৬]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইবনু আতা (রহঃ) নম্রতা সম্পর্কে বলেন, 'যে কোন ব্যক্তি থেকে সত্যকে গ্রহণ করা। সম্মান হ'ল নম্রতায়। যে ব্যক্তি অহংকারে সম্মান তালাশ করবে, তা হবে আগুন থেকে পানি সন্ধানতুল্য'।[৭]

২. আবূ যায়েদ বিসত্বামী (রহঃ) বলেন, নম্রতা হ'ল নিজের জন্য কোন বিশেষ অবস্থান মনে না করা এবং সৃষ্টি জগতে নিজের চেয়ে অন্যকে মর্যাদা ও অবস্থানে নিকৃষ্ট মনে না করা'।[৮]

৩. আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক বলেন, বিনয় ও নম্রতার মূল হ'ল, তুমি তোমার দুনিয়ার নে'মতের ক্ষেত্রে নিজেকে তোমার নীচের স্তরের লোকদের সাথে রাখ, যাতে তুমি তাকে বুঝাতে পার যে, তোমার দুনিয়া নিয়ে তুমি তার চেয়ে মর্যাদাবান নও। আর নিজেকে উঁচু করে দেখাবে তোমার চেয়ে দুনিয়াবী নে'মত নিয়ে উঁচু ব্যক্তির নিকট, যাতে তুমি তাকে বুঝাতে পার যে, দুনিয়া নিয়ে সে তোমার উপর মর্যাদাবান নয়'।[৯]

৪. সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) তাঁর শিষ্যদের বলেন, 'তোমরা কি জানো যে, নম্রতা কি? তারা বলল, আপনি বলুন, হে আবূ মুহাম্মাদ! তিনি বললেন, প্রত্যেক বিষয়কে যথাস্থানে রাখা। কঠোরতাকে স্বস্থানে, নম্রতাকে তার স্থানে, তরবারীকে যথাস্থানে এবং চাবুককে তার স্থানে রাখা'।[১০]

সারবস্তু :

১. নম্রতা হলো মুমিনদের একটি বিশেষ গুণ।
২. নম্রতা আল্লাহ্র পক্ষ মানুষের জন্য রহমত স্বরুপ ।
৩. দাওয়াতী ময়দানে নম্রতা প্রভূত সুফল বয়ে আনে।
৪. নম্রতা মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলে এবং নরম ব্যক্তি আম জনতার হৃদয়ের মনিকোঠায় জায়গা করে নেয়।
৫. নম্রতা একমাত্র গুণ যা ব্যক্তিকে জান্নাতের অধিকারী করে।
৬. নম্রতা আখেরাতে জাহান্নাম থেকে এবং দুনিয়ায় মানুষের শত্রুতা ও অকল্যাণ থেকে বাঁচায়।

---

৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৬৮।
৪. মুসলিম হা/২৩২৮; মিশকাত হা/৫৮১৮।
৫. মুসলিম হা/২৩০৯।
৬. বুখারী হা/৬০৮৮; মিশকাত হা/৪১৫০।
৭. হাফিয ইবনুল ক্বাইয়িম জাওযিইয়া, মাদারিজুস সালেকীন, ২/৩১৪ পৃ.।
৮. ঐ, ২/৩১৪ পৃ.
৯. আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবিদ দুনিয়া, আত-তওয়ায়ু ওয়াল খামূল, পৃ. ১৬৫।
১০. ফায়যুল কাদীর ৪/৭৩ পৃ.।

শাফা‘আত

- আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভূমিকা : শাফা‘আত পাপীতাপীদের জন্য এক অভাবনীয় প্রাপ্তি। শাফা‘আতের কান্ডারী হ’লেন মুহাম্মাদ (ছাঃ), যিনি রহমাতুল লিল আলামীন হয়ে জগৎবাসীর জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। নিম্নে শাফা‘আত ও শাফা‘আতের হকদারদের সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব।

শাফা‘আত কী? : শাফা‘আত আরবী শব্দ। অর্থ সুফারিশ, মধ্যস্থতা। পরিভাষায় মালিকের নিকট অন্যের প্রয়োজনীয় কিছু আদায়ের জন্য মধ্যস্থতা করা।[১]

শাফা‘আত সম্পর্কে হাদীছ : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِى اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِى النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ. ‘শেষ নাগাদ মুমিনরা দোযখ থেকে নাজাত পেয়ে যাবে। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ নিজের অধিকার আদায়ের দাবীতে ততটা অনমনীয় নও, যতটা অনমনীয় হবে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মুমিনরা তাদের সে সব ভাইদের মুক্তির জন্যে যারা কিনা দোযখে চলে গেছে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু, তারা আমাদের সাথে ছিয়াম পালন করতে, ছালাত পড়ত এবং হজ্জ করত। তখন তাদেরকে বলা হবে, ‘যাও, তোমরা যাদেরকে চেন, তাদেরকে বের করে নিয়ে আস’।[২]

পবিত্র কুরআনে শাফা‘আত : মহান আল্লাহ বলেন, يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ‘সেদিন দয়াময় (আল্লাহ) যাকে অনুমতি দিবেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, সে ব্যতীত কারু সুফারিশ কোন কাজে আসবে না’ *(ত্বহা ২০/১০৯)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (ক্বিয়ামতের দিন) তার নিকটে কারও কোন সুফারিশ কাজে লাগবে না, তবে যাকে তিনি অনুমতি দিবেন তিনি ব্যতীত। অবশেষে যখন তাদের মন থেকে ভয় দূর হবে, তখন তারা বলাবলি করবে, তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন? জবাবে তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন। আর তা এই যে, তিনিই সর্বোচ্চ ও মহান’ *(সাবা ৩৪/২৩)*।

শারঈ দৃষ্টিকোন থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর খাছ শাফা‘আত :

(ক) বিশ্বাসীদের জন্য :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত একদা রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে গোশত আনা হ’ল এবং তাকে সামনের রান পরিবেশন করা হ’ল। তিনি এটা পছন্দ করতেন এবং তিনি তা থেকে কামড় দিয়ে খেলেন। এরপর বললেন, আমি হব ক্বিয়ামতের দিন মানবকুলের সরদার। তোমাদের কি জানা আছে তা কেন? ক্বিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ এমন এক ময়দানে সমবেত হবে, যেখানে একজন আহ্বানকারীর আহবান সকলে শুনতে পাবে এবং সকলেই একসঙ্গে দৃষ্টিগোচর হবে। সূর্য নিকটে এসে যাবে। মানুষ এমনই কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হবে, যা অসহনীয় ও অসহ্যকর হয়ে পড়বে।

তখন লোকেরা বলবে, তোমরা কি বিপদের সম্মুখীন হয়েছ তা কি দেখতে পাচ্ছ না? তোমরা কি এমন কাউকে খুঁজে বের করবেনা যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হবেন? কেউ কেউ অন্যদের বলবে যে, আদমের কাছে চল। তখন সকলে তার কাছে এসে তাকে বলবে, আপনি আবুল বাশার। আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে স্বীয় কুদরতি হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তার রুহ আপনার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলে তারা আপনাকে সিজদা করেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি? আপনি কি দেখছেন না যে আমরা কি অবস্থায় পৌঁছেছি?

তখন আদম (আঃ) বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়েছেন যার আগে কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হননি আর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি অমান্য করেছি। নফসি, নফসি, নফসি (আমি নিজেই সুপারিশ প্রার্থী), তোমরা অন্যের কাছে যাও। তোমরা নূহ (আঃ)-এর কাছে যাও।

তখন সকলে নূহ (আঃ)-এর কাছে এসে বলবে, হে নূহ (আঃ)! নিশ্চয়ই আপনি পৃথিবীর মানুষের উদ্দেশ্যে প্রেরিত প্রথম রাসুল। আর আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে পরম কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বলবেন,

১. *লিসানুল আরাব ৭/১৫১ পৃ.।*
২. *মুসলিম হা/১৮৩।*

আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়েছেন যার আগে কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হননি, আর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আমার একটি গ্রহণীয় দো'আ ছিল যা আমি আমার কওমের ব্যাপারে করে ফেলেছি। (এখন) নফসি, নফসি, নফসি। তোমরা অন্যের কাছে যাও। যাও তোমরা ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে।

তখন তারা ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে এসে বলবে, হে ইবরাহীম (আঃ)! আপনি আল্লাহ্র নবী এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আপনি আল্লাহ্র বন্ধু। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুফারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়েছেন যার আগে কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হন নি আর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো তিনটি মিথ্যা বলে ফেলেছিলাম। বর্ণনাকারী আবু হাইয়ান তাঁর বর্ণনায় এগুলোর উল্লেখ করেছেন। (এখন) নফসি, নফসি, নফসি। তোমরা অন্যের কাছে যাও। যাও তোমরা মুসার কাছে।

তারা মুসার কাছে এসে বলবে, হে মুসা (আঃ)! আপনি আল্লাহর রাসুল। আল্লাহ আপনাকে রিসালাতের সম্মান দান করেন এবং আপনার সাথে কথা বলে সমগ্র মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুফারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়েছেন যার আগে কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হন নি আর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম। যাকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি। (এখন) নফসি, নফসি, নফসি। তোমরা অন্যের কাছে যাও। যাও তোমরা ঈসা (আঃ) এর কাছে।

তারা ঈসার কাছে এসে বলবে, হে ঈসা (আঃ)! আপনি আল্লাহর রাসুল এবং কালেমা, যা তিনি মরিয়ম (আঃ)-এর উপর ঢেলে দিয়েছিলেন। আপনি রূহ। আপনি দোলনায় থেকে মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আজ আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুফারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়েছেন যার আগে কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হননি আর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি নিজের কোন গুনাহের কথা বলবেন না। নফসি, নফসি, নফসি। তোমরা অন্যের কাছে যাও। যাও তোমরা মুহাম্মদ (ছাঃ) এর কাছে।

তারা মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মদ (ছাঃ)! আপনি আল্লাহ্র রাসুল ও শেষ নবী। আল্লাহ তা'আলা আপনার আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুফারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তখন আমি আরশের নীচে এসে আমার রবের সামনে সিজদা দিয়ে পড়ব। তারপর আল্লাহ তা'আলা তার প্রশংসা এবং গুণগানের এমন সুন্দর পদ্ধতি আমার সামনে খুলে দিবেন যা এর আগে অন্য কারও জন্য খুলেন নি। এরপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ (ছাঃ)! তোমার মাথা উঠাও। তুমি যা চাও তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি সুফারিশ কর, তোমার সুফারিশ কবুল করা হবে। এরপর আমি মাথা উঠিয়ে বলব, হে আমার রব! আমার উম্মত! হে আমার রব! আমার উম্মত! হে আমার রব! আমার উম্মত! তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ (ছাঃ) আপনার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব নিকাশ হবে না, তাদেরকে জান্নাতের দরজাসমূহের ডান পাশের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। এ দরজা ছাড়া অন্যদের সাথে অন্য দরজায়ও তাদের প্রবেশের অধিকার থাকবে'।[৩]

(খ) জান্নাতীদের জন্য :

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِى الْجَنَّةِ লোকদের বেহেশতে প্রবেশের জন্যে আমিই তাদের সর্বপ্রথম সুফারিশকারী'।[৪]

(গ) চাচা আবু তালিবের জন্য :

'আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁরই সামনে তাঁর চাচা আবূ তালিবের আলোচনা করা হ'ল, তিনিই বললেন, لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِى ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِى مِنْهُ دِمَاغُهُ আশা করি কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে। অর্থাৎ আগুনের হালকা স্তরে তাকে নিক্ষেপ করা হবে, যা তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং তাতে তার মগজ বলকাবে'।[৫]

রাসূল (ছাঃ)-এর সাধারণ সুফারিশ :

(১) সাধারণ মুসলমান যারা তাদের মন্দ আমলের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করেছেন, তারা রাসূলের সুফারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবেন। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُفِّعْتُ فَقُلْتُ يَا رَبِّ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْخُلُونَ ثُمَّ أَقُولُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ أَدْنَى شَىْءٍ– 'নবী (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের দিন যখন আমাকে সুফারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে তুমি জান্নাতে

৩. *বুখারী হা/৪৭১২।*
৪. *মুসলিম হা/১৯৬ ।*
৫. *বুখারী হা/৩৮৮৫।*

দাখিল কর। তারপর তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। তারপর আমি বলব, তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করাও, যার অন্তরে সামান্য ঈমানও আছে'।[৬]

(২) জান্নাতিদের স্তর বৃদ্ধিতে সুফারিশ :

হাদীছে এসেছে, উম্মে সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (ছাঃ) আবু সালামা (রাঃ)-এর কাছে গেলেন। তখন তার চোখগুলো উল্টো রয়েছে। রাসুল (ছাঃ) চোখগুলো বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, রূহ যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন চোখ তার প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এ কথা শুনে তার পরিবারের লোকেরা উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলেন। তিনি বললেন, তোমরা নিজেদের জন্য অমঙ্গলজনক কোন দো'আ কর না। কেননা ফিরিশতাগণ তোমাদের কথার উপর আমীন বলে থাকেন। তিনি তারপর বললেন, قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِى سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِى عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِى قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ হে আল্লাহ! তোমরা আবু সালামাকে মাফ করে দাও, হেদায়াহপ্রাপ্তদের মধ্যে তার দরজাকে বুলন্দ করে দাও এবং তার উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত কর। হে রাব্বুল আলামীন! আমাদেরকে ও তাকে মাফ করে দাও, তার জন্য কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তার কবরকে আলোকময় করে দাও'।[৭]

রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অন্যদের শাফাআত :

(ক) ফিরিশতাদের শাফাআত :

মহান আল্লাহ বলেন, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى 'আকাশ সমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুফারিশ কাজে আসবে না যতক্ষণ না আল্লাহ যাকে চান ও যার উপর সন্তুষ্ট হন তাকে অনুমতি দেন' *(নাজম ৫৩/২৬)*।

(খ) নবীদের সুফারিশ :

অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'ফিরিশতারা, নবীগণ এবং মু'মিনরা সবাই শাফাআত করে অবসর হয়েছে'।[৮]

(গ) মুমিনদের সুফারিশ :

যেমন উপরোক্ত হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে।[৯] এছাড়া অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَكْثَرُ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سِوَاكَ قَالَ سِوَاىَ 'আমার উম্মাতের এক ব্যক্তির শাফাআতে তামীম গোত্রের জনসংখ্যার চেয়েও অধিক লোক জান্নাতে যাবে। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই ব্যক্তি কি আপনি ব্যতীত অন্য কেউ? তিনি বলেনঃ আমি ব্যতীত'।[১০]

(ঘ) শহীদদের সুফারিশ :

হাদীছে এসেছে, لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِى أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِى سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ 'আল্লাহর কাছে শহীদদের জন্য রয়েছে ছয়টি বৈশিষ্ট্য। রক্ত ক্ষরণের প্রথম মূহূর্তেই তাকে মাফ করা হবে। জান্নাতে তার নির্ধারিত স্থান প্রদর্শন করা হবে। কবরের আযাব থেকে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। সবচেয়ে মহাভীতির দিনে তাকে নিরাপদে রাখা হবে। তাঁর মাথায় সম্মানের তাজ পরিধান করানো হবে। এর একটি ইয়াকুত পাথর দুনিয়া ও এর সবকিছু থেকে উত্তম হবে; বাহাত্তর জন আয়তলোচনা হূরের সঙ্গে তার বিবাহ হবে। তার সত্তর জন নিকট আত্মীয় সম্পর্কে তার সুপারিশ কবুল করা হবে।[১১]

(চ) মুমিনদের সন্তানদের সুফারিশ :

হাদীছে এসেছে, আবু হাসসান (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে বললাম, আমার দু'টি পুত্র সন্তান মারা গিয়েছে। আপনি কি রাসুল (ছাঃ)-এর তরফ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করবেন, যাতে আমরা মৃতদের সম্পর্কে আমাদের অন্তরে সান্ত্বনা পেতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য তাদের ছোট সন্তানরা জান্নাতের প্রজাপতি তুল্য। তাদের কেউ কেউ তার পিতার সঙ্গে মিলিত হবে, অথবা তিনি বলেছেন পিতামাতা উভয়ের সঙ্গে মিলিত হবে। এরপর তার পরিধেয় বস্ত্র কিংবা হাত ধরবে, যেভাবে এখন আমি তোমার কাপড়ের আচল ধরছি। এরপর আর পরিত্যাগ করবে না, অথবা তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাকে তার বাপ-মাসহ জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত ছাড়বে না'।[১২]

শেষ কথা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে আমাদের প্রত্যেককে শাফা'আত লাভে ধন্য করুন, যেদিন রাসূল (ছাঃ)-এর সুফারিশ ব্যতীত কোন ব্যক্তি জান্নাত লাভ করতে পারবে না। আমীন!

[লেখক : ৪র্থ বর্ষ, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া ও সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ইবি, কুষ্টিয়া]

৬. বুখারী হা/৭৫০৯।
৭. মুসলিম হা/৯২০।
৮. মুসলিম হা/১৮৩।
৯. প্রাগুক্ত ।
১০. তিরমিযী হা/২৪৩৮; ইবনে মাজাহ হা/৪৩১৬; আহমাদ হা/১৫৪৩০, ১৫৪৩১; দারেমী হা/২৮০৮।
১১. তিরমিযী হা/১৬৬৩; ইবনে মাজাহ হা/২৭৯৯।
১২. মুসলিম হা/২৬৩৫।

যাকাত ও ওশর আদায়ের ফযীলত

-আবুল কালাম

দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম নিয়ামক হ'ল ইসলামী অর্থনীতি তথা যাকাত ব্যবস্থা চালু করা এবং সুদী ও পুঁজিবাদী অর্থনীতি পরিহার করা। স্রষ্টার প্রতিটি বিধান মানবতার জন্য কল্যাণকর। যেখানেই আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে অবমূল্যায়ন করে মানব রচিত বিধান প্রয়োগ হয়েছে, সেখানেই অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের হক আছে। যাকাত ও ওশরের নির্ধারিত অংশ শরী'আত নির্দেশিত খাতে বন্টনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব। এর বাইরে দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই। যাকাত ধনীদের উপর ফরয করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ– 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর' *(বাক্বারাহ ২/৪৩)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ–

'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। আর তোমরা নিজেদের জন্য যে সকল সৎকর্ম অগ্রিম প্রেরণ করবে, তা তোমরা আল্লাহ্র নিকটে প্রাপ্ত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যা কর তা প্রত্যক্ষ করেন' *(বাক্বারাহ ২/১১০)*।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত হ'ল অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. 'ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। (১) আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। (২) ছালাত কায়েম করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) হজ্জ সম্পাদন করা (৫) রামাযানের ছিয়াম পালন করা'।[১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আহলে কিতাব বা ইহুদী-খৃষ্টানদের নিকট কোন দাওয়াতী কাফেলা পাঠালে তাদেরকে যে বিষয়গুলির প্রতি দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিতেন তার মধ্যে যাকাতও ছিল। যেমনভাবে হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ– আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠাবার সময় বলেন, মু'আয! তুমি আহলে কিতাবদের (ইহুদী ও খৃষ্টান) নিকট যাচ্ছ। প্রথমতঃ তাদেরকে এ লক্ষ্যে দ্বীনের প্রতি আহবান করবে। এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। যদি তারা এটা মেনে নেয় তাহ'লে তাদের সামনে এই ঘোষণা দেবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। তারা এটা মেনে নিলে তাদেরকে জানাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তাদের ধনীদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করে তাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যদি তারা এ হুকুমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে তুমি (তাদের) ভাল ভাল মাল গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে। মাযলুমের ফরিয়াদ হ'তে বাঁচার চেষ্টা করবে। কেননা মাযলুমের ফরিয়াদ আর আল্লাহ তা'আলার মধ্যে কোন আড়াল থাকে না'।[২]

যাকাত আদায় না করার পরিণতি :

নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক যাকাত আদায় না করলে সে কবীরা গুনাহগার হবে। যদি সে যাকাতের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের হবে। যাকাত পরিত্যাগকারীর পরিণতি অত্যন্ত ভয়ংকর। যে সম্পদ সে জমা করে রেখেছিল অতি যত্নসহকারে, সেই সম্পদের মাধ্যমেই তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ

১. *বুখারী হা/০৮।*

২. *বুখারী হা/১৩৯৫, ১৪৫৮, ১৪৯৬; মুসলিম হা/১৯; আবুদাউদ হা/১৫৮৪; তিরমিযী হা/৬২৫; মিশকাত হা/১৭৭২।*

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ –اللَّه فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ– ‘হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই বহু (ইহূদী-নাছারা) পণ্ডিত ও দরবেশ মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এবং লোকদের আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখে। বস্তুতঃ যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চিত রাখে, অথচ তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে তুমি মর্মান্তিক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে সেগুলিকে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তাদ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশ সমূহ দাগানো হবে, (আর বলা হবে) এগুলো হ’ল সেইসব স্বর্ণ-রৌপ্য, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করেছিলে। এক্ষণে তোমরা যা কিছু সঞ্চয় করে রেখেছিলে তার স্বাদ আস্বাদন কর’ *(তাওবাহ ৯/৩৪, ৩৫)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ–

‘আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে কিছু দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন এটাকে তাদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। যেসব মালে তারা কৃপণতা করে, সেগুলিকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী হিসাবে পরানো হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকারী হ’লেন আল্লাহ। অতএব (গোপনে ও প্রকাশ্যে) তোমরা যা কিছু কর, সবই আল্লাহ খবর রাখেন’। *(আলে ইমরান ৩/১৮০)*।

নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক যদি যাকাত আদায় না করে তাহ’লে তার সম্পদকে বিষধর সাপে রূপান্তরিত করে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ– يَعْنِى شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ (لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) الآيَةَ – হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু’পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। আল্লাহ্র রাসূল তিলাওয়াত করেন, আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই ক্বিয়ামত দিবসে যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে’[৩] *(ইমরান ৩/১৮০)*।

যাকাতের ফরযিয়াতকে অবজ্ঞা করে কাপর্ণ্যতা বশত যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করবে না, ক্বিয়ামতের দিন তাকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হ’তে হবে। এমর্মে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সোনা-রূপার (নিছাব পরিমাণ) মালিক হবে অথচ তার হক্ব (যাকাত) আদায় করবে না তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন (তা দিয়ে) আগুনের পাত বানানো হবে। এগুলোকে জাহান্নামের আগুনে এমনভাবে গরম করা হবে যেন তা আগুনেরই পাত। সে পাত দিয়ে তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। তারপর এ পাত পৃথক করা হবে। আবার আগুনে উত্তপ্ত করে তার শরীরে লাগানো হবে। আর লাগানোর সময়ের মেয়াদ হবে পঞ্চাশ হাযার বছর। (এ অবস্থা চলবে) বান্দার (জান্নাত-জাহান্নামের) ফায়ছালা হওয়া পর্যন্ত। তারপর তাকে নেয়া হবে জান্নাত অথবা জাহান্নামে।

৩. *বুখারী হা/১৪০৩; মিশকাত হা/১৭৭৪।*

ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! উটের বিষয়টি (যাকাত না দেবার পরিণাম) কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, উটের মালিক যদি এ হক্ব (যাকাত) আদায় না করে (যেদিন উটকে পানি খাওয়ানো হবে সেদিন তাকে দুয়ানোও তার একটা হক্ব), কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তিকে সমতল ভূমিতে উটের সামনে মুখের উপর উপুড় করে তার সবগুলো উট গুনে গুনে (আনা হবে) মোটা তাজা একটি বাচ্চাও কম হবে না। এসব উট মালিককে নিজেদের পায়ের নিচে ফেলে পিষতে থাকবে, দাঁত দিয়ে কামড়াবে। এ উটগুলো চলে গেলে, আবার আর একদল উট আসবে। যেদিন এমন ঘটবে সেদিনের মেয়াদ হবে পঞ্চাশ হাযার বছর। এমনকি বান্দার হিসাব নিকাশ শেষ হয়ে যাবে। তারপর ঐ ব্যক্তি জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হবে। ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! গরু ছাগলের যাকাত আদায় না করলে (মালিকদের) কি অবস্থা হবে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি গরু ছাগলের মালিক হয়ে এর হক্ব (যাকাত) আদায় করে না, ক্বিয়ামতের দিন তাকে সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলা হবে। তার সব গরু ও ছাগলকে আনা হবে একটুও কম-বেশী হবে না। গরু-ছাগলের শিং বাঁকা কিংবা ভাঙ্গা হবে না। শিং ছাড়াও কোনটা হবে না। এসব গরু ছাগল শিং দিয়ে মালিককে গুতো মারতে থাকবে, খুর দিয়ে পিষবে। এভাবে একের পর আরেক দল আসবে। এ সময়ের মেয়াদও হবে পঞ্চাশ হাযার বছর। এর মধ্যে বান্দার হিসাব-নিকাশ হয়ে যাবে। তারপর ঐ ব্যক্তি জান্নাত অথবা জাহান্নামে তার গন্তব্য দেখতে পাবে।

ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঘোড়ার অবস্থা কি হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঘোড়া তিন প্রকারের। প্রথমতঃ যা মানুষের জন্য গুনাহের কারণ হয়। দ্বিতীয়তঃ যা মানুষের জন্য পর্দা। আর তৃতীয়তঃ মানুষের জন্য ছওয়াবের কারণ।

যে সব ঘোড়া গুনাহের কারণ তা হ'ল, ঐ মালিকের ঘোড়া, যেগুলোকে সে মুসলিমদের উপর তার গৌরব, অহংকার ও শৌর্যবীর্য দেখানোর জন্য পালন করে। আর মালিকের জন্য পর্দা হবে ঐ ঘোড়া, যে মালিক আল্লাহ্র পথে ঘোড়ার লালন-পালন কওে এবং সেগুলোর পিঠ ও গর্দানের ব্যাপারে আল্লাহ্র হক্ব ভুলে যায় না। মানুষের জন্য ছওয়াবের কারণ হবে ঐসব ঘোড়া, যে মালিক আল্লাহ্র পথের মুজাহিদদের জন্য তা পালন করে। এদেরকে সবুজ মাঠে রাখে। এসব ঘোড়া যখন আসে ও চারণভূমিতে সবুজ ঘাস খায়, তখন ওই (খোসের সংখ্যার সামান্য) ছওয়াব তার মালিকের জন্য লেখা হয়। এমনকি এদের গোবর ও পেশাবের পরিমাণও তার জন্য ছওয়াব হিসাবে লেখা হয়। সেই ঘোড়া রশি ছিড়ে যদি এক বা দুই ময়দান দৌড়ে ফিরে, তখন আল্লাহ তা'আলা এদের কদমের চিহ্ন ও গোবরের (যা দৌড়াবার সময় করে) সমান ছওয়াব তার মালিকের জন্য লিখে দেন। যদি এসব ঘোড়াকে পানি পান করানোর জন্য নদীর কাছে নেয়া হয়, আর এরা নদী হ'তে পানি পান করে, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা ঘোড়াগুলোর পান করা পানির পরিমাণ ছওয়াব ওই ব্যক্তির জন্য লিখে দেন, যদিও মালিকের পানি পান করানোর ইচ্ছা না থাকে। ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! গাধার ব্যাপারে কি হুকুম? তিনি বললেন, গাধার ব্যাপারে আমার উপর কোন হুকুম নাযিল হয়নি। সকল নেক কাজের ব্যাপারে এ আয়াতটিই যথেষ্ট 'যে ব্যক্তি এক কণা পরিমাণ নেক আমল করবে তা সে দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি এক কণা পরিমাণ বদ আমল করবে তাও সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*।[৪]

গচ্ছিত সম্পদের যাকাত আদায় না করলে কিয়ামতের দিন তা সাপের আকৃতিতে রূপান্তরিত হবে এবং মালিকের হাতে দংশন করতে থাকবে। কেননা সে হাত দ্বারাই সম্পদ অর্জন করেছিল। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصَابِعَهُ 'ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের ধনসম্পদ বিষধর সাপের রূপ ধারণ করবে। মালিক এর থেকে পালিয়ে থাকবে আর সে মালিককে খুঁজতে থাকবে। পরিশেষে সে মালিককে পেয়ে যাবে এবং তার আঙ্গুলগুলোকে লোকমা বানিয়ে মুখে পুরবে'।[৫]

যাকাত আদায়ের ফযীলত :

যাকাত আদায় করা ফরয। যে ব্যক্তি এর ফরযিয়াতকে মেনে নিয়ে যাকাত আদায় করবে মহান আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে নেকী দান করবেন। কিয়ামতের দিন তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা চিন্তিত ও হবে না। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ- 'নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্মাদি সম্পাদন করে, ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৭)*।

যাকাত আদায় করার মাধ্যমে সঠিক পথের উপর টিকে থাকা যায় এবং সঠিক পথে থাকার মাধ্যমে সফলতা লাভ করা যায়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ

৪. মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩।
৫. আহমাদ হা/১০৮৮৫; মিশকাত হা /১৭৯১।

آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ– ‘আল্লাহ্র মসজিদ সমূহ কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। নিশ্চয়ই তারা সুপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(তাওবাহ-৯/১৮)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ –وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– ‘যারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। এরাই তাদের প্রতিপালকের প্রদর্শিত পথে আছে এবং এরাই সফলকাম’ *(লোক্বমান ৩১/৪-৫)*।

আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ তার নির্দেশিত পথে ব্যয় করলে তথা যাকাত আদায় করলে তা দ্বিগুন, বহুগুন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ‘লোকদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে মনে করে তোমরা যে সুদ প্রদান করে থাক, আল্লাহ্র নিকটে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে (জান্নাতে) আল্লাহ্র চেহারা অন্বেষণে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক, তারা বহুগুণ লাভ করে থাকে’ *(রূম ৩০/৩৯)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ‘নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ। আর তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার’ *(হাদীদ ৫৭/১৮)*।

যারা যাকাত আদায় করবে ও আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করবে তারা আল্লাহ্র রহমত প্রাপ্ত হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ‘আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান’ *(তাওবাহ ৯/৭১)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ‘তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হ’তে পার’ *(নূর ২৪/৫৬)*।

যাকাতের ফযীলত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ. قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا . فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, এক বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যে আমলের মাধ্যমে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র ইবাদত করবে আর তার সাথে অপর কোন কিছু শরীক করবে না। ফরয ছালাত আদায় করবে। ফরয যাকাত প্রদান করবে। রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করবে। সে বলল, যার হাতে আমরা প্রাণ রয়েছে তার শপথ করে বলছি, আমি এর চেয়ে বেশী করব না। যখন সে ফিরে গেল, নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখতে পসন্দ করে সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে নেয়’।[৬] হাদীছে আরও এসেছে, عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. আবু উমামা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর, তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান কর এবং আমীরের আনুগত্য কর; তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ কর’।[৭]

(ক্রমশঃ)

[লেখক : কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

৬. *বুখারী হা/১৩৯৭, ১৩৯৬।*
৭. *তিরমিযী হা/৬১৬; মিশকাত হা/৫৭১।*

জামা‘আতবদ্ধ জীবন-যাপনের সুফল

--লিলবর আল-বারাদী

(২য় কিস্তি)

৪. ইসলামী পরিবার গঠনে অনুপ্রাণিত হওয়া : পারিবারিক জীবন ব্যাতিরেকে মানব সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। মানুষের অস্তিত্বের জন্য পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। সমাজের শান্তি-শৃংঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, উন্নতি-অগ্রগতি ইত্যাদি সুষ্ঠু পারিবারিক ব্যবস্থার উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। পারিবারিক জীবন অশান্ত ও নড়বড়ে হ’লে, তাতে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিলে সমাজ জীবনে নানা অশান্তি ও বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি হ’তে বাধ্য। তাই বলা হয়, পরিবার মানব সমাজের মূল ভিত্তি।

উত্তম পরিবারের জন্য চাই উত্তম পরিবার প্রধান। ইসলামী পরিবারে পিতা হ’লেন পরিবার-প্রধান এবং মাতা হ’লেন গৃহকত্রী। সন্তানরা বড় হ’লে তারা হবে পিতা-মাতার সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতা। সকলে মিলে পরিবারকে এমনভাবে গড়ে তুলবে, যেন দিবারাত্রি সর্বদা রহমতের ফেরেশতা সেটিকে ঘিরে রাখে। আল্লাহ্র বিশেষ প্রশান্তি নাযিল হয় এবং যে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করতে পারেন। এজন্য সর্বাগ্রে পরিবার-প্রধান হিসাবে পিতাকে ‘উত্তম আদর্শ’ হ’তে হবে। অতঃপর মাতা, বড় ভাই, বড় বোন সবাইকে সমভাবে। তাই উত্তম পরিবার গঠনে সর্বাপেক্ষা উত্তম আদর্শ হলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। যেমন আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে’ *(আহযাব ৩৩/২১)*।

শুধু সমাজ বা রাষ্ট্র নেতারাই নেতা নয়, পরিবারের প্রধানও নেতা বা দায়িত্বশীল। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে’।[১]

জামা‘আতবদ্ধতার গুরুত্ব হিসাবে পারিবারিক তা‘লীম একটি অমূল্য প্রশিক্ষণ। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও শৃংঙ্খলা বিধানের জন্য তাঁর ঘোষিত চিরন্তন মূলনীতি হ’ল, বড়কে সম্মান করা ও ছোটকে স্নেহ করা। আর সেই ব্যক্তি উত্তম যে বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করে। আর যে তা না করে সে মুসলমানদের দলভুক্ত নয়। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি বড়দের মর্যাদা বুঝে না ও ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে না, সে মুসলমানের দলভুক্ত নয়’।[২]

মুমিন পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্ট একটি পরিবারকে পারস্পরিক শক্ত বন্ধনে আবদ্ধ করে। আর পরিবার হ’ল সমাজের প্রাথমিক ইউনিট। পরিবার যদি সুন্দর হয়, নিঃসন্দেহে সমাজ ও জাতি সুন্দর হবে। আর পরিবার নষ্ট হলে, অবশ্যই সমাজ ও জাতি নষ্ট হবে। পরিশেষে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হবে। অতএব অবশ্যই প্রথমে উত্তম পরিবার গঠন করতে হবে। আদর্শ পরিবারের সন্তানের শিক্ষা হলো পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ করা। পিতা ও মাতার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি রয়েছে পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি রয়েছে পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে’।[৩] জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কার প্রতি সর্বাধিক সুন্দর আচরণ করব? তিনি বললেন, তোমার মায়ের প্রতি (৩ বার)। অতঃপর বললেন, তোমার পিতার প্রতি। অতঃপর নিকটতমদের প্রতি পর্যায়ক্রমে’।[৪]

হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হবে। আর এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র রহমত পাওয়া যাবে। এমর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, আমি আল্লাহ আমি রহমান। আমি ‘রেহম’ (মাতৃগর্ভ) সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকে তার নামকরণ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা সংযুক্ত রাখবে আমি তাকে (আমার রহমতের মধ্যে) যুক্ত করে নেব। আর যে ব্যক্তি তা ছিন্ন করবে, আমিও তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেব’।[৫] তিনি বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।[৬]

উত্তম পরিবারের অন্যতম প্রধান নিদর্শন হ’ল উত্তম সন্তানাদি। এদের মাধ্যমেই পরিবারের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। পরিবারের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়। তাই সন্তানকে শিশুকাল থেকেই ইসলামী কৃষ্টি-কালচার অনুযায়ী গড়ে তোলা পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের উপর অপরিহার্য দায়িত্ব। বন্ধুকে দেখে যেমন বন্ধুকে চেনা যায়। তেমনি সন্তানকে দেখে বাপ-মাকে চেনা যায়। অতএব এ বিষয়ে পিতা-মাতা যেমন সজাগ হবেন, সন্তানদেরও তেমনি

১. *মুসলিম হা/২০১৮।*

২. *তিরমিযী হা/২৮১৯; মিশকাত হা/৪৩৫০।*
৩. *তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭।*
৪. *তিরমিযী, আবুদাঊদ; মিশকাত হা/৪৯২৯।*
৫. *আবুদাঊদ; তিরমিযী; মিশকাত হা/৪৯৩০।*
৬. *বুখারী হা/৫৯৮৪, মুসলিম হা/২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২।*

সজাগ থাকতে হবে। যেন নিজেদের কোন ভুলের জন্য বাপ-মা ও বংশের বদনাম না হয়। পরিবারে একজন বদনামগ্রস্ত হলে পরিবার ও বংশ বদনামগ্রস্ত হয়। সেকারণ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে উত্তম পরিবার গড়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হ'ল সন্তান। সন্তানকে শিশু অবস্থায় গড়ে না তুললে বড় অবস্থায় খুব কমই ফেরানো যায়। আর সন্তান এই শিক্ষা পরিবার ও সমাজ থেকে পেয়ে থাকে। সকল সন্তান ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং সৎ ও চরিত্রবান নাগরিক গড়ার প্রথম ভিত্তি হচ্ছে পরিবার। সুতরাং নিজে ও পরিবারকে দুনিয়াবী বিপর্যয় ও পরকালের জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে হবে। তাই মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যার উপর নিযুক্ত রয়েছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাববিশিষ্ট ফেরেশতাগণ। যারা আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয়, তাই করে' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ 'আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক কর' *(শু'আরা ২৬/২১৪)*।

এটাই চিরন্তন সত্য যে, শিশুরা আদর্শবান হয়ে গড়ে ওঠে পরিবার থেকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ 'প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের (ইসলাম) উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বা খৃষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়'।[৭] এজন্যই ইসলামের বিধান হ'ল, مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে ছালাতের নির্দেশ দাও। দশ বছর বয়সে এজন্য প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও'।[৮] পরিবারের সবাই যেন নিয়মিত ছালাতে অভ্যস্থ হতে হবে। সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى 'তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং এর উপর তুমি নিজে অবিচল থাক। আমরা তোমার নিকট রিযিক চাই না। বরং আমরাই তোমাকে রিযিক দিয়ে থাকি। আর শুভ পরিণাম কেবল আল্লাহভীরুদের জন্য' *(ত্বোয়াহা ২০/১৩২)*।

উত্তম পরিবার গঠনের জন্যে মহান আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতে হবে এই বলে, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানাও' *(ফুরক্বান ২৫/৭৪)*।

সোনামণিদের বিশুদ্ধ সংগঠনের আশ্রয়ে রাখতে হবে। কারণ শিশুরা অনুকরণ প্রিয় ও অন্যকে দেখে শেখে। এই জন্যে পরিবার প্রধানকে ও তার বন্ধুদেরকে আদর্শবান ও কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِىَ فِى بَطْنِ أُمِّهِ 'সৌভাগ্যবান সেই, যে অন্যের উপদেশ গ্রহণ করে এবং হতভাগা সেই যে মায়ের পেট থেকে হতভাগা হয়ে ভূমিষ্ট হয়'।[৯] লোকমান নবী ছিলেন না। অথচ নির্বোধদের দেখেই তিনি সংযত হন ও সেই প্রজ্ঞা থেকেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিতে পরিণত হন। কুরআনে তার নামে একটি সূরা নাযিল হয়। যেখানে সন্তানদের প্রতি লোকমানের মূল্যবান উপদেশসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

৫. সৎ সঙ্গীর সাহচর্য লাভ : একজন ভালো বন্ধু জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। তাই সর্বদা সৎ বন্ধু তালাশ করতে হবে। কোন ব্যক্তিকে জানতে ও বুঝতে চাইলে তার বন্ধুমহল কেমন তা দেখা হয়। যেমন মু'আল্লাক্বা খ্যাত কবি ত্বরাফাহ আল-বিকরী বলেন, عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِيْنِهِ + فَكُلُّ قَرِيْنٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِيْ 'ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, বরং তার বন্ধু সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। কেননা প্রত্যেক বন্ধু তার বন্ধুর অনুসরণ করে থাকে'।[১০] সত্যবাদী সাথীদের সাথে থাকার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 'আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহযোগী। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী' *(তাওবাহ ৯/৭১)*।

---

৭. বুখারী হা/১৩৬৫; মুসলিম হা/২৬৫৮; মিশকাত হা/৯০।
৮. আবুদাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২।
৯. মুসলিম হা/২৬৪৫।
১০. দীওয়ানে ত্বরাফাহ পৃ. ২০; দরসে হাদীছ : ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মাসিক আত-তাহরীক, ১৭তম বর্ষ, ১০ সংখ্যা, জুলাই ২০১৪।

তিনি অন্যত্র বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে?’ *(নিসা ৪/১৪৪)*।

অন্য আয়াতে এসেছে জাহান্নামীরা বলবে, يَاوَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ‘হায় আমার দূর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম’ *(ফুরকান ২৫/২৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِىٌّ ‘ঈমানদার ব্যতীত কাউকে সাথী বানিও না। আর আল্লাহভীরু ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়’।[১১] উত্তম চরিত্রের অধিকারী সাথীই হ’ল ভাল বন্ধু। তাদের কাছে একে অপরের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। তারা একে অপরের নিকট বিশ্বস্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘কিয়ামতের দিন মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সর্বাধিক ভারী হবে তার উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন অশ্লীলভাষী ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির প্রতি’।[১২] তিনি আরো বলেন, ‘কিয়ামতের দিন আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং সর্বাপেক্ষা নিকটতর আসনের অধিকারী হবে ঐ সব লোক, যাদের চরিত্র সুন্দর’।[১৩]

নিজেকে চরিত্রবান, ধৈর্যশীল, বিনয়ী ও মিষ্টভাষী হ’তে হবে এবং ভালো, উত্তম ও চরিত্রবান বন্ধু গ্রহণ করতে হবে। পরস্পরকে সালাম করবে, হাসিমুখে কথা বলবে, ওয়াদা ও চুক্তি রক্ষা করবে, একে অপরকে প্রতি ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিবে। পারস্পরিক লেনদেনে বিশ্বস্ত থাকবে। ঝগড়ার বিষয়ে আপোষকামী থাকবে। হাক্কুল্লাহ আদায়ের ব্যাপারে সদা যত্নশীল থাকবে। ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, ছাদাক্বাহ ইত্যাদি যথাযথভাবে আদায় করবে। আল্লাহ্র নে‘মতের শুকরিয়া আদায় করবে। তার প্রতি সর্বদা ভরসাকারী থাকবে এবং যে কাজ করলে তিনি খুশী হন, সর্বদা সে কাজে অগ্রণী থাকবে। আর সৎ ব্যক্তি সাথী হ’লে তাকেও ভাল পথে চলার জন্য বলে থাকে। সুতরাং সৎ ও নেককার ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করা এবং ভাল মানুষকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা মুমিনের কর্তব্য। শিক্ষার বিষয়বস্তু যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সন্তানের বন্ধু কারা, সেদিকেও দৃষ্টি রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মানুষ তার বন্ধুকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ‘মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে উঠে’।[১৪] তিনি আরও বলেন, الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ ‘মুমিন ব্যক্তি হয় সরল ও ভদ্র। পক্ষান্তরে পাপী ব্যক্তি হয় ধূর্ত ও চরিত্রহীন’।[১৫] অতএব তোমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত কার সাথে বন্ধুত্ব করবে’।[১৬]

৬. অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে থাকা : অসৎ, চরিত্রহীন ও বিধর্মীদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা উচিৎ নয়। এমনকি যারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রু তাদেরকে তো নয়ই। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। তাদের নিকট তোমরা বন্ধুত্ব পেশ করছ, অথচ তারা তোমাদের নিকট আগত সত্যকে অস্বীকার করছে। তারা রাসূল ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছ। যদি তোমরা বেরিয়ে থাক আমার পথে জিহাদের জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তাহ’লে তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্ব পোষণ করো না। বস্তুতঃ আমি ভালভাবেই জানি যা তোমরা লুকিয়ে রাখ এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে ব্যক্তি সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে’ *(মুমতাহিনা ৬০/১)*।

আর তারা কেবল তাদেরই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে এবং ঈমানদার মুসলমানকে বিতাড়িত করে ও তাদের সাথে যুদ্ধ করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ‘আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে ও তোমাদের বহিষ্কারে সাহায্য করেছে। বস্তুতঃ তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তারাই যালেম’ *(মুমতাহিনা ৬০/৯)*।

যখন কোন ব্যক্তির সাথী অসৎ হয় তখন তাকেও অসৎ পথে চলার পথ দেখায়। যে কোন ব্যক্তি বন্ধু নির্বাচন করার পূর্বে অবশ্যই যেন লক্ষ্য করে তার দ্বীনের প্রতি, আমানতের প্রতি ও আক্বীদার প্রতি। যদি দেখতে পায় যে, তার দ্বীন-ধর্ম, আমানতদারী ও আক্বীদা সঠিক রয়েছে তাহ’লে তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), তাঁর ছাহাবীগণ এবং সালাফে ছালেহীনের প্রতি লক্ষ্য করি। আর তাঁদের আদর্শে জীবন গড়ি। পক্ষান্তরে ফেরাঊন, নমরূদ, হামানের মত যারা, তাদের থেকে সাবধান হই। অতএব যে সৎ ব্যক্তিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে সে তার ফল পাবে। আর যে অসৎ ব্যক্তিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে সে সেদিকেই যাবে যেদিকে তার বন্ধু যাবে। কিন্তু অসৎ বন্ধুর নিকট থেকে সামান্যতম হ’লেও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। মন্দ বন্ধু সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَثَلُ جَلِيْسِ السُّوْءِ كَمَثَلِ

১১. *তিরমিযী হা/২৩৯৫; আবুদাঊদ হা/৪৮৩২; মিশকাত হা/৫০১৮।*
১২. *আবু দাঊদ হা/৫০৯৫; মিশকাত হা/২৪৪৩।*
১৩. *বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭৪।*
১৪. *আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৫০১৯।*
১৫. *আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৫০৮৫।*
১৬. *তিরমিযী হা/২৩৭৮; আবুদাঊদ হা/৪৮৩৩; মিশকাত হা/৫০১৯।*

صَاحِبِ الْكِيْرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ– ‘আর অসৎ লোকের সংসর্গ হ’ল কামারের সদৃশ। যদিও কালি ও ময়লা না লাগে, তবে তার ধোঁয়া থেকে রক্ষা পাবে না’।[১৭]

ভালো বন্ধু ও অসৎ বন্ধু সঙ্গ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً –

‘সৎ সঙ্গ ও অসৎ সঙ্গের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুগন্ধি বিক্রেতা ও কামারের হাপারে ফুঁকদানকারীর মত। সুগন্ধি বিক্রেতা হয়ত তোমাকে এমনিতেই কিছু দিয়ে দিবে, অথবা ক্রয় করবে, অথবা সুঘ্রাণ গ্রহণ করবে। আর কামারের হাপরে ফুঁকদানকারী হয় তোমার কাপড় জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিবে নতুবা তার দুর্গন্ধ ও ছাই তো তুমি অর্জন করবেই’।[১৮]

মহান আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন, الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ‘যারা মুসলমানদের বর্জন করতঃ কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহ্রই জন্য’ *(নিসা ৪/১৩৯)*।

৭. পারস্পারিক সহমর্মী হওয়া : মুসলমানরা পরস্পরের মান-ইযযতের নিরাপত্তা বিধান, দুঃখ-কষ্টে অংশগ্রহণ, গঠনমূলক সমালোচনা, উপদেশ-নছীহত, একত্রে বসবাসসহ সার্বিক বিষয়ে পরস্পরের সহযোগী হবে এটাই স্বাভাবিক। আর এ ধরনের পরিবেশ তৈরীতে শারঈ ইমারতের ছায়াতলে থেকে জামা‘আতবদ্ধতার কোন বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করলে, দুনিয়ায় তাঁর বান্দাদের সাহায্য করতে হবে মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاللهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ أَخِيْهِ.‘আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দার সাহায্য করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে’।[১৯] পরস্পরকে ভালো কাজে উৎসাহ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। তাছাড়া কোন মুমিন যালিম দ্বারা অত্যাচারিত হ’লে, এমনকি সে যালিম হ’লেও তাকে অন্যায় থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَالِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ ‘তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অত্যাচারিতকে তো সাহায্য করব; কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব? তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখবে। এটিই তাকে তোমার সাহায্য করার নামান্তর’।[২০]

পারস্পরিক সহযোগিতার পুরস্কার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَيَظْلِمُهُ، وَلاَيُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِىْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُّسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব মোচনে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার অভাব মোচনে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের কোন একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন’।[২১]

৮. পারস্পারিক সৌজন্য সাক্ষাৎ : জামা‘আতবদ্ধ মুসলমান অপর দ্বীনী মুসলিম ভাইয়ের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করে। এই সৌজন্য যোগাযোগের মাধ্যমে একদিকে যেমন একে অপরের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে, তেমনি মহান আল্লাহও খুশী হয়। যার প্রতিফল হিসাবে উভয়েরই জান্নাত লাভের পথ সুগম হয়ে যায়। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘এক ব্যক্তি অন্য এক গ্রামে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হ’ল। মহান আল্লাহ তার যাবার পথে একজন ফেরেশতা বসিয়ে রাখলেন। লোকটি যখন সেখানে পৌঁছল, তখন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, ঐ গ্রামে একজন ভাই আছে, তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, তার কাছে তোমার কোন অনুগ্রহ আছে কি, যার বিনিময় লাভের জন্য তুমি যাচ্ছ? সে বলল, না, আমি তাকে একমাত্র আল্লাহ্র রাযী-খুশীর উদ্দেশ্যে ভালবাসি। তখন ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ ভালবাসেন, যেরূপ তুমি তাঁর রাযী-খুশীর উদ্দেশ্যে তাকে ভালবাস’।[২২]

৯. রুগ্ন ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতিশীলতা : মানব জীবনে বিপদ-আপদের যতগুলো ক্ষেত্র আছে, তার মধ্যে অসুস্থতা

১৭. আবূ দাউদ হা/৪৮২৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৮৩৯।
১৮. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৩৪।
১৯. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪ ‘ইলম’ অধ্যায়।
২০. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৯৫৭।
২১. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৯৫৮।
২২. মুসলিম হা/২৫৬৭; মিশকাত, হা/৫০০৭।

অন্যতম। দুনিয়াবী জীবনে মানুষ যে কত বড় অসহায়, তার বাস্তব উপলব্ধি ঘটে অসুস্থ অবস্থায়। এমন পরিস্থিতিতে কোন শত্রুও যদি দেখা করতে আসে বা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে, তবে সে তাকে আর শত্রু মনে করে না। সে তখন তার নিকটে পরম বন্ধুতে পরিণত হয় এবং তার অন্তরে ঐ শত্রুর জন্য আলাদা একটা স্থানও তৈরী হয়ে যায়। তাই রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া বা সাধ্যমত তার দেখ-ভাল করা ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির একটা বড় উপায়। রুগ্ন ব্যক্তির দেখাশোনার বিষয়টি ইসলামী শরী'আতও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عُوْدُو الْمَرِيْضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ، تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ 'রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে এবং জানাযার অনুসরণ করবে (কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করবে) তাহ'লে তা তোমাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে'।[২৩] একজন মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের হক্ব বা কর্তব্য সম্পর্কে যে কয়েকটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর প্রত্যেকটিতে عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ তথা 'রোগীর পরিচর্যা'র বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়াও ক্বিয়ামতের ময়দানে রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে মহান আল্লাহ নিজেই ফরিয়াদী হয়ে আদম সন্তানকে জিজ্ঞেস করবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি রুগ্ন ছিলাম তুমি পরিচর্যা করনি'।[২৪] রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করাও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করার সহজ উপায়। যতক্ষণ পর্যন্ত রুগীর পরিচর্যা করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি রহমতের মাঝে অবস্থান করে। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيْضًا خَاضَ فِى الرَّحْمَةِ، حَتَّى إِذَا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيْهَا. 'যদি কোন ব্যক্তি কোন রুগীর পরিচর্যা করে, সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয়, এমনকি সে যখন সেখানে বসে পড়ে, তখন তো রীতিমতো রহমতের মধ্যেই অবস্থান করে'।[২৫] অন্য হাদীছে বলা হয়েছে জান্নাতের ফলমূলের বাগানে অবস্থান করে। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كَانَ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি তার কোন রুগ্ন ভাইকে দেখতে যায়, সে জান্নাতের ফলমূলের মধ্যে অবস্থান করবে'।[২৬] অনুরূপ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ جَنَاهَا. 'মুসলমান যখন তার রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের 'খুরফার' মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! জান্নাতের খুরফা কি? তিনি উত্তর দিলেন, তাঁর ফলমূল'।[২৭] রুগ্নকে পরিচর্যাকারী ব্যক্তিকে একজন আহবানকারী ডেকে বলে তোমার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِى اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً. 'কোন ব্যক্তি কোন রুগ্ন ব্যক্তির পরিচর্যা করলে অথবা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তার কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে, একজন আহ্বানকারী (অন্য বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহ তা'আলা) তাকে ডেকে ডেকে বলে, তুমি উত্তম কাজ করেছ, তোমার পদচারণা উত্তম হয়েছে এবং জান্নাতে তুমি একটি ঘর তৈরী করে নিয়েছ'।[২৮]

শুধু বন্ধু নয়, তার পরিবারের অন্যান্য সদস্য অসুস্থ হলেও তাদের দেখতে যেতে হবে এবং তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ করবে। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِىَ وَإِنْ عَادَه عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَه خَرِيْفٌ فِىْ الْجَنَّةِ 'এমন কোন মুসলমান যেই যে সকাল বেলা কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যায়, তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ না করে। আর সন্ধ্যা বেলা কোন রোগী দেখতে যায় এবং সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ না করে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান সুনির্ধারিত কওে দেয়া হয়'।[২৯] রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই দো'আ করতেন- أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِىْ لاَشِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا. 'হে আল্লাহ! হে মানুষের প্রভু! রোগ দূর কর, রোগমুক্তি দান কর। তুমিই রোগমুক্তি দানকারী। তোমার রোগমুক্তি ছাড়া কোন রোগমুক্তি নেই। এমন রোগমুক্তি কোন রোগ বাকী রাখে না'।[৩০]

১০. বিপদে সহযোগিতা প্রাপ্তি : ইসলামী শরী'আতে মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক হ'ল একটি দেহের ন্যায়। দেহের একটি অঙ্গ যেকোন ধরনের বিপদে পড়ার সাথে সাথে অন্য অঙ্গ তাকে সাহায্যের জন্য তৈরী হয়। অনুরূপ কোন মুসলমান ভাই যখন কোন প্রকার বিপদে পড়ে, তখন অপর মুসলমান ভাইয়ের কর্তব্য তাকে সাহায্য করা। কেননা যে মানুষকে সাহায্য করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যমীনবাসীর উপর রহম কর, আসমানবাসী আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করবেন'।[৩১]

---

২৩. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫১৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৮১, হাদীছ ছহীহ।*
২৪. *মুসলিম হা/২৫৬৯; মিশকাত হা/১৫২৮।*
২৫. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫২২, হাদীছ ছহীহ।*
২৬. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫২১, হাদীছ ছহীহ ।*
২৭. *মুসলিম হা/২৫৬৮, বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৮৯৯।*
২৮. *তিরমিযী হা/২০০৮, হাদীছ হাসান; মিশকাত হা/৫০১৫।*
২৯. *তিরমিযী হা/৯৬৯, হাদীছ ছহীহ, আবূদাউদ, বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৯০০।*
৩০. ১২. *বুখারী হা/৫৬৭৫, ৫৭৫০; মিশকাত হা/১৫৩০।*
৩১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৬; 'জিহাদ' অধ্যায়।*

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।[৩২] অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর ছাদাক্বা করা ওয়াজিব। একজন প্রশ্ন করলেন, যদি কারো সে সামর্থ্য না থাকে, তবে কি হবে? ... ছাহাবীদের পর্যায়ক্রমিক প্রশ্নের উত্তরে এক পর্যায়ে তিনি বলেন, فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ 'তাহ'লে কোন দুঃখে বা বিপদে পতিত ব্যক্তিকে সাহায্য করবে'।[৩৩] উত্তম সমাজে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি দায়িত্বশীল হবে এবং একে অপরের জান-মাল ও ইয্যত রক্ষার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে। এর বিনিময় সে আল্লাহর কাছে কামনা করবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যা কিছু সৎকর্ম অগ্রিম প্রেরণ করবে, তা তোমরা আল্লাহ্র নিকট পেয়ে যাবে। আর সেটাই হ'ল উত্তম ও মহান পুরস্কার' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২১)*।

মুসলিম ভাইয়ের বৈশিষ্ট্য হ'ল তারা একে অপরের প্রতি দায়িত্ববান। সকলে সকলের প্রতি দায়িত্ববান ভালো আচরণ করবে। তারা কেউ কাউকে অসম্মান করবে না, যুলুম করবে না, লজ্জিত করবে না, অযথা রেগে যাবে না। কোন ভাই অসুস্থ হ'লে অন্যের দায়িত্ব পড়ে যায় তাকে সুস্থ করা ও চিকিৎসা করা, কষ্ট পেলে সান্তনা দেয়া, বিপদে সাহায্য করা। একজন বন্ধু কোন বিপদে পড়লে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করা। যদি তার পরিবার বিপদে পড়ে, তবে সামাজিকভাবে সাহায্য করা। যদি কোন মুসলিম পারস্পারিক ভাবে সাহায্য না করে তবে তার পরকাল ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এমনকি একটা পশু বিপদে পড়লেও এ সমাজের মানুষের কর্তব্য হ'ল তাকে উদ্ধার করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বিগত যুগে একজন বেশ্যা মহিলা রাস্তা দিয়ে যাবার সময় একটা পিপাসিত কুকুরকে দেখতে পায়। তখন সে গভীর কুয়ায় নেমে নিজ চামড়ার মোযায় পানি ভরে এনে তাকে খাওয়ায়। তাতে প্রচন্ড দাবদাহে প্রায় মৃত কুকুরটি বেঁচে যায়। এতে খুশী হয়ে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন ও সে জান্নাতবাসী হয়'।[৩৪] এর বিপরীতে আরেকজন মহিলা একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে না খেতে দিয়ে কষ্ট দিলে সে মারা যায়। এর ফলে ঐ মহিলা জাহান্নামী হয়।[৩৫]

১১. শত্রুতা থেকে নিরাপদ থাকা : হাদীছে এসেছে, عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল হকের উপরে বিজয়ী থাকবে। আল্লাহ্র নির্দেশ (ক্বিয়ামত) না আসা পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদী ও অপদস্থকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অথচ তারা সে অবস্থায় থাকবে'।[৩৬]

অপর একটি হাদীছে এসেছে, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল হকের জন্য লড়াই অব্যাহত রাখবে এবং তারা বিজয়ী থাকবে'।[৩৭] কুররা ইবনু ইয়াস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْصُوْرِيْنَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ 'নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হ'তে থাকবে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত অপদস্থকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[৩৮]

এ হাদীছের পক্ষে মু'আবিয়া (রাঃ) বর্ণিত নিম্নের হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে- عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ–মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্য থেকে একটি দল আল্লাহ্র সত্য দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আল্লাহ্র নির্দেশ (ক্বিয়ামত) আসা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধবাদী ও অপদস্থকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[৩৯] *(ক্রমশঃ)*

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

৩২. মুসলিম, তিরমিযী হা/১৯৩০; আবুদাঊদ হা/৪৯৪৬।
৩৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/২২৫; মিশকাত হা/১৮৯৫।
৩৪. হাকেম ৩/২৬২, ছহীহুল জামে' হা/৩০৫৬।
৩৫. হাকেম ৩/২৬২, ছহীহুল জামে' হা/৩০৫৬।
৩৬. বুখারী হা/৩৬৪১; মুসলিম হা/১৯২০; মিশকাত হা/৬২৭৬; ছহীহাহ হা/১৯৫; হাকেম হা/৮৩৯০; তিরমিযী হা/২১৯২; আহমাদ হা/১৮১৬০।
৩৭. মুসলিম হা/১৫৬, 'ঈমান' অধ্যায়; ছহীহাহ হা/১৯৬০।
৩৮. তিরমিযী হা/২১৯২, 'ফিতান' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/০৬; আহমাদ হা/১৫৬৩৫; ছহীহাহ হা/৪০৩; মিশকাত হা/৬২৮৩।
৩৯. বুখারী হা/৩৬৪১; মুসলিম হা/১৯২০; ছহীহাহ হা/১৯৫; হাকেম হা/৮৩৯০; ইবনু মাজাহ হা/০৬; তিরমিযী হা/২১৯২; আহমাদ হা/১৮১৬০; মিশকাত হা/৬২৭৬।

মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা

- আব্দুর রহীম

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনীতে মূল্যহীন দুনিয়ার অবস্থা :

মূল্যহীন দুনিয়ার এই মুসাফিরখানায় রাসূল (ছাঃ) খুব সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। তিনি কখনো দুনিয়ার কোন কিছু প্রাপ্তির জন্য কষ্ট প্রকাশ করেন নি। বরং তিনি স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় যা পেয়েছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করেছেন। তিনি ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়েছেন। ক্ষুধায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, كَانَ يَرْبِطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ مِنَ الْغَرَثِ 'রাসূল (ছাঃ) ক্ষুধার কারণে পেটের উপর পাথর বেঁধে রাখতেন'।[১]

ক্ষুধার কারণে রাসূলের চেহারা বিমর্ষ হয়ে গেছে, কখনো খাবারের সন্ধানে মানুষের বাড়িতে গমন করেছেন। রাসূলের বিছানা ছিল খেজুর পাতার; দেহে খেজুর পাতার দাগ পড়ে থাকত; বিছানায় কোন গদি ছিল না। ছিল না কোন ভালো বালিশ। এভাবেই বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছেন। বাড়িতে মাসের পর মাস চুলা বন্ধ ছিল। কেবল নিম্ন মানের খেজুর ও পানি পান করে কাটিয়েছেন কত দিন। কেবল পরকালের শান্তির জন্য ও জাতির মুক্তির জন্য। আজ আমরা যারা তার উম্মতের দাবীদার তাদের অবস্থা রাসূলের আদর্শের পরিপন্থী। রাসূলের নামে কটূক্তি করা হলে জীবন দিতে যায়, কিন্তু রাসূলের আদর্শের অনুসরণ নেই। আমরা রাসূলের অনুসরণ করতে গিয়েও অর্থমোহে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের অন্ন কেড়ে নিই। রক্ত ঝরাতেও দ্বিধাবোধ করিনা। তাহলে আমরা কেমন আদর্শ অনুসরণ করি? নাকি আমাদের ধর্মীয় কাজগুলো দুনিয়াবী স্বার্থে হচ্ছে? যে রাসূল অর্ধাভাবে অনাহারে দিন কাটালেন সে রাসূলের উম্মত হয়ে জীবিকা অন্বেষণের অযুহাত দিয়ে ঘুষ প্রদান করতে অন্তরে বাধেনা। অথচ নিজেদের তাক্বওয়াশীল বলে পরিচয় দিতে স্বাছন্দ্যবোধ করি। তাহলে আসুন আমরা সর্বক্ষেত্রে রাসূলের জীবনাদর্শ অনুসরণ করি। আগে জানি রাসূলের জীবনাদর্শ কেমন ছিল। নিম্নে এ সংক্রান্ত হাদীছগুলো পেশ করা হ'ল :

রাসূলের বিছানার অবস্থা :

عن عُمَر بْن الْخَطَّاب قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ قَالَ فَجَلَسْتُ فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِى جَنْبِهِ وَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ الصَّاعِ وَقَرَظٍ فِى نَاحِيَةٍ فِى الْغُرْفَةِ وَإِذَا إِهَابٌ مُعَلَّقٌ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَاىَ فَقَالَ : مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ. فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللهِ وَمَا لِىَ لاَ أَبْكِى وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِى جَنْبِكَ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لاَ أَرَى فِيهَا إِلاَّ مَا أَرَى وَذَلِكَ كِسْرَى وَقَيْصَرُ فِى الثِّمَارِ وَالأَنْهَارِ وَأَنْتَ نَبِىُّ اللهِ وَصَفْوَتُهُ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ. قَالَ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا. قُلْتُ بَلَى-

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি তখন খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শোয়া ছিলেন। আমি বসে পড়লাম। তাঁর পরিধানে ছিলো একটি লুঙ্গি। এ ছাড়া আর কোন বস্ত্র তাঁর পরিধানে ছিলো না। তাঁর পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিলো। আমি দেখলাম যে, তাঁর ঘরের এক কোণে ছিলো প্রায় এক ছা গম, বাবলা গাছের কিছু পাতা এবং ঝুলন্ত একটি পানির মশক। এ অবস্থা দেখে আমার দু'চোখে অশ্রু প্রবাহিত হ'ল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কাঁদছো কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমি কেন কাঁদবো না? এই চাটাই আপনার পাঁজরে দাগ কেটে দিয়েছে, আর এই হচ্ছে আপনার ধনভান্ডার, এতে যা আছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। এই কিসরা (পারস্যরাজ) ও কায়ছার (রোম সম্রাট) বিরাট বিরাট উদ্যান ও ঝর্ণা সমৃদ্ধ অট্টালিকায় বিলাস-ব্যসনে জীবন-যাপন করছে। আর আপনি হলেন আল্লাহ্র নবী এবং তাঁর মনোনীত প্রিয় বান্দা। আর আপনার ধনভান্ডারের অবস্থা এই। তিনি বলেন, হে খাত্ত্বাবের পুত্র! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখেরাতের স্থায়ী সুখ-শান্তি এবং ওদের জন্য রয়েছে পার্থিব ভোগ বিলাস? আমি বললাম, হ্যাঁ।[২] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِى جَنْبِهِ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللهِ لَوِ اتَّخَذْتَ فِرَاشاً أَوْثَرَ مِنْ هَذَا فَقَالَ : مَا لِى وَلِلدُّنْيَا مَا مَثَلِى وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ سَارَ فِى يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا-

১. *ছহীহাহ হা/১৬১৫।*

২. *মুসলিম হা/১৪৭৯; ইবনু মাজাহ হা/৪১৫৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩২৮৪।*

www.tawheederdak.com

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলেন। তিনি তখন খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শোয়া ছিলেন। তাঁর পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিলো। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আপনি এ থেকে রক্ষার জন্য একটি বিছানা বানিয়ে নিতেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আমার ধন-সম্পদ ও দুনিয়া বা আমার ও দুনিয়ার উদাহরণ হ'ল, কোন মুসাফির গরমের দিনে চলতে চলতে কোন বৃক্ষের ছায়াতলে দিনের কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলো, তারপর তা ছেড়ে চলে গেল'।[৩] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَتْ فِرَاشَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَاءَةً مُثَنَّاةً، فَانْطَلَقَتْ، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِفِرَاشٍ حَشْوُهُ الصُّوفُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فُلَانَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ دَخَلَتْ عَلَيَّ فَرَأَتْ فِرَاشَكَ، فَانْطَلَقَتْ، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِهَذَا قَالَ: " رُدِّيهِ " فَلَمْ أَرُدَّهُ وَأَعْجَبَنِي أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِي، حَتَّى قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا قَالَ: وَاللهِ يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَأَجْرَى اللَّهُ مَعِي جِبَالَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " فَرَدَدْتُهُ إِلَيْهَا–

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক আনছারী মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সে দেখতে পায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিছানা ভাঁজ করা চোগা (হাতকাটা এক ধরনের জামা) দিয়ে তৈরী। সে তখন বাড়ি গিয়ে তাঁর জন্য পশমভরা একটি তোশক পাঠিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আমার ঘরে এলেন তখন তিনি বিছানা দেখে বললেন, এটা কী? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! অমুক আনছারী মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে আপনার বিছানা দেখে বাড়ি গিয়ে এই বিছানা পাঠিয়ে দিয়েছে। তিনি বললেন, এটা ফেরৎ দাও। কিন্তু আমি ফেরৎ দিলাম না। বিছানাটা আমার ঘরে থাকা আমার ভাল লাগছিল। এমনি করে তিনি বেশ কয়েকবার কথাটি আমাকে বললেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! হে আয়েশা! আমি চাইলে আল্লাহ তা'আলা আমার সঙ্গে সোনা-রূপার পাহাড়কে চলমান করে দিতেন। তখন আমি সেটি মহিলাটির কাছে ফিরিয়ে দিলাম'।[৪]

রাসূল (ছাঃ)-এর খাবারের অবস্থা :

রাসূল (ছাঃ) কোন সময় এই মূল্যহীন দুনিয়ার খাদ্যকে গুরুত্ব দেননি। তিনি এই নে'মত প্রাপ্ত হ'লে শুকরিয়া আদায় করতেন এবং বঞ্চিত হলে ধৈর্য ধারণ করতেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى عَسِيبٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلاً فَمَرَّ بِى فَدَعَانِى إِلَيْهِ فَخَرَجْتُ ثُمَّ مَرَّ بِأَبِى بَكْرٍ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ حَائِطاً لِبَعْضِ الأَنْصَارِ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ أَطْعِمْنَا بُسْراً. فَجَاءَ بِعِذْقٍ فَوَضَعَهُ فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ بَارِدٍ فَشَرِبَ فَقَالَ : لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ فَأَخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُسْرُ قِبَلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَئِنَّا لَمَسْئُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ : نَعَمْ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثِ خِرْقَةٍ كَفَّ بِهَا الرَّجُلُ عَوْرَتَهُ أَوْ كِسْرَةٍ سَدَّ بِهَا جَوْعَتَهُ أَوْ جُحْرٍ يَتَدَخَّلُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْقَرِّ –

আবী আসীব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে রাসূল (ছাঃ) আমার নিকট এসে আমাকে ডাকলেন। আমি বের হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর নিকট আসলাম। অতঃপর তিনি আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর নিকট গমন করলেন, তাঁকেও ডাকলেন এবং তিনি বের হয়ে আসলেন। পরে ওমর (রাঃ)-এর নিকট গমন করলেন এবং তাঁকেও ডাকলেন। তিনিও বের হয়ে আসলেন। এবার তিনি (সবাইকে সঙ্গে নিয়ে) চললেন। অবশেষে জনৈক আনছারীর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং বাগানের মালিককে বললেন, আমাদেরকে তাজা পাকা খেজুর খাওয়াও। অমনি সে খেজুরের একটি ছড়া এনে রাখল। আর রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা তা খেলেন। অতঃপর তিনি ঠাণ্ডা পানি চেয়ে আনালেন এবং পান করলেন। এরপর তিনি বললেন, নিশ্চয় ক্বিয়ামতের দিন এ সমস্ত নে'মত সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, (এ কথা শুনে) ওমর (রাঃ) খেজুরের ছড়াটি নিয়ে যমীনের উপর আঘাত করলেন, এতে খেজুরগুলো রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে বিক্ষিপ্তভাবে ছিটিয়ে পড়ল, অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনটি বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। যথা- ১. কাপড়ের সে টুকরাটি যার দ্বারা মানুষ তার লজ্জাস্থান আবৃত করে, ২. অথবা রুটির সে খণ্ডটি যার দ্বারা সে তার ক্ষুধা নিবারণ করে, ৩. এবং ঐ ছোট্ট ঘরখানা যাতে অবস্থান করে গ্রীষ্ম ও শীত হতে আত্মরক্ষা করে'।[৫]

অপর হাদীছে এসেছে,

৩. আহমাদ হা/২৭৪৪; হাকেম হা/৭৮৫৮; ছহীহাহ হা/৪৩৯।
৪. শু'আবুল ঈমান হা/১৩৯৫; ছহীহাহ হা/২৪৮৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩২৮৭।
৫. আহমাদ হা/২০৭৮৭; মিশকাত হা/৪২৫৩; ছহীত তারগীব হা/৩২২১।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ. قَالاَ الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: وَأَنَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِى الَّذِى أَخْرَجَكُمَا قُومُوا. فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِى بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلاً. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيْنَ فُلاَنٌ . قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ. إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِىُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّى قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ. فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক দিনে কিংবা এক রাতে রাসূল (ছাঃ) বের হয়ে আবুবকর (রাঃ) ও ওছমান (রাঃ)-কে দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ সময় কিসে তোমাদের বাড়ি থেকে বের করেছে? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ক্ষুধার তাড়নায়। তিনি বললেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ, যা তোমাদের বের করে এনেছে, আমাকেও তাই বের করে এনেছে। অতএব চলো। তাঁরা তাঁর সাথে চলতে লাগলেন। অতঃপর তিনি এক আনছারীর বাড়িতে এলেন। তখন তিনি গৃহে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী তাঁকে দেখে বলল, মারহাবা ওয়া আহলান مَرْحَبًا وَأَهْلاً (সুস্বাগতম আসুন নিজের বাড়িতে) রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক কোথায়? মহিলাটি বলল, তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গেছেন। তখনই আনছারী লোকটি উপস্থিত হয়ে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর দুই সঙ্গীকে দেখতে পেয়ে বললেন, আল্লাহ্র শোকর, আজ মেহমানের দিক থেকে আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই। অতঃপর তিনি গিয়ে একটি খেজুরের কাঁদি নিয়ে আসলেন। তাতে কাঁচা পাকা ও শুকনা খেজুর ছিল। তিনি বললেন, আপনারা এ খেজুর থেকে খেতে থাকুন। এ সময় তিনি একটি ছুরি নিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, সাবধান, দুধওয়ালা ছাগল যবেহ করবে না। তারপর তাদের জন্য ছাগল যবেহ করলে তারা ছাগল ও কাঁদির খেজুর খেলেন ও (মিঠা) পানি পান করলেন। তাঁরা যখন ক্ষুধা নিবারণ করলেন ও পরিতৃপ্ত হলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! ক্বিয়ামতের দিন এ নে'মত সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদের ঘর থেকে বের করে এনেছে অথচ তোমরা এ নে'মত লাভ না করে প্রত্যাবর্তন করনি।[৬]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَرَأَيْتُهُ مُتَغَيِّرًا قَالَ: قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا لِيَ أَرَاكَ مُتَغَيِّرًا؟ قَالَ: مَا دَخَلَ جَوْفِي مَا يَدْخُلُ جَوْفَ ذَاتِ كَبِدٍ مُنْذُ ثَلَاثٍ قَالَ: فَذَهَبْتُ فَإِذَا يَهُودِيٌّ يَسْقِي إِبِلًا لَهُ، فَسَقَيْتُ لَهُ، عَلَى كُلِّ دَلْوٍ تَمْرَةً، فَجَمَعْتُ تَمْرًا، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكَ يَا كَعْبُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُحِبُّنِي يَا كَعْبُ؟ قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ، نَعَمْ قَالَ: إِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مَعَادِنِهِ، وَإِنَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلَاءٌ، فَأَعِدَّ لَهُ تَجْفَافًا، قَالَ: فَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ كَعْبٌ؟ قَالُوا: مَرِيضٌ، فَخَرَجَ يَمْشِي حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ:أَبْشِرْ يَا كَعْبُ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: هَنِيئًا لَكَ الْجَنَّةُ يَا كَعْبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذِهِ الْمُتَأَلِّيَةُ عَلَى اللهِ؟ قَالَ: هِيَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَا يُدْرِيكِ يَا أُمَّ كَعْبٍ؟ لَعَلَّ كَعْبًا قَالَ مَا لَا يَنْفَعُهُ، أَوْ مَنَعَ مَا لَا يُغْنِيهِ-

কা'ব বিন ওযরা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর বাড়িতে এসে দেখলাম তাঁর চেহারার মধ্যে বিবর্ণতা রয়েছে। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনার চেহারায় বিষণ্ণতা কেন? তিনি বললেন, তিনদিন যাবত আমার পেটে কিছুই প্রবেশ করেনি যা প্রত্যেক কলিজাওয়ালা পেটের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে। আমি সেখান থেকে বের হয়ে গেলাম। পথে জনৈক ইহুদীকে দেখলাম সে তার উটকে পানি পান করাচ্ছে। আমি প্রতি বালতির বিনিময়ে একটি খেজুর প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তার উটগুলোকে পানি পান করালাম। কিছু খেজুর জমা হ'লে সেগুলো নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। রাসূল (ছাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে কা'ব তুমি এগুলো কোথা থেকে পেলে। আমি তাকে অবহিত করলাম। তখন নবী (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে কা'ব তুমি কি আমাকে

৬. *মুসলিম হা/২০৩৮; মিশকাত হা/৪২৪৬।*

ভালোবাস? হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হৌক। তিনি বললেন, আমাকে যে ভালোবাসে দরিদ্রতা জোয়ারের দিকে ধাবমান বন্যার চেয়ে তার দিকে দ্রুত ছুটে যায়। খুব শিঘ্রই বিপদ-আপদে নিপতিত হবে। অতএব তুমি তার মুকাবিলা করার জন্য শক্তভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ কর। এরপর নবী করীম (ছাঃ) কা'বকে হারিয়ে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কা'বের কী হয়েছে? ছাহাবীগণ বললেন, তিনি অসুস্থ। সুতরাং তিনি বের হয়ে পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে এসে বললেন, কা'ব! তুমি সুসংবাদ নাও। তাঁর মা তাঁর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, হে কা'ব! তোমার জন্য জান্নাত মোবারক হোক। তা শুনে তিনি বললেন, কে আল্লাহ্র ব্যাপারে কসম খেয়ে (নিশ্চয়তা দিচ্ছে)? কা'ব বললেন, উনি আমার মা, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি তাঁর মায়ের উদ্দেশ্যে বললেন, হে কা'বের মা! কীভাবে জানলে তুমি (সে জান্নাতী)? হয়তোবা কা'ব এমন কথাবার্তা বলেছে, যা তার উপকার করে না এবং এমন কিছু দানে বিরত থেকেছে, যা তাকে অভাবমুক্ত করে না।[৭]

অন্যত্র এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِىٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ-

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) জনৈক ইহুদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্যশস্য খরিদ করেন এবং নিজের বর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন।[৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الهِلاَلِ، ثُمَّ الهِلاَلِ، ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ، فَقُلْتُ يَا خَالَةُ: مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلْبَانِهِمْ، فَيَسْقِينَا –

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার উরওয়া (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, বোনপো! আমরা (মাসের) নতুন চাঁদ দেখতাম, আবার নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে দু'মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর কোন ঘরেই আগুন জ্বালানো হ'ত না। (উরওয়া (রা.) বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, খালা! আপনারা তাহ'লে কিভাবে বেঁচে থাকতেন? তিনি বললেন, দু'টি কালো জিনিস অর্থাৎ খেজুর আর পানিই শুধু আমাদের বাঁচিয়ে রাখত। অবশ্য কয়েক ঘর আনছারী পরিবার রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিবেশী ছিল। তাঁদের কিছু দুধালো উটনী ও বকরী ছিল। তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য দুধ হাদিয়া পাঠাত। তিনি আমাদেরকে তা পান করতে দিতেন।[৯]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ ، فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنَ الْخُبْزِ الشَّعِيرِ- 'তিনি একদল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের সামনে ছিল একটি ভুনা বকরী। তারা তাঁকে খেতে ডাকল। তিনি খেতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পৃথিবী থেকে চলে গেছেন অথচ তিনি কোন দিন যবের রুটিও পেট ভরে খাননি'।[১০] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ يَبْقَى عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ-

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর দস্তরখানায় কোন দিন যবের রুটির কম-বেশী কিছুই অবশিষ্ট থাকত না।[১১]

অন্যত্র এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّا كُنَّا نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ فَقَدْ كَذَبَكُمْ فَلَمَّا افْتَتَحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْظَةَ أصبنا شيئا من التمر والودك-

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে তোমাদের নিকট বর্ণনা করবে যে আমরা পরিতৃপ্তি সহকারে খেজুর খেয়েছি সে তোমাদেরকে মিথ্যা বলবে। তবে যখন আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (ছাঃ)-কে বনু কুরায়যার উপর বিজয় দান করলেন তখন আমরা কিছু উন্নত ও কিছু নিম্ন মানের খেজুর পেয়েছিলাম।[১২] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ-

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমৃত্যু টেবিলের উপর খাবার খাননি আর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মসৃণ রুটি খেতে পাননি।[১৩]

---

৭. তাবারানী আওসাত্ব হা/৭১৫৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩২৭১; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৮২৪৫।
৮. বুখারী হা/২৫০৯; মুসলিম হা/১৬০৩; মিশকাত হা/২৮৮৪।
৯. বুখারী হা/২৫৬৭; মুসলিম হা/২৯৭২; ছহীহুত তারগীব হা/৩২৭৭।
১০. বুখারী হা/৫৪১৪; মিশকাত হা/৫২৩৮।
১১. তাবারানী আওসাত্ব হা/১৫৬৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৮২৪০; ছহীহুত তারগীব হা/৩২৬৯।
১২. ইবনু হিব্বান হা/৬৮৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩২৭৮।
১৩. বুখারী হা/৬৪৫০; মিশকাত হা/৪১৬৯

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خِوَانٍ ، وَلاَ فِى سُكُرُجَةٍ ،وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قُلْتُ لِقَتَادَةَ عَلَى مَا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفَرِ– নবী করীম (ছাঃ) উঁচু টেবিলে এবং নানা রকমের মুরব্বা চাটনি ও হজমির পেয়ালা রেখে আহার করেননি। তাঁর জন্য চাপাতি রুটিও পাকান হয়নি। বর্ণনাকারী ইউনুস (রহঃ) বলেন, আমি কাতাদা (রহঃ)-কে বললাম তা হলে কিসের উপর খাদ্য রেখে তাঁরা আহার করতেন? তিনি বললেন, এসব চামড়ার দস্ত রখানে রেখে।[১৪]

আবু হাযিম (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّقِىَّ فَقَالَ سَهْلٌ مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّقِىَّ مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ . قَالَ فَقُلْتُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنَاخِلُ قَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنْخُلاً مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ. قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِىَ ثَرَّيْنَاهُ فَأَكَلْنَاهُ–

আমি সাহল (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি ময়দা খেয়েছেন? সাহল (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পাঠিয়েছেন তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ময়দা দেখেননি। আমি আবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে কি আপনাদের চালুনি ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পাঠানোর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি চালুনিও দেখেননি। আবু হাযিম বলেন, আমি বললাম, তাহলে আপনারা না চেলে যবের আটা কিভাবে খেতেন? তিনি বললেন, আমরা যব পিষে তাতে ফুঁক দিতাম, এতে যা উড়ার তা উড়ে যেত, আর যা বাকী থাকত তা মথিত করতাম, তারপর তা খেতাম।[১৫]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ أَنَّهَا غَرْبَلَتْ دَقِيقًا فَصَنَعَتْهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَغِيفًا فَقَالَ : مَا هَذَا. قَالَتْ طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفًا. فَقَالَ : رُدِّيهِ فِيهِ ثُمَّ اعْجِنِيهِ– উম্মু আয়মান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি আটা ছেনে নবী (ছাঃ)-এর জন্য রুটি তৈরি করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? তিনি বলেন, এটা আমাদের এলাকার খাবার। আমি আপনার জন্য এ খাবার তৈরি করতে আগ্রহী হলাম। তিনি বলেন, এর মধ্যে ভুসি ঢেলে দাও, তারপর ছেনে নাও।[১৬]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَلَسْتُمْ فِى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بَطْنَهُ– সিমাক ইবনু হারব (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, আছে, তিনি বলেন, নো'মান ইবনু বাশীর (রাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, এখন তোমরা কি নিজেদের খুশি মত পানাহার করতে পারছ না? অথচ আমি তোমাদের নবী (ছাঃ) দেখেছি যে, তিনি এই নিকৃষ্ট ও শুকনো খেজুরও পেতেন না, যদ্বারা তার পেট ভরতে পারেন।[১৭]

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ قَالَ أُسَامَةُ وَأَنَا أَشُكُّ عَلَى حَجَرٍ فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لِمَ عَصَّبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَطْنَهُ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ. فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِى طَلْحَةَ وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّى فَقَالَ هَلْ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ عِنْدِى كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتٌ فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ... 'আমি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে তাকে দেখলাম, তিনি ছাহাবীদের সাথে বসে আলোচনায় রত আছেন এবং তিনি তার পেট একটি কাপড়ের টুকরো দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। বর্ণনাকারী ওসামা বলেন, পাথরসহ ছিল কি-না, এতে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। আমি তাঁর কোন এক ছাহাবীকে প্রশ্ন করলাম, রাসূল (ছাঃ) তাঁর পেট কেন বেঁধে রেখেছেন? তারা বললেন, ক্ষুধার তাড়নায়। তারপর আমি আবু তালহা (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি উম্মু সুলায়ম বিনতু মিলহান (রাঃ)-এর স্বামী ছিলেন। আমি বললাম, আব্বা! আমি রাসূল (ছাঃ)-কে প্রত্যক্ষ করলাম, তিনি বস্ত্র দ্বারা তাঁর পেট বেঁধে রেখেছেন। আমি তাঁর এক ছাহাবীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বললেন, ক্ষুধার যন্ত্রণায়।

১৪. *বুখারী হা/৫৪১৫; তিরমিযী হা/১৭৮৮; মিশকাত হা/৪১৬৯।*
১৫. *বুখারী হা/৫৪১৩; মিশকাত হা/৪১৭১।*
১৬. *ইবনু মাজাহ হা/৩৩৩৬; ছহীহাহ হা/২৪৮৩।*
১৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯৫; ছহীহুত তারগীব হা/৩২৭৫।*

অতঃপর আবু তালহা (রাঃ) আমার মায়ের নিকট গিয়ে বললেন, কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার কাছে কয়েক টুকরা রুটি আর কিছু খেজুর আছে। যদি রাসূল (ছাঃ) আমাদের ঘরে একাকী আসেন, তাহ'লে আমরা তাকে তৃপ্তি সহকারে আহার করাতে পারি। আর যদি ভিন্ন কেউ তার সাথে আসে তাহলে তাদের সামান্য হবে।[১৮] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَرْسَلَ إِلَيْنَا آلُ أَبِي بَكْرٍ بِقَائِمَةِ شَاةٍ لَيْلًا، فَأَمْسَكْتُ وَقَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: تَقُولُ لِلَّذِي تُحَدِّثُهُ هَذَا عَلَى غَيْرِ مِصْبَاحٍ: فَقَالَتْ لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مِصْبَاحٌ لَائْتَدَمْنَا بِهِ إِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الشَّهْرُ، مَا يَخْتَبِزُونَ خُبْزًا، وَلَا يَطْبُخُونَ قِدْرًا "، قَالَ حُمَيْدٌ: فَذَكَرْتُ لِصَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، فَقَالَ: لَا، بَلْ كُلَّ شَهْرَيْنِ-

হুমাইদ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক রাতে আবুবকর পরিবারের পক্ষ থেকে ছাগলের একটি পা পাঠানো হল। আমি সেটি ধরে ছিলাম আর রাসূল (ছাঃ) তা কাটছিলেন। তিনি বলেন, তোমরা বলবে এটি কি অন্ধকারে ছিল? তিনি বললেন, যদি আমাদের নিকট তেল থাকত তাহলে তা তরকারী বানিয়ে খেতাম। রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারে মাস অতিবাহিত হয়েছে অথচ তারা রুটি বানিয়ে খাননি এবং পাতিলে রান্না করে খাননি। হুমাইদ বলেন, আমি ছাফওয়ান বিন মুহরেযকে জিজ্ঞেস করলাম, না, বরং প্রত্যেক দু'মাসে।[১৯]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, عَنْ عَابِسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَقَالَتْ نَعَمْ أَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ فَأَحَبَّ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُ آلَ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- يَأْكُلُونَ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ. فَقُلْتُ لَهَا مِمَّ ذَاكَ قَالَ فَضَحِكَتْ وَقَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ - আবিস (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গমন করে জিজ্ঞেস করলাম, নবী কি কুরবানীর পোশত তিন দিনের বেশী সময় খেতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, সেই বছরেই কেবল নিষেধ করেছিলেন যেই বছর মানুষ অনাহারে আক্রান্ত হয়েছিল। তখন তিনি চেয়েছিলেন যেন ধনীরা গরীবদের খাওয়ায়। আমরা তো বকরীর পায়াগুলো তুলে রাখতাম এবং পনের দিন পর তা খেতাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল কীসে আপনাদের এগুলো খেতে বাধ্য করত? তিনি হেসে বললেন, মুহাম্মদ (ছাঃ) আল্লাহ্র সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পবিবার পরিজন একাধারে তিন দিন তরকারীসহ গমের রুটি পেট ভরে খান নি।[২০]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لاَ يَجِدُونَ الْعَشَاءَ وَكَانَ عَامَّةَ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একাধারে কয়েক রাত অভুক্ত অবস্থায় কেটে যেত এবং তাঁর পরিবারের লোকেদেরও রাতের আহার জুটতো না। অধিকাংশ সময় তাদের রুটি হ'ত যবের তৈরী।[২১]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ- আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূল (ছাঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন, তখন আমার পাত্রে সামান্য কিছু যব ব্যতীত কোন কলিজাধারী (প্রাণী) খেতে পারে এমন কিছুই আমার তাকে ছিল না। আমি তা থেকেই খেতাম। এভাবে অনেক দিন চলে গেলে আমি একবার তা মেপে নিলাম। ফলে তা শেষ হয়ে গেল।[২২] *(ক্রমশঃ)*

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ]

---

১৮. মুসলিম হা/২০৪০; ছহীহুত তারগীব হা/৩২৭৯।
১৯. আহমাদ হা/২৪৬৭৫; ছহীহুত তারগীব হা/৩২৭৬।
২০. বুখারী হা/৬৬৮৭; নাসাঈ হা/৪৪৩২; আহমাদ হা/২৫৫৮১।
২১. ইবনু মাজাহ হা/৩৩৪৭; তিরমিযী হা/২৩৬০; ছহীহুত তারগীব হা/৩২৬৪।
২২. বুখারী হা/৬৪৫১; মুসলিম হা/২৯৭৩; মিশকাত হা/৫২৫৩।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং আত-তাহরীক টিভির বক্তব্যসমূহের অডিও-ভিডিও সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রমের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
অফিসিয়াল Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
At-tahreekTV চ্যানেল
www.youtube.com/channel/UCc6cxJCSSaLxd4JE_GHxsEA
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

সার্বিক যোগাযোগ
আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২০০৫৯৪৪২।

আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সালামের গুরুত্ব

- মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম

পৃথিবীর সূচনাকাল থেকে প্রত্যেক জাতির মাঝে সালাম বা অভিবাদনের রীতি প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও আছে। তবে ইসলামী সালামের রীতি আদি পিতা আদম (আঃ) থেকেই চলে আসছে। সালাম পরস্পরের মাঝে মনোমালিন্য দূর করে সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরী করে এবং শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে মানুষ একে অপরের নিকট ভালোবাসার সৌরভ খুঁজে পায়। অনুভব করে সুসম্পর্কের কোমল পরশ। যে বাতাসে শত্রুতার গন্ধ নেই, আছে বন্ধুত্বের স্নিগ্ধতা। নিম্নে সালামের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল-

সালামের সংজ্ঞা :

সালাম আরবী শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে মুসলমানগণ রাসূল (ছাঃ)-এর শিখিয়ে দেওয়া নিয়মে পারস্পারিক সাক্ষাতে যে কুশলবাক্য বিনিময় করে থাকে তাকে সালাম বলে।

সালামের সূচনাকাল :

মানব জাতির আদি পিতা আদম (আঃ)-এর মাধ্যমেই সর্বপ্রথম সালামের প্রচলন হয়। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ-

'আল্লাহ আদম (আঃ)-কে তাঁর আকৃতিতেই সৃষ্টি করলেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে বললেন, যাও এবং অবস্থানরত ফেরেশতার দলটিকে সালাম কর। আর তারা তোমার সালামের কি জওয়াব দেয় তাও শ্রবণ কর। এটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের সালাম। তখন তিনি তাদের নিকট গিয়ে বললেন, 'আস-সালামু আলাইকুম'। তারা (ফেরেস্তারা) বললেন, 'আস-সালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ'। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তারা বৃদ্ধি করল ওয়া রহমাতুল্লাহ'।[১]

উল্লেখিত হাদীছ থেকে নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় যে, পারস্পারিক সম্ভাষণে সালামের প্রচলন নতুন কিছু নয়। এটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই পৃথিবীর সকল মানুষের আদি পিতা আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে জান্নাত থেকেই শুরু হয়েছে।

ইসলামে সালামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

ইসলামে সালামের গুরুত্ব অপরিসীম। সালাম নামক এই শান্তির বাণীটি সামাজিক জীবনে এক বিশাল স্থান দখল করে আছে। রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে সালাম প্রদান কারীর মর্যাদা উল্লেখ করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ইসলামে কোন কাজটি সর্বাধিক উত্তম? তিনি বললেন, অন্নহীনকে খাদ্য দেয়া এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করা'।[২]

উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলাম ধর্মে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্য খাওয়ায় এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া। অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ঈমান আনায়ন করবে। আর তোমরা ঈমানদার হিসাবে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন উপায় নির্দেশ করব না যা অবলম্বন করলে তোমাদের পারস্পারিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে'।[৩]

উপরোক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জন্য সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করতে হ'লে পূর্ণ ঈমানদার হ'তে হবে। আর পূর্ণ ঈমানদার হওয়ার জন্য প্রয়োজন মুসলমানদের একে অপরকে ভালবাসা এবং পরস্পরের মাঝে

১ *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৮।*

২ *বুখারী হা/১২, ২৮।*
৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১।*

ভালবাসার মাধ্যম হচ্ছে সালাম। পারস্পারিক সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরের সাথে ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আর এ ভালবাসার মাধ্যমে মু'মিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

সালাম অপর মুসলিম ভাইয়ের হক্ব :

এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের কতিপয় হক্ব রয়েছে। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ 'এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ছয়টি হক্ব তথা কর্তব্য রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রসূল (ছাঃ)! সেগুলো কি কি? তিনি বললেন, (১) যখন তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাকে সালাম দিবে। (২) সে যখন তোমাকে দাওয়াত দিবে তখন তুমি তার দাওয়াত কবুল করবে। (৩) সে যখন তোমার কাছে পরামর্শ চাইবে তুমি তাকে পরামর্শ দিবে। (৪) সে হাঁচি দিয়ে যখন আল-হামদুলিল্লাহ বলবে তুমি তার হাঁচির জবাব দিবে। (৫) সে যখন অসুস্থ হবে তাকে দেখতে যাবে। (৬) সে যখন মারা যাবে তখন তুমি তার সঙ্গী হবে (জানাযা পড়বে ও দাফন করবে)।[৪] সুতরাং বুঝা গেল যে, সালাম অপর মুসলমান ভাইয়ের হক্ব।

উত্তম পন্থায় সালাম প্রদান করা :

আল্লাহ কারো সালামের জবাব উত্তম পন্থায় জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا 'আর যখন তোমরা সম্ভাষণপ্রাপ্ত হও, তখন তার চেয়ে উত্তম সম্ভাষণ প্রদান কর অথবা ওটাই প্রত্যুত্তর কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী' *(নিসা ৪/৮৬)*।

সালাম অহংকার বিদূরিত করে :

অহংকার পতনের মূল। গর্ব-অহংকার মানব জীবনকে মারাত্মক ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। অপরপক্ষে বিনয়, নম্রতা ও ভদ্রতা মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণে সাহায্য করে। অহংকারীকে আল্লাহ পসন্দ করেন না। যেমন তিনি বলেন, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ– 'আর অহংকারবশে তুমি মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক ও অহংকারীকে ভালবাসেন না। তুমি পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিশ্চয়ই সবচেয়ে বিকট স্বর হ'ল গাধার কণ্ঠস্বর' *(লোক্বমান ৩১/১৮-১৯)*। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ. 'যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এও কি অহংকার? রাসূল বললেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। অহমিকা হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা'।[৫]

সুতরাং এ অহংকার নামক মারাত্মক ব্যাধি থেকে বাঁচতে চাইলে এবং আল্লাহ্র ভালোবাসা পেয়ে জান্নাত লাভের প্রত্যাশা করলে সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাতে হবে।

প্রথম সালামকারী সর্বোত্তম ব্যক্তি :

একদল মুসলমানের মধ্য থেকে একজন সালাম করা বা সালাম দেওয়াই যথেষ্ঠ। পৃথক পৃথক ভাবে সালাম করার দরকার নেই। কেননা সালামের প্রচলিত বাক্যটি সর্বদাই বহুবচন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যার অর্থ আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। একজনের জন্যও বহুবচন ব্যবহার করাই নীতিসিদ্ধ। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সর্বদা ফেরেশতা থাকেন। এ প্রসঙ্গে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আলী (রাঃ) বলেন, يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ. 'যখন একদল লোক পথ অতিক্রম করে, তখন তাদের মধ্য থেকে কোন একজন সালাম করলেই তা সেই দলের পক্ষ থেকে যথেষ্ঠ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে উপবিষ্ট দলের পক্ষ থেকে যেকোন এক ব্যক্তি তার উত্তর দিলেই তা সেই দলের পক্ষ থেকে যথেষ্ঠ হবে'।[৬]

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, যে আগে সালাম করবে সে-ই সর্বোত্তম ব্যক্তি বলে গণ্য হবে। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ. আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকটে অধিক উত্তম যে আগে সালাম করে'।[৭]

---

৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫২৫।

৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮।
৬. আবু দাউদ হা/৫২১০; মিশকাত হা/৪৬৪৮।
৭. আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৪৬।

সালাম মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন :

সালাম প্রদানের মাধ্যমে পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায়। কারণ সালামের অর্থই হ'ল দ্বীনী ভাইয়ের প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত প্রর্থনা করা। সালামের মাধ্যমে পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا–

'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে। আর তোমরা ঈমানদার গণ্য হবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে'।[৮]

সালাম সার্বজনীন :

সালামের মাধ্যমে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করা যায়। এর মাধ্যমে পরিচিত-অপরিচিত সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে ও ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ মানুষ শুধু পরিচিত ব্যক্তিকে সালাম দেয়। অথচ হাদীছে এটিকে কিয়ামতের লক্ষণ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا كَانَتِ التَّحِيَّةُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ–

'শুধুমাত্র পরিচিত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া কিয়ামতের লক্ষণ'।[৯]

সালাম কৃপণতা দূরকারী :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ 'কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে একত্রিত হতে পারে না'।[১০]

মানব সভ্যতার শুরু থেকেই দানশীল ব্যক্তিকে মানুষ ভালবাসে ও সম্মান করে। আর কৃপণ মানুষকে সমাজের লোকেরা ঘৃণা করে, অশ্রদ্ধা করে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সবচেয়ে অক্ষম, দুর্বল লোক হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে দো'আ প্রার্থনায় অক্ষম। আর সবচেয়ে কৃপণ সে ব্যক্তি, যে সালামে কৃপণ'।[১১]

আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সবচেয়ে বড় চোর যে ছালাত চুরী করে। কোন ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কিভাবে মানুষ ছালাত চুরী করে? তিনি বললেন, যে ছালাতের রুকু'-সিজদা পূর্ণ করেনা। আর সবচেয়ে কৃপণ হচ্ছে সে ব্যক্তি যে সালামে কৃপণতা করে'।[১২]

জাবের (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বললেন, আমার বাগানে অমুক ব্যক্তির একটি খেজুর গাছ আছে। ঐ গাছটি আমাকে কষ্ট দেয়। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই লোকটিকে ডেকে এনে বললেন, তোমার খেজুর গাছটি আমার নিকট বিক্রি কর। সে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদি তুমি তা বিক্রি না কর তাহলে আমাকে দান কর। সে বলল, না। এবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, জান্নাতের একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে তা বিক্রি কর। সে বলল, না। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام 'আমি তোমার চেয়ে অধিক কৃপণ আর কাউকে দেখিনি। তবে হ্যাঁ তোমার চেয়েও সেই ব্যক্তি বড় কৃপণ, যে সালাম দিতে কৃপণতা করে'।[১৩]

সালাম নিরাপদে জান্নাত লাভের উপায় :

বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলছেন, তোমরা সালাম ছড়িয়ে দাও। তাহলে নিরাপদে থাকবে'।[১৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, হে মানুষ তোমরা সালাম ছড়িয়ে দাও, খাদ্য প্রদান কর, রাতে ছালাত আদায় কর মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১৫]

অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা রহমানের ইবাদত কর, সালামের বিস্তার কর, অসহায় মানুষকে খাদ্য প্রদান কর তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর'।[১৬]

সালামের পূর্বে কথা না বলা :

অনেক আলেম-ওলামা, বক্তা ও মাস্টার, ডাক্তার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদেরকে ইসলামী জালসা ও অন্যান্য বৈঠক গুলিতে সালামের পূর্বে কথা বলতে লক্ষ্য করা যায় যা ছহীহ হাদীছ পরিপন্থী। যেমন হাদীছে এসেছে, السلام قبل السؤال؛ فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه 'জিজ্ঞাসা বা কথোপকথনের পূর্বে সালাম হবে। অতএব যে ব্যক্তি সালামের পূর্বেই জিজ্ঞাসা বা কথোপকথন শুরু করবে তোমরা তার কথার উত্তর দিওনা'।[১৭]

সালাম সামাজিক জীবনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা :

মা-বাবা, ভাই-বোনসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে গড়ে উঠে পরিবার। আর বহু পরিবার, হাট-বাজার, মসজিদ-মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠে সমাজ। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ একে-অপরের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারেনা। ধনীর যেমন প্রয়োজন হয় গরীবের, গরীবেরও তেমন প্রয়োজন হয় ধনীর। প্রয়োজনের তাকীদে একে অপরের বাড়ী-ঘরে যেতে হয়। এ

---

৮. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১।
৯. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৪৮।
১০. তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৮৭৪।
১১. আদর্শ পুরুষ পৃ. ৫২, আত-তারগীব হা/৩৮৭৬।
১২. আত-তারগীব হা/৩৮৭৭।
১৩. আহমাদ, বায়হাকী, ছহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৭১৬।
১৪. আত-তারগীব হা/৩৮৫৮।
১৫. আত-তারগীব হা/৩৮৫৯।
১৬. আত-তারগীব হা/৩৮৬০।
১৭. সিলসিলা ছহীহা হা/৮১৬।

প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে অন্যের বাড়ীতে প্রবেশ করার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম। তা হ'ল সালাম প্রদানের মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা। অন্যথা বিনা বাক্য ব্যয়ে ফিরে আসবে। এতে করে সকলের সম্মান রক্ষা পাবে, মান-ইজ্জতের হেফাযত হবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ -

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যদের গৃহে প্রবেশ করো না। যতক্ষণ না তোমরা তাদের অনুমতি নাও এবং গৃহবাসীদের প্রতি সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে (তা মেনে চলার মাধ্যমে)' *(নূর ২৪/২৭)*।

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিনা অনুমতিতে ও বিনা সালামে অপরের বাড়ীতে প্রবেশ করা অনুচিত। কেননা এতে ইজ্জত বিনষ্ট হয় এবং সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়।

সালামের সাথে মুছাফাহা করা :

সালামের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় হ'ল মুছাফাহা। যার অর্থ পরস্পর হাত মিলানো বা করমর্দন করা। কদমবুচি বা পদচুম্বন ইসলামী শরী'আতে বৈধ না হলেও মুছাফাহা এবং মু'আনাকা তথা কোলাকুলি বৈধ। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِى أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ –

কাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে মুছাফাহার প্রচলন ছিল কি? তিনি বললেন হ্যাঁ, ছিল।[১৮]

মুসলমানদের পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ হলে ছালাম বিনিময়ের পর হৃদয়ের গভীরে আন্তরিক যে প্রগাঢ় আবেগ নিহিত থাকে, সেই প্রেরণা থেকেই তারা আপোসে করমর্দন করে থাকে। এর মাধ্যমে যেমন বন্ধুত্ব সুসংহত হয়, তেমনি উভয়ের গুনাহ মাফ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا.

'যখন দু'জন মুসলমানের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় এবং তারা মুছাফাহা করে, তখন তাদের উভয়ের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই'।[১৯]

তাই পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃত গুনাহ হ'তে পরিত্রাণ লাভের সহজ ও সুন্দর মাধ্যম হিসেবে মু'মিন জীবনে বেশী বেশী ছালাম মুছাফাহার প্রচলন করা উচিত।

সালাম আদান-প্রদানের নিয়ম-পদ্ধতি :

সালাম আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আত সুনির্দিষ্ট একটা নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. 'কম বয়সী বয়োজ্যেষ্ঠকে, পথ অতিক্রমকারী উপবিষ্টকে এবং কম সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম দিবে'।[২০]

তিনি আরও বলেন, يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. 'আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলাচলকারীকে এবং পদব্রজে চলা ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে আর কম সংখ্যক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে'।[২১]

কম বয়সী ব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠকে সালাম করবে এটাই আদব। এ নীতিমালার বাস্তব অনুসারী ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই। কিন্তু শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি ছোটদের সালাম দিয়েছেন। যেমন আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বালকদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন'।[২২]

তিনি শুধু বালকদেরকেই নয়, মহিলাদেরকেও সালাম দিয়েছেন। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ. 'একদা নবী করীম (ছাঃ) কতিপয় মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাদেরকে সালাম করলেন।[২৩]

বর্তমান সমাজে অচেনা পুরুষে-পুরুষে অল্পাধিক সালামের প্রচলন থাকলেও অচেনা পুরুষ মহিলার মধ্যে পারস্পারিক সালামের প্রচলন নেই বললেই চলে। অথচ হাদীছ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে অচেনা পুরুষ-মহিলার মধ্যে ক্ষতির আশংকা না থাকলে পারস্পারিক সালাম বিনিময়ে কোন দোষ নেই; বরং সুন্নাত।

তবে কোন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে কোনভাবেই সালাম দেওয়া যাবে না। কিন্তু যদি কোন স্থানে মুসলমান ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এক সাথে থাকে তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে সালাম দেওয়া যাবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، وَالْيَهُودِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ–

১৮. বুখারী, মিশকাত "মুছাফাহা" অধ্যায় হা/৪৬৭৭।
১৯. আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হা/৪৬৭৯।
২০. বুখারী, মিশকাত হা/৪৬৩৩।
২১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩২।
২২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৪।
২৩. আহমাদ, মিশকাত হা/৪৬৪৭।

উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মজলিসের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেখানে মুসলমান, মুশরিক তথা পৌত্তলিক ও ইহুদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন'।[২৪]

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ. 'যখন আহলে কিতাব তোমাদেরকে সালাম দিবে, তখন তোমরা জবাবে শুধু وعليكم বলবে'।[২৫]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, إِذَا لَقِىَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا. 'যখন তোমাদের কারো মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। অতঃপর যদি তাদের উভয়ের মধ্যখানে কোন বৃক্ষ অথবা প্রাচীর কিংবা পাথরের আড়াল পড়ে যায় পরে পুনরায় যখন সাক্ষাৎ হয় তখনও যেন সালাম দেয়।[২৬]

এছাড়া রাস্তায় যানবাহনে চলমান কোন ব্যক্তিকে আগে সালাম দেওয়াই শ্রেয়। কেননা আরোহী ব্যক্তি সালাম শুনে উত্তর দেওয়ার আশায় মনোযোগ বিঘ্নিত হ'তে পারে। যার ফলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ার আশংকা থাকে। সে কারণেই রাস্তার ধারে বসে থাকা ব্যক্তিকে রাস্তার হক আদায়ের কথা বলতে গিয়ে নবী করীম (ছাঃ) সালাম দেওয়ার কথা না বলে বরং সালামের উত্তর দেওয়ার কথাই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ إِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

'তোমরা রাস্তায় বসে থাকা থেকে বিরত থাক। তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের তো রাস্তার উপর বসা ছাড়া অন্য গতি নেই। কারণ সেখানে বসে আমরা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সমাধা করি। তিনি বললেন, যদি তোমরা সেখানে বসতে একান্ত বাধ্য হও, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! রাস্তার হক কী? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত করা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, ভালো কাজের আদেশ করা এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা।[২৭]

উপসংহার : পরিশেষে সকলের নিকট নিবেদন এই যে, আসুন! নিজেকে অহংকার মুক্ত করতে, আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী হতে, মানুষের মাঝে জনপ্রিয়তা পেতে, ইসলামের উত্তম কাজটি করতে, নিজেকে একজন আদর্শবান, সুন্দর ও অনুপম মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে সালামকে নিজের নিত্য অভ্যাসে পরিণত করি। আদর্শ সমাজ বিনির্মানে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, বিজ্ঞ-মূর্খ, বণিক-মজুর, সকল শ্রেণীর মানুষকে সালামের সাথে আলিঙ্গন করুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

[প্রাক্তন সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ নওগাঁ যেলা, মহাদেবপুর, নওগাঁ]

---

২৪. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৯।
২৫. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৭।
২৬. আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৬৫০।
২৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৪০।

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

আটজন হাফেয সন্তানের মা শরীফাহ মাসতুরা

[শরীফাহ মাসতুরা আল-জিফরী পেশায় একজন ইংরেজী অধ্যাপিকা। বর্তমানে তিনি সঊদীআরবের রিয়াদে অবস্থিত প্রিন্স সুলতান ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত আছেন। সিংগাপুরিয়ান বংশোদ্ভূত এই শিক্ষিকা সাংসারিক ও পেশাগত ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর আটজন সন্তানকে কুরআন হিফয করিয়েছেন। কিভাবে এটা সম্ভব হ'ল এ বিষয়ে জনপ্রিয় ইসলামিক ওয়েবসাইট 'প্রোডাকটিভ মুসলিম'-এ দেয়া তার এই সাক্ষাৎকারটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন ফারিযা বিনতে বুলবুল এবং সম্পাদনা করেছেন তাওহীদের ডাক-এর সহকারী সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম]

প্রশ্ন : শুরুতেই আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে পাঠকদের একটু পরিচয় করানো যাক। A-level শেষ করার পর আপনি একটি দু'বছরের টিচার্স ট্রেনিং কোর্স করেছিলেন যেটা ছিল মূলত প্রারম্ভিক শিশু শিক্ষার উপর। এরপর আপনি ইংরেজী সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের উপর UK থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রী নেন। এরপর আপনি একটি দু'দিনের ওয়ার্কশপ করেন যেটা হয়ত আপনাকে মেধাবী সন্তান লালনে উৎসাহিত করে। সংক্ষেপে কোন অভিজ্ঞতা বা ধারণা আপনি শিখেছেন বা প্রয়োগ করেছেন এই মেধাবী সন্তানদের প্রতিপালনে?

শরীফাহ মাসতুরা : মূলতঃ আমি দু'টো নীতি প্রয়োগ করতাম।-

ক. আপনার সন্তানকে উদ্দীপ্ত করুন। আপনার শিশুর সেন্সগুলোকে উদ্দীপ্ত করুন। তার দৃষ্টি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণ, স্বাদ সবকিছু। বিভিন্নভাবে তা করতে পারেন। তার সাথে কথা বলা, গল্প বলা, গল্পের বই পড়া, বিস্কিট গোনা, রান্নার সময় পেঁয়াজের ঘ্রাণ নেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। তার সামনে শিক্ষার উপকরণ রেখে তার মধ্যে আগ্রহ জাগান। সবচেয়ে উত্তম হ'ল তার সামনে বই পড়া। গর্ভাবস্থা থেকেই আপনার শিশুকে উদ্দীপ্ত করুন। কারণ সে ভ্রূণাবস্থা থেকেই আপনাকে শুনতে পায়।

খ. আপনার সন্তানকে নিজের দখলে নিন। আপনার সময়কে সন্তানের পিছনে ইনভেস্ট করুন। আমি তাদের সাথে ড্রয়িং করতাম, নন-টক্সিক রংপেন্সিল দিতাম তাদের আঁকিবুকির জন্য। বাচ্চার সামনে কেবল এক বালতি খেলনা ঢেলে দিয়েই ক্ষান্ত হবেন না, বরং তাদের সাথে বসুন। তাদের কল্পনাশক্তিধর ও সৃজনশীল হ'তে উৎসাহিত করুন। যেখানে তারা আটকে যাচ্ছে, সেখানে সামান্য দেখিয়ে দিলেই তারা সেটা পারবে।

এই দুইটা নীতি যদিও আমার ভিত্তি ছিল, কিন্তু আমার কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের মাঝে ধার্মিকতা এবং আল্লাহভীতি তৈরী করা। শুধুমাত্র মেধা একজন মানুষকে ভাল বা নীতিবান করতে পারে না। বরং এটি মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে এমনকি ধ্বংসও করে দিতে পারে। আর তাই আমি এটিকে ঐ দুই নীতিরও উপরে রেখেছিলাম। সন্তানদের তাকওয়া ও জ্ঞান অর্জনের জন্য আপনাকে তাদের কুরআন, আরবী ভাষা ও দ্বীন শিক্ষা দিতে হবে। তাই আমি সবসময় খেয়াল রাখতাম যাতে আমার গর্ভের শিশুটি যথেষ্ট পরিমাণ কুরআন শুনতে পায়। আর যখনই ওদের সাথে সময় কাটাতাম, কথা বলতাম, কুরআন, হাদীছ, নবী, ছাহাবীদের আমল নিয়ে ধারণা দিতাম। তাদের ইসলামী আদব-কায়দা শেখাতাম।

প্রশ্ন : আপনার ১২-২৪ বছর বয়সী আটজন সন্তান রয়েছে, যারা প্রত্যেকেই ১৩/১৪ বছরেই হাফেয মাশাআল্লাহ! এবং তারা সবাই আরবী মিডিয়াম স্কুলে পড়ত। একইসাথে আপনি বাসায় তাদের যুগপৎভাবে মালয় ও ব্রিটিশ কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন। কোন জিনিসটা আপনাকে সন্তানদের ব্যাপারে এই অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী তৈরীতে সাহায্য করেছিল?

শরীফাহ মাসতুরা : আমি এবং আমার স্বামী দু'জনেই চেয়েছিলাম সন্তানদের উপযুক্তভাবে কুরআন ও দ্বীনশিক্ষা দিতে। এজন্য হিফয স্কুলে পড়াটা যরূরী ছিল, যেখানে তারা কুরআন, দ্বীন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা আরবীতে শিখতে পারত। একই সময়ে আমরা চেয়েছিলাম, তারা উম্মাহর জন্য কল্যাণকর হোক। আমরা চেয়েছিলাম ওদের দক্ষতা ও জ্ঞান বাড়াতে যাতে তারা দক্ষ ও প্রোডাক্টিভ মুসলিম হিসেবে সমাজে অবদান রাখতে পারে। সুতরাং আমাদের বাচ্চারা কুরআন হিফয করা শুরু করে দু'বছর থেকে। একই সময়ে তারা লেখার টেকনিক সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেতে শুরু করে এবং পড়ার প্রতি তাদের ভালবাসা শুরু হয়।

স্কুলে যাওয়ার সময় তারা কুরআনের কিছু জুয (পারা) হিফয করে ফেলেছিল এবং আরবী দেখে পড়তে শিখেও গিয়েছিল মাশাআল্লাহ। এমনকি তারা আরবী হরফ এবং সংখ্যাও লিখতে জানত। স্বাভাবিকভাবেই এগুলো তাদের পড়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে রাখে। যখন তারা আরবী স্কুলে ভর্তি হয়, তখন সিংগাপুরের কারিকুলাম অনুযায়ী তারা গ্রেড-টু'র ইংলিশ ও ম্যাথ পর্যন্ত জানত।

আলহামদুলিল্লাহ আমার টার্গেট ছিল তাদের মাঝে একটা ভিত তৈরী করে দেয়া যাতে তারা দ্রুত শিখতে পারে। স্কুলের পড়ার সাথে সাথে তারা তাদের নিজেদের গতিতে হিফয করতে থাকত। স্কুলের পড়াটা তাদের জন্য ছিল রিভিশন। এভাবে তারা স্কুলের হিফয প্রোগ্রামের বেশ আগেই হিফয করে ফেলেছিল মাশাআল্লাহ।

এখানে আমি দুটো প্রয়োজনীয় টিপস দিতে চাই-

ক. প্রথম সন্তানকে নিয়ে সবচেয়ে বেশী পরিশ্রম করুন। আপনি যেটা সন্তানদের কাছ থেকে অর্জনের আশা করেন, সেটা নিয়ে প্রথম সন্তানের দিকে মনযোগ দিন। পরের জন বড়টিকে দেখেই শিখে যাবে।

খ. কুরআনকে আপনার জীবনযাত্রার মধ্যমণি করে নিন। আপনি কখনই এটা আশা করতে পারেন না যে আপনার সন্তান হিফয করবে, যেখানে তার বাবা টিভি দেখে সময় নষ্ট করবে এবং মা আইপড টিপবে। বাবা-মা যখন কুরআন নিয়ে সময় দেয়, বাচ্চাও তখন কুরআনের প্রতি আগ্রহী হয়।

প্রশ্ন : আপনি এবং আপনার সন্তানেরা কি করে এতকিছু ম্যানেজ করত? সাধারণত আপনাদের রুটিন কি ছিল?

শরীফাহ মাসতুরা : আমাদের দিন শুরু হত ফজর থেকে। সকালের নাস্তা, গোসল এবং পড়ালেখার সময় ছিল ৬-১১টা। মূল জিনিসটা ছিল মাল্টি-টাস্কিং। এক সন্তান হয়ত লিখছে, আরেজনকে গোসল করতে পাঠানো, আরেকজনের পোশাক পরিয়ে দেয়া। বাচ্চার বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় একজনকে গল্পের বই পড়ে শোনানো, এরকম। যখন সবাই রেডি হয়ে যেত, একেকদিন একেকজন একটি বই দিত আমাকে পড়ে শোনানোর জন্য। তারপর যে যার পড়ার অংশ করতে লেগে যেত। পড়ালেখা শেষ হলে আমি ওদের নিয়ে বিভিন্ন মজার মজার হস্তশিল্প তৈরী করতাম।

আরেকটি টিপস হল, শেখাটাকে আনন্দময় করে তোলা। আমি নিজেই তাদের ওয়ার্কশীট বানাতাম। সেটা হ'ত অনেক কালারফুল, যাতে ওরা মজা পায়।

সাড়ে দশটার দিকে ওদের ক্ষুধা লাগলে কিছু স্ন্যাক্স দিতাম। ফজর থেকেই ওরা যেহেতু মন দিয়ে পড়ালেখা করেছে, তাই এসময় ওরা খানিকটা বিশ্রাম নিত। এ সময় আমি আমার নিজের হিফজ নিয়ে বসতাম। এইভাবে আমি আটটা বাচ্চা লালনপালনের পাশাপাশি হিফয করার চেষ্টা করেছি মাশাআল্লাহ। যদিও সময় অনেক বেশী লেগেছে কিন্তু তাতে করে বাচ্চারা আমার অংশটুকুও শিখে ফেলেছিল এবং আমার আগেই হিফয করে ফেলেছিল মাশাআল্লাহ!

পুরো আটজন বাচ্চার ক্ষেত্রেই আমি এই রুটিন অনুসরণ করেছি। এতে করে তারা রুটিন মেনে চলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমি বিশ্বাস করি, আপনার বাচ্চার দখল নিন। না হলে ওরাই আপনাকে দখল করবে! তারা হয় আপনাকে বিরক্ত করবে, নয়ত অন্যকে বিরক্ত করবে। ছুটির দিনে আমরা পার্কে যেতাম কিংবা পিকনিকে।

প্রশ্ন : বাচ্চারা এবং তাদের বাবা-মারা সাধারণত স্কুল, হোমওয়ার্ক ইত্যাদি নিয়ে দিনের অধিকাংশ সময়েই ব্যস্ত থাকে। কি করে মাত্রাতিরিক্ত না করে বাচ্চাদের সর্বোচ্চ দক্ষতা বের করে আনা যায়?

শরীফাহ মাসতুরা : যখন আপনার বাচ্চা হবে এবং পরিবার বড় হবে, কর্মশক্তিও বাড়বে। আপনি ভাবতেই পারবেন না আপনি এত বেশী কাজ করতে পারছেন! আমার যেমনটা ইচ্ছা ছিল, আমার বাচ্চারা কুরআন হিফয করবে আবার স্কুলেও ভাল করবে। আল্লাহ আমার সামর্থ্য সেভাবেই বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। মা হিসেবে ক্লান্ত হওয়াটা তো অবশ্যই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু সেটা কখনই মাত্রাতিরিক্ত ছিল না আলহামদুলিল্লাহ। আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, তাদের বোঝানো দরকার কেন আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, বাবা-মার এটা বোঝানোই কর্তব্য। নিয়তের উপরই সব নির্ভর করে। আমরা যা করছি, সবই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য, এটা তাদের একেবারে ছোট থেকেই বোঝাতে হয়। আরেকটা জিনিস হল, বাবা-মার প্রতি অনুগত হ'তে শিক্ষা দেয়া। যদি বাচ্চা বোঝে যে, বাবা-মায়ের অনুগত হ'লে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন, তাহ'লে তাকে খুব সহজেই ম্যানেজ করা যায়। সুতরাং বাচ্চারা যখন দেখল, তারা সারাক্ষণ যা করছে, তার উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহর সন্তুষ্টি, এটা তাদেরকে জীবনের সত্যিকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দিল।

আল্লাহ জানেন, আমি কখনই বাচ্চাদের উপর কোন উচ্চাকাঙ্খা চাপিয়ে দেইনি, একমাত্র হিফয করা ও উম্মাহর জন্য কল্যাণকর হওয়া বাদে। ওটাই আমার একমাত্র চাওয়া ছিল।

প্রশ্ন : আট বাচ্চার অভিভাবক হিসেবে লক্ষ্যপূরণের যাত্রাটা নিশ্চয়ই সহজ ছিলনা। একটা বিশেষ গুণ এখানে অত্যাবশ্যকীয় তা হ'ল অধ্যবসায়। বিশেষ করে কঠিন সময়ে আপনি কি করে ধৈর্য্য ধরেছেন?

শরীফাহ মাসতুরা : তাওফীক সবসময় আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আমি সবসময়েই আল্লাহর কাছে দো'আ করতাম যাতে তারা উম্মাহর জন্য কল্যাণকর হয়। সেই দো'আ ও লক্ষ্য আমায় থেমে না যাওয়ার শক্তি দিয়েছিল। তাছাড়া আমি যেহেতু হিফয করার জন্য খুব চেষ্টা করছিলাম, সেটা আমাকে বুঝিয়েছিল যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও একই ধরণের অধ্যবসায় অবলম্বন প্রয়োজন। কুরআন শেখাটা অধ্যবসায়ের সমার্থক ছিল।

সবশেষে আমি সবসময় সব বাচ্চার প্রতি সমান কর্তব্য পালনের চেষ্টা করেছি। যেমন বড়টার ক্ষেত্রে, তেমনি ছোটটার ক্ষেত্রে। শেষ সন্তানের ক্ষেত্রে ও একা পড়ে গিয়েছিল। বাকিরা সবাই স্কুলে যাবার কারণে ওর সাথে আমরা আরো বাচ্চাদের শেখাতাম যাতে ও আনন্দ নিয়ে শেখে। মাঝে মাঝে পরিস্থিতির কারণে অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানদের সমান সুযোগ দেননা। এটা যাতে না হয় তা আমার মাথায় সবসময় ছিল।

প্রশ্ন : সন্তানদের অধ্যবসায়, ধৈর্যের মত ভাল অভ্যাস ও বিশ্বাস তৈরীতে কিভাবে মানুষ আদর্শ পিতামাতা হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারে?

শরীফাহ মাসতুরা : ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের মত ভাল গুণাবলী ও বিশ্বাস তৈরীতে বাস্তবসম্মত কোন পন্থা আমার জানা নেই। তবে এক্ষেত্রে আমার সোজসাপ্টা উত্তর হলো যে, আপনি যতটা পারেন আল্লাহ্র নৈকট্য হাসিল করুন। যদি আপনার ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের পথ পরিচ্ছন্ন না হয়, তবে আপনাকে বুঝতে হবে অধ্যবসায় বা আদর্শ পিতামাতা যা-ই হওয়ার স্বপ্ন দেখুন না কেন, তা ভেস্তে যাবে। ইচ্ছা পূরণে আপনার আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমলে সচেতন হন। যদি আপনি মুসলিম হয়ে থাকেন, তবে অবশ্যই আপনার সন্তানকে খাঁটি মুসলিম বানাতে আপনার অগ্রণী ভুমিকা অত্যাবশ্যক। কেননা আপনার অনুসরণীয় নৈতিক গুণাবলীই সন্তানের বড় পাথেয়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে যে কোন ইবাদতের মাধ্যমে আপনাকে লেগে থাকতে হবে। তবেই আপনি পুরস্কৃত হবেন। এই বিশ্বাস এবং ইবাদত আপনাকে ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের মত মহৎ গুণ অর্জনে সহায়তা করবে। তবে মনে রাখতে হবে দুনিয়া অর্জনের জন্য কোন ইবাদত পরিচালিত হলে, তা আপনাকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করে তুলবে। এভাবে নিজের কাজের বাস্তবায়নের মাধ্যমে আপনার সৎ সন্তান গড়ে উঠবে যা আপনার মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও কাজে আসবে। তবে মনে রাখতে হবে, সবকিছুর মূলে কঠোর পরিশ্রমই আপনাকে অভীষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দিতে পারে।

প্রশ্ন : আপনার এমন ঈর্ষণীয় অর্জনে আপনার স্বামীর কি ধরণের ভুমিকা ছিল। তিনি আপনার কার্যবিধি এবং পরিকল্পনার সাথে কিভাবে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন?

শরীফাহ মাসতুরা : আমি এবং আমার স্বামী উভয়ে মিলেই সন্তান-সন্ততিগণকে আদর্শবান মানুষ গড়ার লক্ষ্য কাজ করেছি। এতে আমাদের মাঝে কোন কাজে ব্যত্যয় ঘটেনি, আলহামদুলিল্লাহ। আমি ভাবতেই পারিনি যে, আমার স্বামী পরিবারের জীবিকার্জনে বাড়ির বাইরে থাকা সত্বেও এভাবে আমার সাথে সমসঙ্গ দিতে পারবে। এর বেশী আমি আর তার কাছে আর কোন কিছুই আশা করতে পারিনা। কেননা যখনই পরিবারে আমার শূন্যতাবোধ হয়েছে, তখনই তিনি পরিবার ও সন্তানদের পাশে দাঁড়িয়েছেন; স্বতঃস্ফুর্ত ও সাগ্রহে তার সময় ব্যয় করেছেন।

আদর্শ স্বামী হিসাবে তার জুড়ি মেলা ভার। কেননা তিনি সর্বদা আমার সন্তান লালন-পালনে ছায়ার মত পাশে থেকেছেন। তিনি বাচ্চাদের সাথে খেলা করতেন; গল্পের বই পড়ে শোনাতেন; তিন-চার বছরে ঘটে যাওয়া জীবনের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করতেন; সর্বদা বাচ্চাদের রুচিবোধের খেয়াল রাখতেন এবং তিনি তাদের সাথে সেভাবে মিশতেন।

সন্তান-সন্ততিদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হল, তিনি বাচ্চাদের মায়ের সাথে কিভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এবং তাতে কিভাবে উদ্দেশ্য সাধিত হয় সে ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। তিনি বাসায় বসে অনেক সময় শিক্ষকের কাজটাও করতেন। তিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণে রিডিং পড়ার ব্যাপারে বাচ্চাদের প্রচুর সহযোগিতা করতেন। বিশেষ করে আমার তৃতীয় সন্তানকে 'পিটার এণ্ড জেন'-এর গল্প পড়াতেন এবং পড়ে শুনাতেন। এভাবে আমার তৃতীয় সন্তান ভাল একজন পাঠকে পরিণত হয়। আমি যখন খুব ব্যস্ত থাকতাম, তখন তিনি বাচ্চাদের কুরআন হিফয পড়ার খেয়াল রাখতেন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদেরকে পড়া ধরতেন।

শুধু তাই নয়, তিনি বাড়ির বিভিন্ন ছোটখাট কাজেও সাহায্য করতেন যেমন তিনি বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানো, গোসল করানো, খাওয়ানো, রান্নবান্না ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে বাড়ির সার্বিক কাজে আমরা একে অপরের খেয়াল রাখতাম।

অনেক সময় বাচ্চাদের কাছ থেকে অবাধ্য বা অসহযোগিতামূলক কিছু পেলে আমি সোজা তার আব্বার কাছে পাঠিয়ে দিতাম। বাড়ির প্রধান হিসাবে বাচ্চারা তার পিতাকে যথেষ্ট সমীহ করত। তিনি তাদের 'লাইফ ডিসিপ্লিন' শিক্ষা দিতেন। অনেক সময় তার অল্প কথাতে অনেক কাজ হ'ত। ফলে এভাবেই তাকে 'হায়ার অথরিটি' তথা বাড়ির প্রশাসনিক কাজও আঞ্জাম দিতে হ'ত।

বাড়ির বাইরে প্রতিষ্ঠানে দেখভাল আমার স্বামীর উপরেই বর্তাতো। বাচ্চাদের মসজিদে ছালাত পড়তে নিয়ে যাওয়া, কুরআনের হালাকায় বসা, শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিতে তাকে আমি একজন আদর্শ পিতা হিসাবে পেয়েছি মাশাআল্লাহ।

আমার স্বামী সন্তান লালন-পালন ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সাধনে শুধুমাত্র একজন সঙ্গী এবং সহযোগীই ছিলেন না; বরং জীবনের বিভিন্ন জটিল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন হিমাদ্রির ন্যায়। বাচ্চারা আমাদের অভিন্ন চিন্তা-চেতনা ও মুহাব্বতের মেলবন্ধন ঠাওর করত। সত্য বলতে কি, সন্তান-

সন্তানাদিকে আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়তে গেলে এর বিকল্প নেই।

প্রশ্ন : আপনার প্রত্যেকটি সন্তান বিভিন্ন উন্নয়ন ও দক্ষতামূলক কাজকে নিজেদের শখের কাজে পরিণত করেছে, মাশাআল্লাহ। তাদের বিভিন্ন শখের ব্যাপারে আমাদের অবহিত করুন। আর তারা তাদের অবসরে কি ধরণের উন্নয়নমূলক কাজে জড়িয়ে থাকে, যদি কিছু বলতেন?

শরীফাহ মাসতুরা : আমি এটি নিশ্চিত করে বলতে পারব না যে, আমার প্রত্যকটি সন্তানের নিদিষ্ট কোন শখ রয়েছে। তবে আমি এবং আমার স্বামী এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম যে, আমাদের বাড়িতে সন্তানরা টিভি দেখার পরিবেশ ছাড়াই বেড়ে উঠবে। ফলে ছোটকাল থেকেই সময়ের সদ্ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই তাদের সময় অতিবাহিত হয়েছে। যেমন ধরুন, আমরা অধিকাংশ সময় হস্তশিল্প এবং উদ্ভাবনমূলক কাজে সময় ব্যয় করেছি।

ছোটকাল থেকেই তারা মালা গাঁথা, কাগজ কাটাকাটি, আঠা লাগানো ইত্যাদি কাজে অভ্যস্থ। আমরা তাদেরকে বিভিন্ন রংয়ের কাজ, কাদামাটি দিয়ে জগ, গ্লাস তৈরী, অরিগামী, কাগজের ফুল, তাস, পুঁথিরমালা ইত্যাদি তৈরীতে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছি। এতদ্ব্যতীত গল্প লেখা, বই এবং বইয়ের কভার পেজ তৈরীর কাজ তারা শিখেছে। ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরণের কাজও তারা শিখেছে। তারা নিজেরা বিভিন্ন কাজে আনন্দের সাথে বেশী বেশী করার চেষ্টা করেছে। আমি তাদেরকে মেয়েদের সাধারণ এমব্রোডারী এবং সেলাইয়ের বিভিন্ন কাজও শিখিয়েছিলাম।

অবশেষে তারা কাজকর্মে ইয়াং টিনেজারে পরিণত হয়; সেলাই মেশিন চালাতে ভীষণ দক্ষ হয়ে উঠে; নিজেদের প্রয়োজনীয় পর্দা, মনোহর কাপড়চোপড় বানাতে শুরু করে। হাতে তৈরী বিভিন্ন প্রকার ব্যাগ ও প্রয়োজনীয় ছোটখাট সামগ্রীর নিয়ে তারা রিয়াদে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক মেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। ব্যবসায়িক পণ্যগুলো চমৎকার বলে মানুষেরা সেগুলো সানন্দে ক্রয় করেছিল মাশাআল্লাহ।

বর্তমানে তারা বুননে, কাটি-কুরুশে খুবই এগিয়ে গেছে। আমার এক মেয়ে খুবই ভাল একজন আর্টিষ্ট। কোন কিছুতে রং করতে অত্যন্ত ভালবাসে এবং মেকাপেও সে খুব দক্ষ। আমার আরেক মেয়ে একজন দক্ষ স্থপতি, বিভিন্ন বিল্ডিংয়ের ডিজাইনে খুব পটু। এ কথার বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, তাদের দক্ষতা তাদের জ্ঞানকেও পিছনে ফেলেছে। তবে এতকিছু এগিয়ে যাওয়ার গল্পে ইউটিউব তাদের খুবই কাজে দিয়েছে।

আমি বাচ্চাদের পসন্দের বিষয়গুলোতে খুবই খেয়াল রাখি এবং তাদের ব্যস্ত রাখি। কেননা আমি এ কথা বিশ্বাস করি যে, কোন মানুষ মায়ের পেট থেকে দক্ষ ও সৃষ্টিশীল হয়ে জন্ম গ্রহণ করেনা। বরং তাকে তার বিশেষ অর্জনে অনেক পরিশ্রম করতে হয়।

আমি আরেকটি বিষয়ে খুবই জোর দিয়ে বলব, তাদেরকে টিভি দেখা পরিবেশে মানুষ করবেন না। তাদের মনের চাহিদাটা বুঝুন; তা অর্জনে অনুপ্রেরণা জোগান। তারা নিজেরাই নিজেদের অর্জনে মনোনিবেশ করবে। নিশ্চয় তারা নতুন নতুন আবিস্কারের আনন্দ সৃষ্টি করবে এবং যোগ্য হয়ে স্বাধীন জগৎ সৃষ্টিতে সক্ষম হবে। পসন্দের ক্ষেত্রে আমার ছেলেরা সাধারণত ফটোগ্রাফী, দেওয়ালে ছবি অংঙ্কন, টি-শার্ট রাইটিং, ছুতোরের কাজ, দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্নগুলো বেশী দেখে মাশাআল্লাহ।

প্রশ্ন : আপনি একজন শিক্ষক, তথাপিও কিভাবে আপনি সবকিছু ফেলে আপনার সমস্ত সময় তাদের পিছনে উৎসর্গ করেছেন? আপনার সব ছোট সন্তান কুরআন মাজীদ হিফয শেষ করেছে। আর আপনিও তো হাফেযে কুরআন মাশাআল্লাহ। এর মধ্য দিয়ে আপনি রিয়াদের কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী পাঠদানে কর্মরত। পাশাপাশি স্নাতকোত্তর ইংরেজী শিক্ষা ডিপ্লোমা কোর্স (ডেলটা)-তে ভর্তি হয়েছেন এবং প্রিন্স সুলতান বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়াশোনা করান। আসলে কোন জিনিসটি আপনাকে এত বছর ধরে শিক্ষা ও নিজের ঈর্ষান্বিত ক্যারিয়ার গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছে?

শরীফাহ মাসতুরা : এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, আপনি যেভাবে চাকচিক্যময়ভাবে প্রশ্নটি উপস্থাপন করেছেন, আসলে আমি মোটেও এর যোগ্য নই। আমার কর্মকাণ্ডের পেছনে যে অনুপ্রেরণা কাজ করে, তা আসলে কোন ক্যারিয়ার গঠনের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে দু'টি বিষয় এ ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। তা হ'ল- ১. শিক্ষকতা ও ব্যস্ততাপূর্ণ জীবনই আমার নিকট সুখকর ২. বাড়িতেও কাজে ব্যস্ত থাকতাম, তবুও উনিশ বছরে আমি কখনো শিক্ষকতা বন্ধ করেনি।

১৯৯৮ সালে আমার প্রিয় বন্ধুদের অনুরোধে (হোম স্কুল প্রোগ্রাম) বাড়িতে শিক্ষা প্রোগ্রাম চালু করি। আমার শিক্ষা প্রোগ্রামের বন্ধুদের নিয়ে আমার বাড়িতে বিভিন্ন ঘরকে ক্লাস রুম বানিয়ে বাচ্চাদের শিক্ষা দেয়া শুরু করি। প্রত্যেক ক্লাসে ১.২ আনুপাতিক হারে শিক্ষকের প্রচেষ্টায় সে বছর আমরা বিস্ময়কর ফলাফল অর্জনে সমর্থ হই মাশাআল্লাহ। প্রতিষ্ঠানের অভাবনীয় সাফল্যে নতুন নতুন অভিভাবকরা নির্দিষ্ট ফী দিয়ে তাদের বাচ্চাদের আমাদের মাদরাসায় ভর্তি করাতে থাকে। আমাদের 'দারুল কুরআন' মাদরাসাটি তাকওয়া (আধ্যাত্মিক) এবং একাডেমিক শিক্ষায় সফলতার শীর্ষে ছিল। আমিই মাদরাসাটিতে টিচার এবং ট্রেনার হিসাবে প্রধান শিক্ষিকার পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। ছাত্র-ছাত্রীর মায়েরাই শিক্ষিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠানটির সফলতায় দারুণ ভূমিকা রাখত।

আমার খুব খারাপ লাগত, বাচ্চারা আমাদের মাদরাসা শেষ করে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হলেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিকাদের আমরা হারাতাম। কেননা তারা বাচ্চাদের বিদায়ের সাথে সাথে সঙ্গত কারণে তারাও প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় নিয়ে নিত। এভাবে আমার শেষ মেয়েটি প্রতিষ্ঠানে আসা পর্যন্ত

পাঁচ বছর প্রতিষ্ঠানটি আমার তত্ত্বাবধানে চলতে থাকে। দারুল কুরআন মাদরাসায় যখন আমার বড় মেয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করে, তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজকর্ম শুরু করেছিলাম।

চাকুরীটা বাড়ির পাশেই হওয়াতে বাচ্চাদের সাথে কর্মস্থলে যাওয়া-আসাতে আমার সাক্ষাৎ হত। বাচ্চাদেরকে দীর্ঘক্ষণ মাতৃস্নেহের ছায়ায় আগলে রাখতে পারতাম। আসলে আমার মনের মধ্যে ক্যারিয়ার নিয়ে নতুন কোন উন্মাদনাই ছিলনা।

পারিবারিক কাজ, পড়াশোনার সাথে সাথে (ডেলটা) কোর্স মানসিক ও শারীরিকভাবে শ্রমসাধ্য বিষয় ছিল, যা আমার চাকুরীর প্রয়োজনে করতে হয়েছিল। প্রথমদিকে সন্তান, স্বামীকে সময় দিতে না পেরে আমি ডেলটার ব্যাপারে খুবই অস্বস্তিবোধ করতাম। ফোর গ্রেডের বাচ্চাদের পবিত্র কুরআন হিফযের শেষ পর্বে যখন আমার বড় ছেলেমেয়েরা ছোটদের বরকতময় কুরআন শিক্ষার প্রোগ্রামে সময় দিতে শুরু করে, আলহামদুলিল্লাহ তখন থেকে পারিবারিক কাজ ও পড়াশোনার পেছনে সময় ও শক্তি ব্যয়ে তেমন কোন সমস্যা হয়নি।

প্রশ্ন : একটি কথা বারবার আপনার কথায় উঠে এসেছে, সেটি হলো সন্তান জন্মের বিশ বছর পূর্বেই আপনার সন্তানের শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছে। বিষয়টি যদি আমাদের পাঠকদের সামনে বিস্তারিত বলতেন।

শরীফাহ মাসতুরা : এটি নিদ্বির্ধায় বলা যায় যে, সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে অবশ্যই আপনাকে গভীর জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করতে হবে। অনেকেই মনে করে, পিতামাতা হ'তে অনেক দেরী রয়েছে এবং এটি খুবই কঠিন বিষয়। কিন্তু না, এটি খুব দেরি বা দূরের বিষয় নয়। বরং সময় আসার পূর্বেই জ্ঞার্নাজনের মাধ্যমে নিজেদের ভুলগুলি শুধরান। এতদ্ব্যতীত এখনই আপনার সন্তানাদিকে প্রস্তুত করার প্রকৃত সময়। ফলে সকল সুযোগ-সুবিধা তাদের পিছনে ব্যয় করুন। প্রকৃত পিতামাতা হিসাবে আপনি জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে সন্তানকে যোগ্য করে তুলুন। সন্তানের ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বা ভাল চাকুরীই যেন আপনার লক্ষ্য হয়ে না দাঁড়ায়। তাদেরকে কুরআন ও দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করুন। আসলে প্রকৃত জ্ঞান হ'ল পড়া, বুঝা এবং তার মধ্যেই বেঁচে থাকা। আপনি আপনার সন্তানকে আগামী দিনের শিক্ষিত এবং ধার্মিক পিতামাতা হিসাবে গড়ে তুলুন।

প্রশ্ন : আপনি এবং আপনার স্বামী এমন কোন আধ্যাত্মিক কোন রুটিন মেনে চলেন যা আপনাদের প্রাত্যহিক জীবন বরকতময় করে তোলে?

শরীফাহ মাসতুরা : আসলে সত্য বলতে কি আমাদের এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু বলার নেই। তবে আমার যতদূর মনে পড়ে, আমি অনেক বছর আগে শিশু লালন-পালনের উপর একটি আরবী বই পড়েছিলাম। বইটির লেখকের নাম ও শিরোনাম কোন কিছুই ঠিক এখন আমার মনে নেই। বইটিতে লেখক মহোদয় বলেছিলেন, 'আপনি যদি আপনার সন্তানদেরকে কিছু করতে বলেন, তবে তারা সেটি করবেনা, যতক্ষণ না আপনি সেটি নিজে তা তাদেরকে না করে দেখান। এক কথায় তার অর্থ হ'ল আপনি তাদেরকে যা করতে চান, সে বিষয়ে আপনি নিজেই নিজেকে তাদের সামনে একজন অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে উপস্থাপন করুন। আপনি ধার্মিক, পুত্রোচিত এবং কন্যাচিত পিতামাতায় পরিণত হন; দেখবেন আপনার সন্তানরাও আপনার স্বপ্নের ব্যক্তিতে পরিণত হবে। বিশেষ করে আপনাকে ইবাদতের ক্ষেত্রে সন্ত ানদের নিকট একজন অনুসরণীয় পিতামাতায় পরিণত হ'তে হবে।

প্রশ্ন : উচ্চাকাঙ্ক্ষী পিতামাতা হওয়ার জন্য আপনি সর্বশেষ কী উপদেশ দিবেন?

শরীফাহ মাসতুরা : উপরোক্ত আলোচনা থেকে শিক্ষা নিন; নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করুন এবং আপনি নিজেই নিজেকে ঠিক-বেঠিকের প্রশ্ন করুন। মহান আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কোন বাড়তি বোঝাই আপনার উপর চাপাননি। আমি আমার জীবন এ পথেই পরিচালনা করছি। আপনিও আপনার পথ ও পন্থা নির্ধারণ করুন। তবে আমাদের উভয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য একটাই; তা হ'ল আপনি এমন দ্বীনদার সন্তানের পরিচর্যা করুন যারা জাতির সেবক হতে পারে। আর আপনাকে এ কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে সঠিক ইসলামী জ্ঞান ব্যতীত কখনও কোন সন্তান জাতির সামান্য উপকার করতেও সক্ষম নয়।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা :** ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

কাশ্মীর : একটি পর্যালোচনা

-মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম

সিকিমকে ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা আর ভারতশাসিত কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন ও বিশেষ অধিকার বিলুপ্ত করে কেন্দ্রীয় শাসন জারির দৃশ্যপট অনেকটা একই রকম। সিকিমে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পর রাজার নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে ভারত সামরিক অভিযান চালিয়েছিল। কাশ্মীরে নতুন করে ৩৫ হাযার সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। জম্মু, কাশ্মীর ও লাদাখে গিজগিজ করছে ভারতীয় সৈন্য। কোনো একটি অঞ্চলে এত অধিক সেনা মোতায়েনের ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। মনে হয়, গোটা কাশ্মীরই বুঝি একটি গ্যারিসন। সিকিম দখল করতে ভারতীয় সেনারা রাজপ্রাসাদের সামনে গুলি চালিয়েছিল এবং অর্ধঘণ্টার অপারেশনে ২৪৩ জন প্রহরী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এরপরই রাজপ্রাসাদের শীর্ষে শোভা পায় ভারতের পতাকা। ভারত বহির্বিশ্বের সঙ্গে সিকিমের সব রকমের যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়ে তৎকালীন দূত বিএস দাসকে সিকিমের প্রধান প্রশাসক নিয়োগ করে।

ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর প্রাক্তন পরিচালক অশোক রায়না তার 'ইনসাইড স্টোরি অব ইন্ডিয়াস সিক্রেট সার্ভিস' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, ভারত ১৯৭১ সালেই সিকিম দখল করতে চেয়েছিল। সেই লক্ষ্যে সিকিমে আন্দোলন, হত্যা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়। চীন সীমান্তে নেপাল, সিকিম ও ভুটান- এই তিন রাষ্ট্রের স্বাধীন ভারত কৌশলগত কারণে নিরাপদ মনে করেনি। সাংবাদিক সুধীর শর্মা প্রধানমন্ত্রী লেন্দুপ দর্জির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'সিকিম মিশন'-এর প্রধান চালিকাশক্তি ছিল 'র'। ব্রিটিশ আমলে সিকিম ছিল একটি আশ্রিত রাজ্য। ইন্দিরা গান্ধী সরকার সিকিমকে ভারতের অঙ্গীভূত করার লক্ষ্যে লোকসভায় একটি বিল উত্থাপন করে ১৯৭৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। বিলটি ৩১০-৭ ভোটে পাস হয়। এর দেড় মাস পর দৈনিক ইত্তেফাকের পক্ষ থেকে নয়াদিল্লিতে একজন সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল, 'আপনি তো স্বাধীন রাজ্য সিকিম দখল করে নিয়েছেন। একটু ক্ষেপে গিয়ে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কে বলে?' বললাম, 'সারাবিশ্ব।' তিনি বললেন, 'না, শুধু সেই আমেরিকান মহিলা (চোগিয়ালের স্ত্রী) তা বলে বেড়াচ্ছে'। অবশেষে সংবিধান সংশোধন করে ১৯৭৫ সালের মে মাসে সিকিমকে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যে রূপান্তরিত করা হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাশ্মীর ছিল হিমালয় পর্বত ও পীর পাঞ্জাল পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা। কাশ্মীরের প্রথম মুসলমান শাসক ছিলেন শাহ মীর (১৩৩৯)। পরবর্তী পাঁচশ বছর মুসলমানরা কাশ্মীর শাসন করে। ১৮২০ সালে শিখ রাজা রঞ্জিৎ সিং কাশ্মীর দখল করে তাকে তার রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। তিনি গোলাব সিং দোগরাকে জায়গীর হিসাবে জম্মু প্রদান করেন। গোলাব সিং ছিলেন অত্যন্ত চতুর প্রকৃতির লোক। তিনিই জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বশেষ মহারাজা হরি সিংয়ের পূর্বপুরুষ। রঞ্জিৎ সিংয়ের মৃত্যুর পর প্রকাশ্যে শিখদের সঙ্গে থাকলেও গোপনে তার আনুগত্য ছিল ইংরেজদের প্রতি। তার কারসাজি ধরা পড়ে গেলে শিখ দরবার তাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করে। যা হোক, প্রথম ইংরেজ-শিখ যুদ্ধে শিখরা পরাজিত হ'লে জম্মুর হিন্দু শাসক গোলাব সিং দোগরা ১৮৪৬ সালে পুরস্কার হিসাবে লাভ করেন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য। অবশ্য এ জন্য তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ৭৫ লাখ টাকা পরিশোধ করেন। তার উত্তরসূরীরা ছিলেন রণবীর সিং, প্রতাপ সিং ও হরি সিং।

ভারত বিভাজনের সময় কাশ্মীর ও সিকিমসহ করদ বা দেশীয় রাজ্য ছিল ৬৮০টি। তাদের ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। অবশ্য চাইলে তারা স্বাধীন হিসাবেও থাকতে পারবে। বেশীরভাগ মুসলমান রাজ্য পাকিস্তানে ও হিন্দু রাজ্যগুলো ভারতে যোগ দেয়। বেলুচিস্তানের কালাত রাজ্য ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে তাকে পাকিস্তানে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। হিন্দুপ্রধান হায়দারাবাদ দেশীয় রাজ্যের মুসলমান নিজামও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে ভারত তা দখল করে নেয়। গুজরাটের দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল জুনাগড় করদ রাজ্য। রাজ্যের শাসক নওয়াব মহব্বত খান ১৫ই আগস্ট পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে ভারত আপত্তি জানায়। কারণ জুনাগড়ের ৮০ শতাংশ লোক হিন্দু এবং এই রাজ্যের সীমানা পাকিস্তানের সঙ্গে লাগোয়া ছিল না। পাকিস্তান একে ভারতে পাকিস্তানের একটি ছিটমহল হিসাবে গণ্য করতে বলল। কিন্তু ভারত তা গ্রাহ্য না করে জুনাগড়ে সৈন্য পাঠায়। ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর নওয়াব পালিয়ে পাকিস্তানে চলে যান এবং ৭ নভেম্বর নওয়াবের দেওয়ান স্যার শাহনওয়াজ ভুট্টো ভারতের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। শাহনওয়াজ ভুট্টোর ছেলে জুলফিকার আলী ভুট্টো ও নাতনী বেনজির ভুট্টো পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ভারত শাহনওয়াজ ভুট্টোর আহ্বানে ৯ই নভেম্বর ১৯৪৭ সনে জুনাগড় দখল করে নেয়।

ঠিক ওই সময়েই জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। এই রাজ্যের অধিকাংশ লোক ছিল মুসলমান আর রাজা হিন্দু। ভাগাভাগির সময় কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং ভারত

বা পাকিস্তানে যোগ না দিয়ে স্বাধীন হিসাবে থাকার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু কোনো কোনো ইতিহাসবিদ বলেছেন, মহারাজা নাকি ভারতে যোগদানের জন্য নয়াদিল্লীর সঙ্গে গোপনে শলাপরামর্শ করছিলেন। তখন পুঞ্চ এলাকায় মুসলমানরা বিদ্রোহের পথ বেছে নিলে রাজা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার ও গণহত্যা শুরু করলেন, তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে লাগলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল অধিকহারে মুসলমান চলে গেলে অচিরেই কাশ্মীর হিন্দুপ্রধান হয়ে যাবে। ১৯৪৭ সালের আগস্টে ভারত বিভক্তির দুই মাস পর অক্টোবরে পাকিস্তানী মদদে উপজাতীয়রা কাশ্মীর আক্রমণ করে। ২৫শে অক্টোবর তারা বড়মুলা দখল করে। সেখান থেকে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরের দূরত্ব মাত্র ৩৫ কিলোমিটার। কিন্তু তারা রাজধানী ও তার অরক্ষিত বিমান ঘাঁটি কব্জায় আনার কোনো চিন্তা না করে সেখানেই দু'দিন কাটিয়ে দেয়। চার্লস শেভনিক্স ট্রেঞ্চের মতে, তারা লুটতরাজ, হত্যা ও নারী ধর্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, লোভ-লালসার জন্য তারা কিছুই করতে পারেনি *(দ্য ফ্রন্টিয়ার স্কাউটস)*। কাশ্মীরের নিরাপত্তা বাহিনী অত্যন্ত দুর্বল ছিল এবং পাকিস্তানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো তেমন কোনো অস্ত্রশস্ত্রই তাদের ছিল না। মনোবলও দৃঢ় ছিল না। মহারাজা ভাবলেন, পাকিস্তানীরা যদি কাশ্মীর দখল করে নেয়, তাহলে তাকে পাকিস্তানে যোগ দিতে হবে। তখন তিনি ভারতের দিকে তাকালেন। অনুরোধ করলেন কাশ্মীর রক্ষার জন্য সৈন্য পাঠাতে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাৎক্ষণিক সৈন্য পাঠাতে রাযী ছিলেন; কিন্তু বিচক্ষণ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটন রাজা হরি সিংকে সৈন্য পাঠানোর আগে ভারতে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। ২৬ অক্টোবর হরি সিং ভারতে সংযুক্তকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। দু'দিন পর যখন উপজাতীয়রা শ্রীনগরের দিকে যাত্রা শুরু করে, তখন কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য পৌঁছে গেছে। এখন কাশ্মীরের আর একক মালিক নেই, মালিকানা চলে গেছে তিন দেশের হাতে। ভারতের দখলে আছে ৪৩ শতাংশ, পাকিস্তানের ৩৭ শতাংশ এবং চীনের ২০ শতাংশ। কাশ্মীরে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধ করেছে তিনবার-১৯৪৭, ১৯৬৫ ও ১৯৯৯ সালে। তিনবারের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উভয় পক্ষের ৪৭ হাযার লোক মারা গেছে।

ভারত সরকারের নতুন পদক্ষেপের ফলে কাশ্মীরে জনজীবন থমকে গেছে; সর্বত্র বিরাজ করছে চরম আতঙ্ক। কাশ্মীরী নেতা শেখ আবদুল্লাহ ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন ও 'বিশেষ অধিকার' চিরদিন বজায় থাকবে। কাশ্মীর এখন আর কোনো রাজ্য নয়, ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে স্বায়ত্তশাসন এবং বিশেষ অধিকার। নিজস্ব কোনো পতাকা থাকবে না। আজ শেখ আবদুল্লাহ্‌র নাতি সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ কারাগারে। বেঁচে থাকলে তিনিও হয়তো গৃহবন্দি হতেন। ভারতের শাসক দল বিজেপি বরাবরই কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন এবং বিশেষ অধিকারের বিরোধিতা করেছে। এখন যে কোনো ভারতীয় কাশ্মীরে জমি কিনতে পারবে। কিন্তু মিজোরামসহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে তো পারে না। তাহলে কাশ্মীরীদের শায়েস্তা করার লক্ষ্যেই কি এই ব্যবস্থা? ভারতের বিরোধী দলগুলো এবং বিশ্লেষকরা এর বিরোধিতা করে বলেছেন, পরিণাম শুভ হবে না। কাশ্মীরের ভাগ্যে কী আছে, আল্লাহই ভাল জানেন। এই পদক্ষেপের জের ধরে উপমহাদেশে উত্তেজনা সৃষ্টি হ'লে তার দায় ভারতের।[১]

কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ১৯৪৭ সালে প্রথমে স্থির করেছিলেন তিনি স্বাধীন থাকবেন এবং সেই মোতাবেক ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে স্থিতাবস্থার চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। পাকিস্তান সে চুক্তিতে স্বাক্ষরও করেছিল। কিন্তু জনজাতি এবং সাদা পোশাকের পাক সেনা যখন কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করে, তখন তিনি ভারতের সাহায্য চান, যা শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরের ভারতভুক্তি ঘটায়। ১৯৪৭ সালের ২৬শে অক্টোবর হরি সিং ভারতভুক্তির চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পরদিন ২৭শে অক্টোবর ১৯৪৭ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন সে চুক্তি অনুমোদন করেন। জেনে নেওয়া যাক, ৩৭০ ধারাটি কী ছিল? আর তার তাৎপর্যই বা কী? ৩৭০ ধারা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ১৭ই অক্টোবর। এই ধারা বলে ওই রাজ্যে সংসদের ক্ষমতা ১০০ ভাগ কার্যকরী হয় না। ভারতভুক্তি সহ কোনও কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ রাখার জন্য রাজ্য সরকারের অবশ্যই একমত হওয়া আবশ্যক। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতকে ভারত ও পাকিস্তানে বিভাজন করে ভারতীয় সাংবিধানিক আইন কার্যকর হওয়ার সময়কাল থেকেই কোনও প্রিন্সলি স্টেটের ভারতভুক্তির বিষয়টি কার্যকরী হয়। ওই আইনে তিনটি সম্ভাবনার কথা রয়েছে প্রথমত, স্বাধীন দেশ হিসাবে থেকে যাওয়া। দ্বিতীয়ত, ভারতে যোগদান অথবা পাকিস্তানে যোগদান।[২]

দেশটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাত দিয়ে জম্মুভিত্তিক পত্রিকা আর্লি টাইমস সম্প্রতি এ খবর জানিয়েছে। এ ব্যাপারে আগামী দু'এক মাসের মধ্যে নিজেই ঘোষণা দিতে পারেন তিনি। রাজ্য হিসাবে কাশ্মীরে মোট ৮৭টি আসন রয়েছে। এর মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকার জন্য ৪৬, জম্মুর ৩৭টি এবং লাদাখের জন্য মাত্র ৪টি। এ তিন এলাকায় জনসংখ্যার অনুপাত যথাক্রমে ৫০:৪৫ :৫। লাদাখ ও জম্মুর মোট জনসংখ্যাও কাশ্মীরের সমান হবে না। ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল ৩৫(এ) ও আর্টিকেল ৩৭০ ধারায় কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ৩৫(এ) ধারা বলে রাজ্যটিতে একমাত্র কাশ্মীরীরাই ভূ-সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকারী।

---

১. *সিকিম, কাশ্মীর এবং ইন্দিরা ও আব্দুল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের স্মৃতি - হাসান শাহরিয়ার প্রবীণ সাংবাদিক, কলাম লেখক ও বিশ্লেষক; সিজেএ ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমেরিটাস ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি প্রতিবেশী প্রকাশ: ০৮ আগস্ট ২০১৯।*

২. *Article 370, কাশ্মীর আবার খবরে, কারণ অর্থনীতি আজ কবরে বিশিষ্ট কৃষি পরিকল্পনাবিদ কল্যাণ গোস্বামীর।*

কাশ্মীর রাজ্যসভাকে কিছু বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে ৩৭০ ধারায়। বিজেপি সরকার জানে, কাশ্মীরে তারা এককভাবে সরকার গড়তে পারবে না। এক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল কনফারেন্স বা পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির (পিডিপি) উপর নির্ভর করতে হবে।[৩]

বর্তমানে ধারা ৩৫(এ) এবং ৩৭০ বাতিলের ফলে ভারত এবং কাশ্মীরের মধ্যে চুক্তি যেহেতু লঙ্ঘিত হয়েছে, সেহেতু ল অফ কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী পরিস্থিতি ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশনের আগের মুহূর্তে ফিরে যাবে। অর্থাৎ চুক্তি লঙ্ঘনের পরে আইন অনুযায়ী কাশ্মীর স্বাধীন হয়ে যাওয়ার কথা। ধারা ৩৫(এ) এবং ৩৭০ বাতিলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ভারতের সুপ্রিমকোর্টে একাধিক মামলা হয়েছে। রায় বের হ'লে বোঝা যাবে সে সব মামলার সারবত্তা।

যাই হোক, এই নিবন্ধে আলোচনার মূল বিষয় হল- জম্মুতে বীভৎস মুসলিম গণহত্যা এবং জাতিগত নির্মূলকরণ যা খুবই কম চর্চিত হয়েছে বা চর্চিত হয়নি। অথচ এ নিয়ে অনেক তথ্য আছে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। রয়েছে ঐতিহাসিক দলীল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভের পরে 'জম্মু ছিল হিন্দু অধ্যুষিত, কাশ্মীর ছিল মুসলিম অধ্যুষিত'- নিখাদ অসত্য এই প্রোপাগান্ডা বহুলভাবে প্রচারিত হয়ে থাকে। জম্মু এবং কাশ্মীর কোনো প্রদেশই হিন্দু অধ্যুষিত ছিল না, দুটোই ছিল প্রধানত মুসলিম অধ্যুষিত। সুপ্রিমকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী এ জি নুরানী তাঁর 'The Kashmir Dispute, ১৯৪৭-২০১২' বইতে জহরলাল নেহেরু কর্তৃক লর্ড মাউন্টব্যাটনকে লেখা একটি চিঠির সূত্র উল্লেখ করে বলেন, জম্মুর মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৬১ শতাংশ। জম্মুর তৎকালীন ৬১ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা বর্তমানে ৩৩ শতাংশে নেমে এসেছে। এর কারণ আসলগুলি কী কী? ইতিহাসের আলোকে সঠিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বিপুল পরিমাণে জনসংখ্যা হ্রাসের পিছনে রয়েছে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সংঘটিত ভয়ানক মুসলিম গণহত্যা ও বিতাড়ন। কাশ্মীর সমস্যা, কাশ্মীরীদের উপর নির্যাতন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার সময় আবশ্যিকভাবেই কাশ্মীরী পন্ডিতদের হত্যা ও বিতাড়নের প্রসঙ্গ উঠে আসে। ১৯৯০ সালে কাশ্মীরী পন্ডিতদের উপর চলা নির্যাতন এবং কাশ্মীর থেকে তাদের বিতাড়ন অবশ্যই ঘৃণিত ও চরম নিন্দনীয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে জম্মুতে সংঘটিত লক্ষগুণ ভয়াবহ মুসলিম গণহত্যার নৃশংসতা ইতিহাসের আড়ালেই রয়ে যায় বা রেখে দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস নাগাদ জম্মুতে যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, সে সব নিয়ে জানতে গেলে এবং নিহত মুসলমানদের পরিসংখ্যান জানতে হ'লে তৎকালীন ব্রিটিশ সাংবাদিক ও ব্রিটিশ পত্রিকাগুলির দ্বারস্থ হ'তে হয়।[৪]

১৯৪৭ সালের ১৬ই জানুয়ারি হোরাস আলেক্সান্ডার ব্রিটিশ পত্রিকা 'The Spectator'-এ উল্লেখ করেন, ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে জম্মুতে নিহত মুসলিমের সংখ্যা ২ লক্ষেরও বেশী। ১৯৪৮ সালের ১০ই আগস্ট বৃটিশ দৈনিক পত্রিকা 'The London Times'-এ প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে জম্মুতে কমপক্ষে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার মুসলিমকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়।[৫]

'The Statesman' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক ইয়ান স্টেফেনস তাঁর 'Horned Moon' বইতেও জম্মুতে ২ লক্ষের বেশী মুসলিম নিধনের পরিসংখ্যান উল্লেখ করেছেন।

ব্রিটিশ সাংবাদিকদের লেখালেখিতে উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে একথা পরিষ্কার যে, জম্মুতে অন্ততপক্ষে ২ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাযারের কাছাকাছি মুসলিমকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ব্রিটিশ সাংবাদিক ছাড়াও প্রত্যক্ষদর্শী জম্মুর সাংবাদিক বেদ ভাসিন এবং অল্প কিছু সাংবাদিক জম্মু গণহত্যা নিয়ে সোচ্চার হন, লেখালেখি করেন। অবশ্য এজন্য বেদ ভাসিনকে গ্রেপ্তারের হুমকিও দেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন হল, এই হত্যাকান্ডের পিছনে কারা ছিলেন? স্বাধীনতা অর্জনের পরপরেই অন্যান্য অধিকাংশ প্রিন্সলি স্টেটের মতো

৩. *টিবিটি, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১৮।*

৪. *The forgotten massacre that ignited the Kashmir dispute by Rifat Fareed, ALJAZEERA.*

৫. *Being the Other: The Muslim in India, by Saeed Naqvi.*

কাশ্মীর ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেয়নি বলে অনেকেই কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং-কে স্বাধীনচেতা মহান হিসাবে আখ্যায়িত করেন। অথচ মহারাজা হরি সিং ছিলেন আদ্যোপান্ত একজন ক্ষমতালোভী স্বৈরাচারী এবং জম্মু গণহত্যার অন্যতম প্রধান নায়ক। ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতেই তিনি ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেননি। ক্ষমতা সুনিশ্চিত করতে তিনি তার ডোগরা সেনাদের দিয়ে নির্বিচারে মুসলিম গণহত্যা চালিয়েছিলেন। জম্মুতে সংঘটিত মুসলিম গণহত্যার জন্য মহারাজা হরি সিং-কে দায়ী করে ১৯৪৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধী বলেন, 'জম্মু এবং জম্মুর বাইরে থেকে আসা হিন্দু ও শিখরা নির্বিচারে জম্মুর মুসলিমদের হত্যা করেছে। মুসলিম নারীদের অসম্মান করেছে। এজন্য দায়ী মূলত মহারাজা হরি সিং'। মহারাজা হরি সিং আশঙ্কা করেছিলেন, কাশ্মীর মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় ভবিষ্যতে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হ'তে পারেন। সেজন্য তিনি যেনতেন প্রকারে অন্ততপক্ষে জম্মুকে কুক্ষিগত রাখতেই এই নির্মম গণহত্যা চালিয়েছিলেন এবং জাতিগত নির্মূলকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। Being the Other: The Muslim in India বইতে লেখক সাইয়েদ নাকভি ১৯৪৯ সালের ১৭ই এপ্রিল বল্লভ ভাই প্যাটেলকে লেখা জহরলাল নেহেরুর চিঠির সূত্র উল্লেখ করে বলেন, হরি সিং সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে জম্মুকে নিজেদের অধীনে রাখতে চেয়েছিলেন, নেহেরু ও বল্লভ ভাই প্যাটেলকে সেকথা তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন।[৬]

অন্য প্রদেশের মানুষ কাশ্মীরে জমির দখল নিতে পারবেন না, এই আইন ১৯২৬ সালে মহারাজা হরি সিং নিজেই তৈরি করেছিলেন। কিন্তু কাশ্মীর স্বাধীন হওয়ার পরে তারই উদ্যোগে পরিকল্পিতভাবে পাঞ্জাব এবং সীমান্তবর্তী প্রদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু ও শিখরা জম্মুতে এসে বসবাস শুরু করে। সেই সঙ্গে মহারাজা হরি সিং জম্মুর মুসলমান-প্রজাদের উপর নানাবিধ কর আরোপ করেন। করের এহেন বোঝা চাপানো ও অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে স্থানীয় মুসলমানরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অন্যদিকে একই সময়ে ডোগরা সেনা অফিসার পদ থেকে মুসলিমদের অপসারণ করা হয় এবং মুসলিম সেনাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে বলা হয়। এরপর হরি সিং-এর ডোগরা বাহিনী বিক্ষোভকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। ওই সময় জম্মুর উধমপুর, ছেনানি, রামনগর, রিয়াসি, বাদেরওয়া, ছাম্ব, দেবা বাটালা, আখনুর, কাটুয়াসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় আবালবৃদ্ধবনিতা বহু মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আনুমানিক ২৭০০০ মুসলিম মহিলাকে অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয়। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে জম্মুর ১১৩টি গ্রামকে জনমানবহীন করে দেওয়া হয়। যারা বাড়িঘর ছেড়ে পাকিস্তান দখলকৃত সীমান্তের দিকে রওয়া হয়েছিলেন, তাদেরও অনেককেই ধরে ধরে হত্যা করা হয়। গণহত্যা চলাকালীন কার্ফু জারি করা হয়েছিল, তবে সেগুলি ছিল মূলত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলির জন্য, মুসলিমদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে। অন্যদিকে হত্যাকারীরা বাধাহীনভাবে খোলা অস্ত্র হাতে নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে এবং হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে গেছে।[৭]

প্রখ্যাত সাংবাদিক বেদ ভাসিন-এর মতে, জম্মুর মুসলিম নিধনে ডোগরা সেনাদের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের (আর এস এস) কর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এমনকি এই হত্যাকান্ড চালানোর জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সঙ্গেও আর এস এস, হিন্দু মহাসভার মতো হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি যুক্ত ছিল। এছাড়া তৎকালীন বহু কংগ্রেস নেতাও এই হত্যাকান্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, পরবর্তীকালে যাঁদের কেউ কেউ মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। জম্মুর বৃহৎ বীভৎস হত্যাকান্ডটি সংঘটিত হয়েছিল পাকিস্তানী পাঠানদের জম্মু কাশ্মীর আক্রমণের পাঁচদিন এবং ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন সাক্ষরের ন'দিন আগে।[৮]

সাংবাদিক বেদ ভাসিন-এর মতে, হরি সিং-এর ডোগরা সেনা, আর এস এস কর্মী, হিন্দু মহাসভার কর্মী, কংগ্রেস নেতা, পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী হিন্দু এবং শিখদের যোগসাজশে জম্মুতে ব্যাপক মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালানো হলেও প্রতিক্রিয়া হিসাবে কাশ্মীর প্রদেশের মুসলিমরা একজন কাশ্মীরী পন্ডিতকেও হেনস্থা করেনি, হত্যা দূরে থাক। সেই সময়ে কাশ্মীরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল সম্পূর্ণ অটুট। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ক্ষমতালোভী মহারাজা হরি সিং-কে সঙ্গে নিয়ে হিন্দুত্ববাদী সঙ্ঘ পরিবার এবং হিন্দু মহাসভা ব্যাপক নিধনযজ্ঞ চালিয়ে, বিতাড়ন করে জম্মুর সংখ্যাগুরু মুসলিমদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করে জম্মুতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বর্তমানে সঙ্ঘ পরিবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে কাশ্মীর থেকে ৩৫(এ) এবং ৩৭০ তুলে দিয়ে তাদের পূর্বপরিকল্পিত, পূর্বরচিত বৃত্তই সম্পন্ন করলো কিনা সেকথা সময়ই বলবে।[৯]

সর্বোপরি পূর্ব পরিকল্পিতভাবে অবরোধ জারি করে কাশ্মীরকে নিজেদের দখলে নিতে চায় ভারত। আর সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে ভারতের বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার। স্বাধীনচেতা কাশ্মীরীদের দমিয়ে যে কোনভাবে কাশ্মীরকে দখল করাই তাদের মূল লক্ষ্য। হে আল্লাহ! তুমি কাশ্মীরকে যালেমদের হাত থেকে রক্ষা কর- আমীন!

[লেখক : সম্পাদক, মাসিক হারাবতী ও প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, জয়পুরহাট যেলা]

৬. *The forgotten Poonch uprising of 1947 by Christopher Snedden.*

৭. *The killing field of Jammu- How muslims become a minority in the region, by Saeed Naqvi, Scroll.In.*
৮. *The Kashmir Dispute, 1947-2012 by A.G Noorani.*
৯. *Why Jammu Erupts by A.G Noorani, Frontline.*

কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস

-মুখতারুল ইসলাম

(৪র্থ কিস্তি)

(ঙ) মাসীহ মাওউদ তথা প্রতিশ্রুত মাসীহ সম্পর্কে আক্বীদা :

মুহাম্মাদ (ছাঃ) মাসীহ সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, সেই মোতাবেক মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীই হ'ল প্রকৃত মাসীহ মাওউদ। কাজেই সাধারণভাবে সকল মানবজাতি এবং বিশেষ করে মুসলমানদের কর্তব্য হ'ল তার অনুসরণ করা এবং তার প্রতি বিশ্বাস রাখা। নাঊযুবিল্লাহ।

এ সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদাগুলি নিম্নরূপ :

১. ভণ্ডনবী কাদিয়ানী বলে, আমি ঐ আল্লাহ্র শপথ করছি যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং ঐ আল্লাহ্র শপথ যার উপর অভিশপ্তগণ ব্যতীত আর কেউই অপবাদ রটায় না। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আমাকে প্রতিশ্রুত মাসীহ বানিয়েছেন *(গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ঘোষণাবলীর সমষ্টি, ১০ম খণ্ড, ১৮ পৃ.)*।[১]

২. সে বলে, আমার দাবী হ'ল, আমি ঐ প্রতিশ্রুত মাসীহ যার সম্পর্কে সমুদয় আসমানী কিতাবে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি শেষ যামানায় আত্মপ্রকাশ করবেন।[২]

৩. সে আরও বলেছে, তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমিই ঐ মারইয়াম পুত্র ঈসা যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর আমি কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষক পাইনি। এটাই আমার এবং মারইয়াম পুত্র ঈসার মধ্যকার সামঞ্জস্য, যিনি পিতাবিহীন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যেমন আমি আধ্যাত্মিক পিতা বিহীন জন্মগ্রহণ করেছি *('ইযালাতুল আওহাম' ৬৫৯ পৃ.)*।[৩]

৪. অন্যত্র সে বলেছে, বড় বড় ওলীগণের কাশফ এ কথার উপর একমত যে, মাসীহ চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আত্মপ্রকাশ করবেন। এ সময় অতিক্রান্ত হবে না। এটা স্পষ্ট কথা যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে আমি ব্যতীত আর কেউই এ পদের জন্য ঘোষণা দেয়নি। এ জন্য আমিই প্রতিশ্রুত মাসীহ (তার দাবীর পক্ষে কি আশ্চর্য ধরনের প্রমাণ!) *(গোলাম কাদিয়ানীর 'এযালাতুল আওহাম' ৬৮৫ পৃ.)*।[৪]

৫. অন্যত্র সে বলেছে, 'আমি এ দাবী করিনি যে, আমি প্রতিশ্রুত মাসীহ এবং আমার পরে কোন মাসীহ আসবেন না; বরং আমি বিশ্বাস করি এবং একথা বার বার বলছি যে, আমার পরে এক মাসীহ নয় বরং হাযার হাযার মাসীহের আগমন ঘটতে পারে' *(গোলামের 'ইযালাতুল আওহাম' ২৯৬ পৃ.)*।[৫]

পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর বলেন, এ ধরনের দিশেহারা আচরণ ও পদস্খলন দ্বারা কাদিয়ানীদের উদ্দেশ্য হ'ল সরলমনা মুসলমানদের প্রতারিত করা। গোলাম আহমাদ এমন ব্যক্তি যার অন্তঃসারশূন্য সস্তা দাবীদাওয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করাও অন্যায়। তার পরস্পরবিরোধী উক্তিসমূহই তার দাবীদাওয়াকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য যথেষ্ট।[৬]

কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা এ ব্যাপারে তার আনুমানভিত্তিক মিথ্যা প্রলাপ ও অমূলক উক্তিসমূহ উল্লেখ করে একটা জ্ঞান সম্মত আলোচনা করতে চাই। যাতে আমরা প্রত্যেক সন্দেহ পোষণকারী ও সুযোগ সন্ধানীর মিথ্যাচারের মূলোৎপাটন করতে পারি। এতে সন্দেহ নেই যে, রাসূল (ছাঃ) প্রতিশ্রুত মাসীহের আগমনের সংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর গুণাবলী ও ব্যক্তিত্বকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। যাতে শয়তান তার অনুসারীদেরকে নিয়ে খেলা করতে না পারে।[৭]

১. রাসূল (ছা.) প্রতিশ্রুত মাসীহের গুণাবলী তুলে ধরে বলেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا– অর্থাৎ ঐ আল্লাহ্র শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! অচিরেই মারইয়াম পুত্র ন্যায়বিচারক শাসকরূপে তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশ চূর্ণ-বিচূর্ণ করবেন এবং শুকর হত্যা করবেন। তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন এবং ধন-সম্পদ এত অধিক হবে যে কেউই তা গ্রহণ করবে না। এমনকি তখন একটি মাত্র সিজদা পৃথিবী ও তার মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম হবে।[৮]

২. রাসূল (ছা.) বলেন, إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِىَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ وَنَفَسُهُ

১. ইহসান ইলাহী যহীর, আল-কাদিয়ানিয়াহ : দিরাসাত ওয়া তাহলীল, পৃ. ১৯৯।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০০।
৬. তদেব ।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।
৮. বুখারী হা/৩৪৪৮, ১৬০০; মুসলিম হা/১৫৫; বায়হাক্বী হ/১৮৩৯৫; মিশকাত হা/৫৫০৫।

يَنْتَهِى حَيْثُ يَنْتَهِى طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ

'মারইয়াম পুত্র মাসীহকে যখন আল্লাহ তা'আলা পাঠাবেন, তখন তিনি দামেশকের পূর্ব প্রান্তের সাদা মিনারের নিকট দু'টি হলুদ বর্ণের চাদর পরিধান করে এবং দু'জন ফেরেশতার ডানার উপর হাত দু'টি রেখে অবতরণ করবেন। যখন তিনি মাথা ঝুঁকাবেন তখন ফোঁটা ফোঁটা ঘাম তাঁর শরীর থেকে গড়িয়ে পড়বে। যখন মাথা উঠাবেন তখন তা থেকে মুক্তা ঝরবে। কোন কাফের তাঁর নিঃশ্বাসের গন্ধ পেলেই মৃত্যুবরণ করবে। তাঁর দৃষ্টি যত দূর পর্যন্ত যায় তত দূর পর্যন্ত তার নিঃশ্বাসও পৌঁছাবে। তিনি দাজ্জালকে সন্ধান করতে থাকবেন। অবশেষে দাজ্জালকে ধাওয়া করে 'লুদ' নামক প্রবেশ দ্বারে হত্যা করবেন'।[৯]

৩. রাসূল (ছা.) অন্যত্র বলেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا অর্থাৎ ঐ আল্লাহ্র কসম যার হাতে আমার প্রাণ, ইবনে মারইয়াম 'রাওহা' নামক স্থান অতিক্রমকালে পথিমধ্যে হজ্জ অথবা ওমরা কিংবা উভয়টির অবস্থায় আবির্ভূত হবেন।[১০]

৪. রাসূল (ছা.) অন্যত্র বলেন, الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِى وَبَيْنَهُ نَبِىٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلاً مَرْبُوعاً إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الإِسْلاَمِ فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِى زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِسْلاَمَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِى زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ وَتَقَعُ الأَمَنَةُ عَلَى الأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الأُسُودُ مَعَ الإِبِلِ وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لاَ تَضُرُّهُمْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ– অর্থাৎ নবীগণ একে অন্যের বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু দ্বীন হ'ল এক। আমি মারইয়াম পুত্র ঈসা (আ.)-এর অধিকতর নিকটবর্তী। কারণ তাঁর ও আমার মাঝখানে আর কোন নবী নেই এবং অবশ্যই তিনি অবতরণ করবেন। যখন তোমরা তাঁকে এ সকল লক্ষণ দ্বারা চিনে নিবে; তিনি মধ্যম অবয়ব বিশিষ্ট ও লাল মিশ্রিত সাদা রঙ্গের হবেন। তাঁর মাথা থেকে যেন ফোটা ফোটা হয়ে পানি পড়বে, যদিও তাতে পানি লাগেনি। তিনি ক্রুশ চূর্ণ-বিচূর্ণ করবেন এবং জনগণকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবেন। তাঁর সময়েই আল্লাহ পাক মাসীহ দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। পৃথিবীতে নিরাপত্তা বিরাজ করবে। এমনকি উটের সহিত বাঘ, গরুর সহিত চিতাবাঘ এবং বকরীর সহিত নেকড়ে বাঘ বিচরণ করবে। শিশুরা সাপ নিয়ে খেলা করবে অথচ ওরা তাদের কোন ক্ষতি করবে না। তিনি পৃথিবীতে চল্লিশ বৎসর কাল অবস্থান করবেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং মুসলমানগণ তাঁর জানাজার নামাজ পড়ে তাঁকে দাফন করবেন।[১১]

৫. রাসূল (ছা.) আরো বলেন, يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ، فَيَتَزَوَّجُ، وَيُولَدُ لَهُ، وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يَمُوتُ، فَيُدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِي، فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ–

৯. মুসলিম হা/২৯৩৭, ১১০; তিরমিযী হা/২২৪০; আবুদাউদ হা/৪৩২১; ইবনু মাজাহ হা/৪০৭৫; মিশকাত হা/৫৫০৫।
১০. মুসলিম হা/১২৫২; আহমাদ হা/৭২৭১।
১১. আহমাদ হা/৯২৫৯, ৯৬৩০; ইবনু হিব্বান হা/৬৮১৪, ৬৮২১; মুসতাদরাকে হাকেম হা/৪১৬৩।

অর্থাৎ মারইয়াম পুত্র ঈসা (আ.) পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তারপর তিনি বিবাহ করবেন এবং তার সন্তান-সন্ততিও হবে। ৪৫ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবে। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং আমার সাথে আমার কবরেই তাঁকে দাফন করা হবে, আমার সাথেই তাকে কবর দেওয়া হবে। আর আবু বকর (রা.), ওমর (রা.)-এর সাথে আমি ও ঈসা (আ.) ক্বিয়ামতের মাঠে হাযির হব।[১২]

ইহসান ইলাহী যহীর বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) এ সমস্ত হাদীছে প্রতিশ্রুত মাসীহের গুণাবলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি কে হবেন? কোথা হ'তে আসবেন, কোথায় থাকবেন কেমন করে থাকবেন, তাঁর সময় কি কি সংঘটিত হবে, স্বয়ং তিনি কি করবেন, পৃথিবীতে কয়দিন অবস্থান করবেন এবং কোথায় সমাধিস্থ হবেন?-ইত্যাদি সবকিছু।[১৩] পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পবিত্র ও সত্যবাণীর পরে আর কোন কথা থাকতে পারে না। তবুও গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নির্লজ্জভাবে মিথ্যাচার করেছে। অথচ হাদীছের বর্ণনার সাথে তার বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নেই।[১৪]

(চ) জিহাদ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের আক্বীদা

শিরক-কুফর, ঈমান-তাগুত, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে জিহাদ মুসলমাদের মূল প্রেরণা, যা তাদের বুনিয়াদী শক্তিস্থল। আর সেটিকে ধ্বংস করতে পারলেই সাম্রাজ্যবাদীদের বিজয় ঠেকায় কে? তাই তারা মুসলমানদের জিহাদী শক্তিকে মূলোৎপাটন করতে নিরন্তর কোশেশ করে। তারা তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে বেছে নেয় ভন্ড কাদিয়ানী নবী গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মত স্বার্থপরকে।

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর বলেন, এটা প্রমাণিত সত্য যে, কাদিয়ানীর নবুঅত দাবীর পিছনে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ হাত ছিল। এখান থেকে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম শক্তিকে খর্ব করা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে মুসলমানদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করা, আর জিহাদ রহিত করা। কেননা সাম্রাজ্যবাদীরা ইসলামের জিহাদের আক্বীদাকে সর্বাধিক ভয় করে। কারণ জিহাদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে তারা অবগত। ক্রুসেডের যুদ্ধ চলাকালে তারা এ আক্বীদা থেকে নির্গত উক্ত দু'টি বিষয় ভালভাবেই আঁচ করতে পেরেছে। এজন্য ইংরেজ খ্রিষ্টান উপনিবেশবাদীরা তাদের নিয়োগকৃত মিথ্যা নবীকে মুসলমানদের অন্তর হ'তে এ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করতে এবং এখন থেকে ইসলামে জিহাদ নেই, এই নতুন আক্বীদা সৃষ্টি করতে নির্দেশ দেয়।[১৫]

এ সম্পর্কে তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ নিম্নরূপ :

১. মিথ্যাবাদী ভণ্ডনবী বলে, 'আল্লাহ তা'আলা ধীরে ধীরে জিহাদের কঠোরতা হ্রাস করে দিয়েছেন। মুসা (আ.)-এর যুগে শিশুদের হত্যা করা হ'ত এবং মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর যুগে শিশু, নারী ও বৃদ্ধদেরকে হত্যা করা রহিত করা হয়। অতঃপর আমার যুগে জিহাদের হুকুমকে একেবারে রহিত করে দেয়া হয় *(গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর 'আরবাঈন' ৪ নম্বর ১৫ পৃ.)*।[১৬]

২. সে আরও বলে যে, 'আজ তরবারী দ্বারা জিহাদ রহিত হয়ে গেল, আজকের পর আর জিহাদ নেই। অতএব যে ব্যক্তি কাফেরদের উপর অস্ত্রধারণ করবে এবং নিজেকে গাযী বলে অভিহিত করবে, সে রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর বিরোধী বলে গণ্য হবে, যিনি তের শতাব্দী পূর্বে ঘোষণা দিয়েছেন যে, মসীহে মাওউদের সময় জেহাদ রহিত হয়ে যাবে। সে আরও বলে আমিই মসীহে মাওউদ। এখন আমার প্রকাশ পাওয়ার পর কোন জিহাদ নেই। তাই আমরা সন্ধি ও নিরাপত্তার পতাকা উত্তোলন করব *('আরবাঈন' ৪৭ পৃ.)*।[১৭]

৩. সে আরো বলে, তোমরা এখন জিহাদের চিন্তা ছেড়ে দাও। কেননা ধর্মের জন্য যুদ্ধ করা হারাম করে দেয়া হয়েছে। ইমাম মসীহ এসে গেছেন এবং আসমান থেকে আল্লাহ্র নূর অবতীর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং জিহাদ আর নেই। বরং যে ব্যক্তি এখন আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে, সে আল্লাহ্র শত্রু এবং নবীর আদেশ অমান্যকারী। *(কাদিয়ানীর 'তাবলীগে রেসালত', ৪র্থ খণ্ড ৪৯ পৃ.)*।[১৮]

৪. কাদিয়ানী ম্যাগাজিন 'রিভিউ অব রিলিজিউন্স'-এর সম্পাদক মুহাম্মাদ আলী[১৯] লিখেছে, ইংরেজ সরকারের

১২. মিশকাত হা/৫৫০৮; হাদীছটি ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযী (রহ.) তাঁর 'কিতাবুল ওফাতে' সংকলন করেছেন; ইমাম বুখারী মাওকূফ সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবন সালাম থেকে 'ফীত তারীখিল কাবীর'-এ ১/২৬৩ পৃ. হাদীছটি উল্লেখ করেছেন; তিরমিযী হা/৩৬১৭। ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান গারীব বলেছেন। উল্লেখ্য যে, শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩ ।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

১৬. তদেব ।

১৭. তদেব ।

১৮. তদেব ।

১৯. মুহাম্মাদ আলী লাহোরী কাদিয়ানী আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করে। অতঃপর উপযুক্ত কোন কাজ কর্ম না পেয়ে সে বেকার অবস্থায় দিন কাটাতে থাকে। অবশেষে সাম্রাজ্যবাদীরা তাকে শিকার করে নেয় এবং তার দ্বীন ঈমান ক্রয় করে তাদের এজেন্ট বিশ্বাসঘাতক ভণ্ডনবী মিথ্যাবাদী কাদিয়ানীর নিকট সোপর্দ করে, যাতে সে তার সাথে মিলিত হয়ে একসঙ্গে কাজ করে এবং ইসলাম ধর্ম ধ্বংস করতে, মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসে সন্দেহ সৃষ্টি করতে ও তাদের মধ্যে ফিৎনার বীজ বপন করতে তাকে সাহায্য করে। তার জন্য বড় অঙ্কের বেতন নির্ধারণ করা হয়। যার পরিমাণ ঐ সময়ে দুই শত টাকার অধিক ছিল। তখনকার দিনে কোন ব্যক্তি বেতন রূপে পঞ্চাশ টাকা পেলে তাকে আমীর বলে গণ্য করা হ'ত। উল্লেখ্য যে, গোলাম আহমাদ যে মুহাম্মাদ আলীর সর্দার ও নেতা ছিল সে তার নবুঅতের দাবীর পূর্বে মাসিক মাত্র পনেরো টাকা বেতনরূপে গ্রহণ করত। এত বড় অঙ্কের টাকা সে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। সুতরাং সে ভণ্ডনবী কাদিয়ানীর সহিত মিলিত হয়ে ইসলামের ইমারতে ছিদ্র করার কাজে রত হয়ে পড়ল এবং মির্জার প্রয়োজনীয় ভিত্তিহীন ও বাতিল মতবাদ তাকে জোগান দিতে থাকে। এমনিভাবে তাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের গুপ্তচররূপে তৈরী করা হ'ল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা অত্যন্ত ধূর্ত ও বিপদজনক লোক ছিল।

কর্তব্য হ'ল কাদিয়ানীদের অবস্থা অনুধাবন করা। কেননা আমাদের ইমাম তার জীবনের বাইশটি বছর লোকজনকে শুধু এ শিক্ষা দিতে ব্যয় করেছেন যে, জিহাদ হারাম এবং অকাট্য হারাম। শুধু ভারতেই তিনি এ শিক্ষা প্রচার করে ক্ষান্ত হননি, বরং তা মুসলিম দেশ সমূহে যথা আরব, সিরিয়া, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশে প্রচার করেছেন *('রিভিউ অব রিলিজিউন্স' ২নম্বর ১৯০৪ খ্রি.)*।[২০]

৫. ভণ্ড কাদিয়ানী বলে, নিশ্চয়ই এ কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলমানদের অন্তর থেকে জিহাদের অপবিত্র আক্বীদার মূলোৎপাটন করতে দিবারাত্রী চেষ্টা চালিয়ে যাবে *(সরকারের প্রতি গোলাম আহমাদের আবেদনপত্র যা 'রিভিউ অব রিলিজিউন্স' অন্তর্ভুক্ত ৫ নম্বর ১৯২ খ্রি.)*।

৬. সে আরও স্পষ্ট করে বলছে, দীর্ঘ সতের বছর ধরে আমার অনবরত ভাষণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আমি মনে প্রাণে ইংরেজ সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান। সরকারের আনুগত্য ও মানুষের ভালোবাসা হ'ল আমার বিশ্বাস। এটাই আমার আক্বীদা, যা আমার অনুসারী ভক্তগণের জন্য বায়'আতের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমি এ আক্বীদাকে বায়'আতের শর্তাবলী সম্পর্কীয় পুস্তিকায় চতুর্থ বিষয়ের আওতায় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি, যা আমার ভক্ত ও অনুসারীগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে *(গোলাম কাদিয়ানীর 'যমীমাতু কিতাবুল বারিয়াহ' পরিশিষ্ট, ৯ পৃ.)*।[২১]

৪. কাদিয়ানীদের খলীফা গোলাম আহমাদের পুত্র লিখেছে যে, মসীহে মাওউদ (গোলাম) ইংরেজ সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত তাকে বায়'আতের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি সরকারকে অমান্য করবে এবং তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করবে এবং তার নির্দেশাবলী বাস্তবায়িত করবে না, সে আমাদের জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নয় *(মাহমুদ আহমদ রচিত 'তুহফাতুল মুলূক' ১২৩ পৃ.)*।[২২]

কেননা তারা গোলাম আহমাদের মাথায় নবুঅতের মুকুট পরানোর পর একথা অনুভব করল যে, তার পাশে আধুনিক ও অন্যান্য শিক্ষায় সুদক্ষ কিছু লোক জড় করা প্রয়োজন, যারা সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে ফিৎনা ছড়াতে পারে। আর তাদেরই একজন ছিল মুহাম্মদ আলী। গোলাম আহমাদ সাম্রাজ্যবাদীদের ইঙ্গিতে তার জন্য একটি মাসিক ম্যাগাজিন 'রিভিউ অব রিলিজিউন্স' প্রকাশ করল। যার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থী ও আধুনিক সংস্কৃতির অধিকারীদের মধ্যে ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা প্রচার করা। আর এটা তার হাতেই সোপর্দ করা হ'ল। কোন এক কাদিয়ানী লেখক উল্লেখ করেছে যে, 'রিভিউ অব রিলিজিউন্স' একটি মাসিক ম্যাগাজিন। মুকাদ্দাস (গোলাম) তার চিন্তাধারা ও শিক্ষা-দীক্ষা পৃথিবীতে ছড়াবার জন্য এটা প্রকাশ করেছেন। আর উস্তাদ মুহাম্মাদ আলী লাহোরীকে এর প্রধান সম্পাদক নিয়োগ করেছেন (মুহাম্মাদ ইসমাঈল কাদিয়ানীর 'আন-নাজবাতু আলা আজবিবাতিত তাহাররিয়াতিস সাবিকা লি মুহাম্মদ আলী' ৬৪ পৃ.), ইহসান ইলাহী যহীর, 'আল-কাদিয়ানিয়্যাহ : দিরাসাত ওয়া তাহলীল', পৃ. ২৪২।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।
২২. তদেব ।

পর্যালোচনা ও জবাব

কাদিয়ানীরা যে সমস্ত ঘৃণ্য আক্বীদা পোষণ করে তন্মধ্যে জিহাদকে রহিত করার ঘৃণিত আক্বীদা হ'ল অন্যতম। শায়খ বলেন, এ হ'ল তাদের জিহাদ ও বায়'আতের নমুনা। মূলতঃ গোলাম আহমাদ এগুলোর মাধ্যমে ইংরেজ প্রভুর খাঁটি বান্দা হ'তে চেয়েছে। মোটকথা কাদিয়ানীদের আক্বীদা হ'ল কাফের ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসা পোষণ করা।[২৩]

আল্লাহ ইহসান ইলাহী যহীর গোলাম আহমাদের এই আক্বীদা রদ করে বলেন, মুসলমানদের জিহাদ শুধু এই যুগে নয় বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত বজায় থাকবে। কোন মিথ্যুক কাফের তা রদ করার ক্ষমতা রাখে না। বরং গোলাম আহমাদ শুধু আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি মিথ্যাচার করেছে মাত্র। যেমন-

১. রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি বলেন, أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِى شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللَّهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ– 'মানুষের মধ্যে কে উত্তম? আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, সেই মুমিন মুজাহিদ উত্তম, যে নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে। ছাহাবীগণ বললেন, অতঃপর কে? তিনি বললেন, সেই মুমিন আল্লাহ্র ভয়ে যে পাহাড়ে কোন গুহায় অবস্থান নেয় এবং স্বীয় অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদ রাখে'।[২৪]

২. বিশ্বস্ত সত্যবাদী আল্লাহ্র রাসূল বলেন, الْجِهَادُ أَفْضَلُ الْعَمَلِ 'জিহাদ সর্বোত্তম আমল'।[২৫]

৩. রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ جَلَسَ فِى أَرْضِهِ الَّتِى وُلِدَ فِيهَا. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ. قَالَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ

২৩. তদেব ।
২৪. বুখারী হা/২৭৮৬, ৯৮৩; মুসলিম হা/১৮৮৮; তিরমিযী হা/১৬৬০; নাসাঈ হা/৩১০৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৮; আবুদাউদ হা/২৪৮৫।
২৫. বুখারী হা/১৫১৯,সম্ভবত শায়েখ মমার্থ দেখে হাদীছটি চয়ন করেছেন। হাদীছটির পূর্ণ ইবারত হলো- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ. قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ– আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, হজ্জ-ই মাবরূর বা মাকবূল হজ্জ (মুসলিম হা/৮৩)।

لِلْمُجَاهِدِينَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ- 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, ছালাত আদায় করল, রামাযানের ছিয়াম রাখল, সে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আল্লাহ্র দায়িত্ব হয়ে যায়। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দেব না? তিনি বলেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্ব সমপরিমাণ। তোমরা আল্লাহ্র কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হ'ল সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রাসূল (ছাঃ) এও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে রহমানের আরশ। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।[২৬]

৪. তিনি আরও বলেছেন, لَرَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ يَعْنِى سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلأَتْهُ رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا- 'আল্লাহ্র পথে এক সকাল বা এক বিকালের জিহাদ পৃথিবী ও তার মধ্যকার সকল বস্তু হ'তে উত্তম। বেহেশতের মধ্যে তোমাদের কারো ধনুকের পরিমাণ জায়গা অথবা চাবুক রাখার মত জান্নাতের জায়গা পৃথিবী ও উহার মধ্যকার সকল বস্তু হ'তে উত্তম। বেহেশতের কোন নারী যদি পৃথিবীর দিকে একবার উঁকি দেয়, তবে তার সকল বস্তুকে আলোকিত করে দেবে এবং সুগন্ধময় করে তুলবে। আর তাঁর মাথার ওড়না পৃথিবী ও উহার মধ্যকার সকল বস্তু হ'তে উত্তম।[২৭]

৫. রাসূল (ছাঃ) আরো বলেছেন, مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ 'আল্লাহ্র পথে কোন বান্দার দু'টি পা যদি ধুলা মিশ্রিত হয়, তবে একে দোজখের আগুন কখনও স্পর্শ করবে না'।[২৮]

(ক্রমশঃ)

২৬. বুখারী হা/২৭৯০, ৯৮৬; মুসলিম হা/১৮৮৪; নাসাঈ হা/৩১৩২; আহমাদ হা/৮৪০০।

২৭. বুখারী হা/২৭৯৬; মুসলিম হা/১৮৮০; তিরমিযী হা/১৬৫১; ইবনু মাজাহ হা/২৭৫৭, ২৭৫৬, ২৭৫৫; আহমাদ হা/১০২৭৫।

২৮. বুখারী হা/২৮১১, ১০০৪; তিরমিযী হা/১৬২২; নাসাঈ হা/৩১১৬; আহমাদ হা/১৪৯৯০।

মানব সেবায় এগিয়ে আসুন!

মাদক মুক্ত রক্তদান সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

(১) আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে মানুষের সবচেয়ে বেশী উপকার করে।

(২) আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল হ'ল কোন মুসলিমকে আনন্দিত করা অথবা তার কোন বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, অথবা তার ঋণ আদায় করে দেওয়া অথবা তার ক্ষুধা দূর করা।

(৩) আমার কোন ভাইয়ের সহযোগিতায় তার সাথে হেঁটে যাওয়া আমার নিকটে এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) এক মাস ই'তেকাফ করার চেয়েও প্রিয়।

(৪) যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করবে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। নিজের ক্রোধ কার্যকর করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা দমন করবে, ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তার হৃদয়কে সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দিবেন।

(৫) যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সাথে গিয়ে তার কোন প্রয়োজন মিটিয়ে দিবে, ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে যেদিন পুলছিরাতের উপরে সকলের পা পিছলে যাবে, সেদিন আল্লাহ তার পা সুদৃঢ় রাখবেন।

(৬) সিরকা যেমন মধুকে নষ্ট করে দেয়, মন্দ আচরণ তেমনিভাবে মানুষের সৎকর্ম সমূহ বিনষ্ট করে দেয়'।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৩৭০৮, ছহীহুত তারগীব হা/২৬২৩)।

আল-'আওন (স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)
মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩
Facebook Page : আল-'আওন

ড. ছালেহ আল-ফাওযান

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

ড. ছালেহ ফাওযান (৮৪) একজন প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান এবং সঊদী আরবের স্থায়ী শরী'আহ বোর্ডের একজন উচ্চ পদস্থ বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রকৃত নাম ছালেহ ইবনুল ফাওযান ইবনু আব্দুল্লাহ, ছালেহ ইবনুল ফাওযান আল-ফাওযান। তবে তিনি ছালেহ আল-ফাওযান নামে অধিক পরিচিত। তাঁর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ফতোয়া অন লাইন থেকে জানা যায় যে, তিনি আশ-শামাসীয়াহ বংশের ফাওযান গোত্রের ব্যক্তি হিসাবে তাকে ফাওযান বলা হয়।

ড. শায়খ ছালেহ বিন ফাওযান (হাঃ) আল-কাছীম অঞ্চলের বুরায়দাহ শহরের নিকটবর্তী শামাসীয়ার অধিবাসী। তিনি ১৯৩৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১লা রজব ১৩৫৪ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট থাকতেই তাঁর পিতা মারা যান। অতঃপর তিনি ইয়াতীম অবস্থায় স্বীয় পরিবারে প্রতিপালিত হন। শহরের মসজিদের ইমামের নিকট তিনি কুরআন শিক্ষা করেন। শামাসিয়ায় ১৩৬৯ হিজরী সালে যখন সরকারী মাদরাসা চালু করা হয়, তখন তিনি সেখানে ভর্তি হন। অতঃপর বুরায়দা শহরস্থ ফয়ছালীয়া ইবতেদায়ী মাদরাসায় ১৩৭১ হিজরী সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এ সময় তাঁকে ইবতেদায়ী মাদরাসায় শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। অতঃপর বুরায়দাতে ১৩৭৩ হিজরী সালে যখন ইসলামিক ইন্সটিটিউট খোলা হয়, তখন তিনি তাতে ভর্তি হন। ১৩৭৩ হিজরী সালে তিনি এখানে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি রিয়াদের মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কুল্লীয়া শারী'আহ বা শরী'আহ বিভাগে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৩৮১ হিজরী সালে লিসান্স ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর তিনি একই প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামী ফিক্হের উপর এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন এবং একই বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীও অর্জন করেন।

কর্ম জীবন :

শরী'আহ বিভাগ থেকে ডিগ্রী অর্জন করার পর তিনি রিয়াদস্থ ইসলামিক ইন্সটিটিউটে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। অতঃপর তাঁকে শরী'আহ কলেজের শিক্ষক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। অতঃপর তাঁকে ইসলামী আকীদাহ বিভাগের উচ্চতর শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। কিছুদিন সেখানে শিক্ষকতার পর তিনি আইন ও বিচার বিষয়ক উচ্চতর ইন্সটিটিউটে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং সেখানকার প্রধান নিযুক্ত হন।

সর্বশেষ তাঁকে ইসলামী গবেষণা ও ফতোয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটির সদস্য নিয়োগ করা হয়। বর্তমানে তিনি এই পদেই বহাল রয়েছেন।

এছাড়াও তিনি সঊদী আরবে সিনিয়র ওলামায়ে কেরামের পরিষদ هيئة كبار العلماء-এর সদস্য, রাবেতার পরিচালনাধীন ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর সদস্য, ইসলামী গবেষণা ও ফতোয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটির সদস্য, হজ্জ মৌসুমে দাঈদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সদস্য এবং রিয়াদ শহরের মালায এলাকার আমীর মুতইব বিন আব্দুল আযীয আল-সঊদ জামে মসজিদের ইমাম, খতীব ও শিক্ষক। তিনি সৌদি আরব রেডিওতে نور على الدرب নামক প্রোগ্রামে শ্রোতাদের প্রশ্নের নিয়মিত উত্তর প্রদান করেন।

এছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি, গবেষণা, অধ্যয়ন, পুস্তিকা রচনা, ফৎওয়া প্রদান করাসহ বিভিন্নভাবে ইলম চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। এগুলো একত্র করে কতিপয় পুস্তকও রচনা করা হয়েছে। তিনি মাস্টার্স ও ডক্টরেট শ্রেণীর ছাত্রের বেশ কিছু গবেষণাকর্মও তত্ত্বাবধায়ন করেছেন।

তাঁর শিক্ষকমণ্ডলী :

তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন শায়খ আব্দুর রাহমান বিন নাছের আস-সা'দী, শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, শায়খ আব্দুল্লাহ বিন হুমায়েদ, শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন শানক্বীতী, শায়খ আব্দুর রাযযাক আফীফী, শায়খ ছালেহ বিন আব্দুর রাহমান আসু সুকাইতী, ৭. শায়খ ছালেহ বিন ইবরাহীম আল-বুলাইহী, শায়খ মুহাম্মাদ বিন সুবাইল, শায়খ ইবরাহীম বিন উবাইদ, শায়খ হামুদ বিন উকালা আশ শু'আইবী প্রমুখ। এছাড়াও আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শায়খের কাছ থেকে তিনি হাদীছ, তাফসীর এবং আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন।

তাঁর ছাত্রগণ :

তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হ'লেন শায়খ ড. আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আস-সাদহান, শায়খ আলী বিন আব্দুর রাহমান আশ-শিবিল, শায়খ ছাগীর বিন ফালেহ আছ-ছাগীর, মাসজিদুল হারামের ইমাম শায়খ আব্দুর রাহমান বিন সুদাইস, মসজিদে নববীর ইমাম শায়খ আব্দুল মুহসিন আল কাসিম, শায়খ ছালেহ বিন ইবরাহীম আলুস শাইখ, শায়খ আয্যাম মুহাম্মাদ আল-শুআয়ইর। এছাড়াও তাঁর অনেক ছাত্র রয়েছে। তারা নিয়মিত তাঁর মজলিসে এবং নিয়মিত দারসগুলোতে অংশগ্রহণ করতেন।

লেখনীসমূহ :

তাঁর লিখিত গ্রন্থসংখ্যা অনেক। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল :

১. التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية (এটি ইলমে ফারায়েযের উপর রচিত। এটি তাঁর মাস্টার্স গবেষণাপত্র, যা এক খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে)।

২. أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية (ইসলামী শরী'আতে খাদ্যদ্রব্যের বিধিবিধান)।

৩. الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (এটি বাংলায় 'কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আকীদাহ সংশোধন' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে)।

৪. شرح العقيدة الواسطية (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম ইমাম শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রচিত 'আল আকীদাতুল ওয়াসেতীয়া'-এর ব্যাখ্যা এটি)।

৫. البيان فيما أخطأ فيه بعض الكتاب (এতে তিনি বিভিন্ন কিতাবের ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরেছেন)।

৬. مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة (আকীদাহ ও দাওয়া বিষয়ে শায়খের বিভিন্ন লেকচার এখানে জমা করে বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে)।

৭. الخطب المنبرية في المناسبات العصرية (যুগোপযোগী অনেক বিষয়কে একত্র করে জুম'আর খুৎবা হিসাবে লেখা হয়েছে। এটি দুই খন্ডে ছাপানো হয়েছে)।

৮. مجموع فتاوى في العقيدة والفقه (ফৎওয়া ও আকীদাহ বিষয়ক সংকলন)।

৯. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب (এটি শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহ.)-এর লিখিত কিতাবুত তাওহীদের ব্যাখ্যা)।

১০. الملخص الفقهي (ফিক্হের উপর লিখিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ)।

১১. إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان (রামাযান মাসের অনেকগুলো দারস এখানে জমা করা হয়েছে)।

১২. কিতাবুত তাওহীদ। এটি সৌদি আরবের স্কুলসমূহে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে।

১৩. الملخص في شرح كتاب التوحيد (এটি কিতাবুত তাওহীদের ব্যাখ্যা)।

১৪. شرح مسائل الجاهلية (এটি জাহেলী যুগের অনেক শিরক, কুফর এবং কুসংস্কারের প্রতিবাদে লিখিত হয়েছে)।

১৫. حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي (নবী (ছাঃ)-এর জন্মদিবস উপলক্ষে মীলাদ উদযাপনের হুকুম)।

১৬. الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة (ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান এবং মানবজীবনে তার প্রভাব)।

১৭. مجمل عقيدة السلف الصالح (সালাফদের আকীদাহ্র সংক্ষিপ্ত পরিচয়)।

১৮. حقيقة التصوف (ছুফীবাদের হাকীকত)।

১৯. من مشكلات الشباب (যুবকদের সমস্যা)।

২০. وجوب التحاكم إلى ما أنزله الله (আল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার-ফয়সালা করা আবশ্যক)।

২১. من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ)।

২২. دور المرأة في تربية الأسرة (পরিবার পরিচালনায় নারীর ভূমিকা)।

২৩. معنى لا إله إلا الله (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ব্যাখ্যা)।

২৪. شرح نواقض الإسلام (ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা)

২৫. التوحيد في القران (কুরআনুল কারীমে তাওহীদ)।

২৬. سلسلة وصايا وتوجيهات للشباب (যুবকদের জন্য কতিপয় ও নির্দেশনা ১-৪)।

তাঁর সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মন্তব্য :

সঊদী আরবে যেসব বিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ আলেম এখনো জীবিত আছেন তাদের মধ্যে শায়খ ছালেহ আল-ফাওযান একটি উজ্জ্বলতম নাম। বর্ণিত আছে যে, শায়খ বিন বায (রহ.)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হ'ল, আপনার পরে আমরা কার কাছে দ্বীনের বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব? জবাবে বিন বায (রহ.) বলেন, আপনারা ছালেহ আল-ফাওযানকে জিজ্ঞাসা করবেন।

এমনিভাবে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহ.)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হ'ল, 'আমরা আপনার পরে কাকে জিজ্ঞাসা করবো? তিনি জবাব দিলেন যে, আপনারা ছালেহ ফাওযানকে জিজ্ঞাসা করবেন। কেননা তিনি একজন ফকীহ এবং ধার্মিক'।

শায়খ আব্দুল্লাহ আল-গুদাইয়্যান প্রায়ই বলতেন, আপনারা দ্বীনের ব্যাপারে শায়খ ছালেহ আল-ফাওযানকে জিজ্ঞাসা করবেন। আল্লাহ যেন তাঁর আনুগত্যের উপর তাঁর বয়স বৃদ্ধি করেন, তাঁর শেষ পরিণাম যেন ভালো করেন এবং যেন হকের উপর তাঁকে টিকিয়ে রাখেন।

আল্লাহ রাব্বুল এই জ্ঞানতাপসকে হায়াতে তাইয়েবা দান করুন এবং ইলম থেকে আমাদেরকে ফায়দা হাছিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

দৃষ্টির হেফাযত : গুরুত্ব ও উপকারিতা

-আব্দুল মুহাইমিন

দৃষ্টি বা দর্শনশক্তি মহান আল্লাহ্‌র অপার দান, যা মানুষকে সঠিক বা বেঠিক রাস্তা প্রদর্শন করে থাকে। সঠিক পথের দিশা মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। কিন্তু যদি তা হয় বেঠিক বা অসত্য পথের দিশা, তবে তা মানুষকে চূড়ান্ত ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়। নিম্নে আমরা দৃষ্টিশক্তির সদ্ব্যবহার ও উপকারিতা বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব।

আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি লাভ :

দৃষ্টির হেফাযতের ব্যাপারে আল্লাহ বারাংবার আদেশ দিয়েছেন। দৃষ্টি তথা চোখকে অন্যায় অশ্লীলতা হ'তে অবনমিত রাখতে বলেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ– 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে' *(নূর ২৪/৩০)*। তাহলে দৃষ্টিশক্তি তথা চক্ষুকে নিম্নগামী করা আল্লাহ্‌র আদেশ। এই আদেশ পালনের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ :

চক্ষুকে অন্যায় ও অশ্লীলতা হ'তে হেফাযতের মাধ্যমে একজন মানুষ নিজেকে জাহান্নাম হ'তে বাঁচাতে পারে। এ ব্যাপারে হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثةٌ لا تَرَى أَعْيُنُهُمْ النَّارَ يَوْمَ القِيامَةِ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خشْيَةِ الله وعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ الله وَعَيْنٌ غَضَّتْ عن مَحارِمِ الله– 'আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তিন শ্রেণীর চক্ষু জাহান্নাম দর্শন করবে না (জাহান্নামে যাবেনা)- ১. যে চক্ষু আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করে। ২. যে চক্ষু আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাহারা দেয়। ৩. যে চক্ষু আল্লাহ্‌র হারামকৃত বস্তু হ'তে নিম্নগামী হয়'।[২৯]

জান্নাত লাভ :

জান্নাতে যাওয়ার ৬টি মাধ্যমের মধ্যে অন্যতম হ'ল দৃষ্টিশক্তি বা চক্ষুকে নিম্নগামী করার মাধ্যমে হেফাযত করা। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اضْمَنُوا لِى سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ– উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা আমাকে ৬টি বিষয়ের যিম্মাদারী দাও তাহ'লে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হয়ে যাব। আর তা হ'ল- ১. কথা বললে সত্য বলবে, ২. ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করবে। ৩. আমানত রাখা হলে তা পূর্ণরূপে আদায় করবে। ৪. লজ্জাস্থান হেফাযত করবে। ৫. চক্ষু নিম্নগামী করবে এবং ৬. হাতকে সংবরণ করবে।[৩০]

আল্লাহ্‌র পাকড়াও হ'তে মুক্তি লাভ :

দৃষ্টিশক্তির হেফাযতের মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহ্‌র দরবারে এর অপব্যবহারের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا– 'নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় প্রত্যেকটির বিষয়ে তোমরা (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে *(ইসরা ১৭/৩৬)*।

আল্লাহ আমাদের নে'মত স্বরূপ কর্ণ, চক্ষু, অন্তঃকরণ দান করেছেন তার পথে কাজে লাগানো জন্য। যে এর বিপরীত কাজে তা ব্যয় করবে নিশ্চয় আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন, যার হুঁশিয়ারী উপরোক্ত আয়াতে সুস্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয়েছে।

লজ্জাস্থানের হেফাযত :

লজ্জাস্থানের হেফাযত করা একটি মহৎ গুণ ও কষ্টসাধ্য কাজ, তা অর্জন করা যায় চক্ষুকে হেফাযতের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ–

'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে' *(নূর ২৪/৩০)*। এ আয়াতে আল্লাহ লজ্জাস্থান হেফাযতের পূর্বে দৃষ্টিকে অবনমিত করার আদেশ দেওয়ার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, লজ্জাস্থান সংরক্ষণের পূর্ব মাধ্যম হ'ল দৃষ্টিশক্তির সংরক্ষণ।

সৎচরিত্র অর্জন :

মুমিন সর্বদা সৎচরিত্রের অধিকারী হবে। আর সৎচরিত্র অর্জনের পূর্বশর্ত হ'ল দৃষ্টিশক্তির হেফাযত। দৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের চরিত্রের অধঃপতন নেমে আসে। কাজেই সৎচরিত্র

---

২৯. ত্বাবারানী, মু'জামুল কাবীর হা/১০০৩, ২০৪১০, ২৬৬১৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/ ২৬৭৩; তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১২৩১।

৩০. মুসনাদ আহমাদ হা/২২৭৫৭; মিশকাত হা/৪৮৭০; সিলসিলা ছহীহাহা/১৪৭০।

অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম বিষয় হলো দৃষ্টিশক্তির হেফাযত করা।

অন্তরের পরিশুদ্ধিতা অর্জন :

হারাম এবং অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের ফলে তা অন্তরে গেঁথে যায়। পরবর্তীতে মানুষ তার কল্পনা জগতের অবাস্তব পাপকে পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। এ ব্যাপারে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন পুরুষ যেন অন্য পুরুষের লজ্জাস্থান না দেখে অনুরূপ কোন নারী যেন অন্য নারীর লজ্জাস্থান না দেখে'।[৩১] কেননা সে তা দেখার পর তার অন্তর অন্যায় পরিকল্পনা করার মাধ্যমে পাপে লিপ্ত হবে।

চোখের যেনা হ'তে রক্ষা :

অন্যায় ও হারামের প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে চোখের যেনা সংঘটিত হয়। চক্ষুকে নিম্নগামী করার মাধ্যমে আমরা এরূপ ভয়াবহ পাপ হতে বাঁচতে পারি। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَالْعَيْنُ زِنْيَتُهَا النَّظَرُ- 'চোখের যিনা হল তা দিয়ে কিছু দর্শন করা'।[৩২] কাজেই দৃষ্টির হেফাযতের মাধ্যমে এই যেনা হ'তে বাঁচা যায়।

আমানতদারিতা ও বীরত্বের প্রতীক :

একজন মানুষের আমানতদারিতা ও বীরত্বের প্রকৃতি ফুটে উঠে তার দৃষ্টিশক্তির হেফাযতের মাধ্যমে। যে ব্যক্তি তার চোখের অপব্যবহার রোধ করতে পারে, সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রদত্ত চোখের আমানত যথাযথভাবেই আদায় করেছে এবং নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে অন্যায় হ'তে দৃষ্টিশক্তির হেফাযত করা যুদ্ধের চাইতে বড় বীরত্ব প্রদর্শন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ- 'অতঃপর মেয়ে দু'টির একজন বলল, হে পিতা! একে কর্মচারী নিযুক্ত করুন! নিশ্চয়ই আপনার কর্মসহায়ক হিসাবে সেই-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত *(ক্বাছাছ ২৮/২৬)*। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় যে, 'হযরত শু'আইব (আঃ)-এর একজন কন্যা মূসা (আঃ)-কে কাজের লোক হিসাবে নিযুক্তির ব্যাপারে সুফারিশ করে মুসা (আঃ)-এর বীরত্ব ও আমানতদারিতার গুণদ্বয় উল্লেখ করেছেন। তখন তার পিতা শু'আইব (আঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন, হে আমার কন্যা! তুমি কিভাবে তার বীরত্ব ও আমানতদারিতা জানতে পারলে? তখন সে উত্তর দিল যে, সে মুসা (আঃ) যখন আমাদের ছাগলগুলোকে কূপ হ'তে পানি উত্তোলন করে পান করাচ্ছিলেন তখন আমি তার বীরত্বের ব্যাপারে অবগত হই। আর সে আপনার পত্র তার হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত আমার প্রতি মাথা উত্তোলন করেনি এবং চলার পথে আমাকে পিছনে রেখে চলেছেন। এর মধ্যমে আমি তার আমানতদারিতা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তাই বলা যায় যে, দৃষ্টিশক্তির হেফাযত করা অবশ্যই আমানতদারিতা ও বীরত্বের প্রতীক।[৩৩] মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ 'তিনি জানেন তোমাদের চোখের চুরি ও অন্তরের লুকানো বিষয়সমূহ' *(মুমিন ৪০/১৯)*।

নবী-রাসূলগণ (আঃ) ও সালাফদের অন্যতম গুণ অর্জন :

যারা আমাদের পূর্বসূরী নেক ও সৎ ব্যক্তি ছিল তাদের গুণ ছিল সর্বদা দৃষ্টিকে হেফাযত করা। আর তারা তাদের নেক আমল ও আল্লাহর অনুগ্রহে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। তাই তাদের এই গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে আমরাও মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। একদা সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর নিকটে একজন মহিলা এসে কিছু প্রশ্ন করতে চাইলে তিনি তাকে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পর্দার সাথে প্রশ্ন করতে বললেন'।[৩৪]

অন্তর আলোকিত হওয়া : যারা অন্যায় ও অশ্লীলতা হ'তে তাদের দৃষ্টিকে হেফাযত করবে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে

---

৩১. তুহফাতুল আহওয়াযী হা/২৭৯৩; মুসলিম হা/৩৩৮; ইবনে মাজাহ হা/৬৬১।
৩২. বুখারী হা/৬২৪৩, ৬৬১২; মুসলিম হা/২৬৫৭; আবু দাউদ হা/২১৫২; আহমাদ হা/৮২১৫।
৩৩. নাসাঈ কুবরা হা/১১২৬৩, আবু ইয়ালা হা/২৬১৮, ফাযলু গায়্যিল বাছার, মুহাম্মাদ বারা ইয়াছিন; পৃ. ৪০. www.Alukah.net।
৩৪. যাম্মুল হাওয়া, আল্লামা ইবনু যাওযী (৫৯৭ হিঃ), পৃ. ১২১; তাহক্বীক মুস্তফা আব্দুল ওয়াহেদ।

আলোকিত করে দিবেন। শয়তান মানুষকে ধ্বংস করার জন্য যে কয়টি কাজকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন তন্মধ্যে দৃষ্টিশক্তি অন্যতম। প্রথমে শয়তান মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে দৃষ্টিশক্তি বিষের মত কাজে লাগায় এবং সবশেষে তাকে ধ্বংস করে।

একটি দুর্বল বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, 'দৃষ্টিশক্তি (চক্ষু) হ'ল ইবলিসের তীর সমূহের একটি অন্যতম তীর। কাজেই যে ব্যক্তি কোন সুন্দরী রমণী হ'তে তাঁর দৃষ্টিকে নিম্নগামী করল আল্লাহ তার অন্তরকে আলোকিত করে দিবেন।[৩৫]

অতএব অন্তরকে আল্লাহ প্রদত্ত নূরের আলোয় আলোকিত করতে হ'লে আমাদের সকলকে দৃষ্টিশক্তির হেফাযত করে চক্ষুকে নিম্নগামী করতে হবে।

অন্তরের খটকা, অশান্তি ও পাপ হ'তে মুক্তি লাভ :

চক্ষু যা দেখে অন্তর তা-ই বারবার চিন্তা করে ও তা নিয়ে ধোঁকায় নিপতিত হয়। কখনো এমন দৃশ্য চক্ষু দ্বারা আমরা দর্শন করি যা অন্তরের শক্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে বিষাদের ছায়ায় ঢেকে দেয়। আবার মনে নানা খটকার জন্ম দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলে এবং এর মাধ্যমে অন্তরের পাপে আমাদের ধাবিত করে। কাজেই এই সকল পাপ ও মনের খটকা হ'তে বাঁচতে হ'লে দৃষ্টিশক্তির হেফাযতের বিকল্প নাই।

অশ্লীলতার প্রসার রোধ :

আমরা হাযারো অশ্লীলতা উপভোগ করে থাকি। দৃষ্টিশক্তির যথাযথ হেফাযতের মাধ্যমে এই সকল অশ্লীলতা প্রসার রোধ করা যায়। যেনা-ব্যভিচার সহ এই ধরনের সকল পাপের জন্মদাতা হ'ল দৃষ্টির অপব্যবহার। কাজেই দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হ'লে এই সব অশ্লীলতার প্রসার রোধ সম্ভব হবে।

রাস্তার হক আদায় :

ইসলামে রাস্তায় চলাচলেরও বেশকিছু হক (করণীয়) রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হ'ল দৃষ্টিকে নিম্নগামী করা। হাদীছে এসেছে, তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক। তবে একান্ত ই বসতে হলে রাস্তার হক (করনীয়) আদায় করে বসবে। ছাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, وَمَا حق الطَّرِيق يَا رَسُول الله؟ قَالَ: غض الْبَصَر 'রাস্তার হক আবার কি হে আল্লাহ্র রাসূল? রাসূল (ছাঃ) বললেন, চক্ষুকে নিম্নগামী করা'।[৩৬]

অতএব, রাস্তায় চলাকালে আমাদের দৃষ্টি নিচু করে চলতে হবে যাতে কোন অনাকাংখিত বা অন্যায় বস্তু দেখতে না হয়।

তাযকিয়াতুন নাফস হাছিল :

তাযকিয়াতুন নাফস হ'ল অন্তরের পরিশুদ্ধিতা অর্জন। যাবতীয় পাপাচার ও অনর্থক কার্যাবলী হ'তে বেঁচে থাকার মাধ্যমে তা অর্জিত হয়। জান্নাত লাভের পূর্বশর্ত হ'ল তাযকিয়াতুন নাফস বা অন্তরের পরিশুদ্ধিতা অর্জন। আর তা অর্জনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হ'ল দৃষ্টির হেফাযত। আল্লাহ বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ- 'হে নবী, মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। এর মাধ্যমে তারা পরিশুদ্ধিতা লাভ করতে পারবে' *(নূর ১৭/৩০)*।

কাজেই তাযকিয়াতুন নাফসের বড় মাধ্যম হ'ল দৃষ্টির হেফাযত। আমাদের সকলের তা অর্জনের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া উচিত।

ক্বিয়ামতের দিনের বিপর্যয় হ'তে রক্ষা :

যারা দৃষ্টিশক্তির যথাযথ হেফাযত করবে তারা ক্বিয়ামাতের মাঠে ক্রন্দন (আযাব) হ'তে রক্ষা পাবে। এ মর্মে একটি দুর্বল বর্ণনায় এসেছে যে, ক্বিয়ামতের দিনে প্রত্যেক চক্ষু ক্রন্দন করবে তবে ঐ চক্ষু ব্যতীত যে চক্ষু আল্লাহ্র হারামকৃত বস্তুতে নিম্নগামী হয়ে যায়।[৩৭] তাই ক্বিয়ামতের ময়দানের ভয়াবহ আযাব হ'তে রক্ষা লাভের বিশেষ মাধ্যম হ'ল দৃষ্টিশক্তির হেফাযত।

আমল মযবুতকরণ :

একজন মুমিনের সফলতার মাধ্যম যেমন দৃষ্টির হেফাযত, তেমনি ঈমান ও আমলের মযবুতির প্রতিবন্ধকতা হ'ল দৃষ্টির অপব্যবহার। বিধায় দৃষ্টিশক্তির যথাযথ হেফাযতের মাধ্যমে মুমিনের আমল আরো সুদৃঢ় ও মযবুত হয়।

ইসলামের সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ :

ইসলামের চির শাশ্বত অন্যতম বিধান হল দৃষ্টির হেফাযত। এর মাধ্যমে ইসলামের সার্বিক সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাই এর মাধ্যমে মুমিন যেমন নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পারে তেমনি অন্যান্য ধর্মালম্বীদের নিকটে ইসলামের চিরন্তন ও শাশ্বত সৌন্দর্য তুলে ধরতে পারে। এর অন্যতম প্রমাণ হ'ল অনেক অমুসলিম যুবক ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছে।

উপসংহার :

সুনযর বা কুনযর মহান আল্লাহ্র দৃষ্টির বাইরে নয়। কাজেই দৃষ্টির হেফাযতের উপকারিতা সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেককেই গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং আমাদের প্রাত্যহিক যিন্দেগীতে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন- আমীন।

[লেখক : সাধারণ সম্পাদক, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী কলেজ শাখা]

৩৫. গায্যুল বাছার, শায়খ নেদা আবু আহমাদ, পৃ. ১৬ .www.Alukah.net)।
৩৬. বুখারী হা/৬২২; মুসলিম হা/২১২১; মিশকাত হা/৪৪৩৩।
৩৭. যাম্মুল হাওয়া, ইবনুল জাওযী, পৃ. ১৪১. www.Alukah.net.

ইসলাম আমাকে অপরাধ-জীবন থেকে রক্ষা করেছে

নীল চোখের শ্মশ্রুমণ্ডিত প্রৌঢ়-ব্যক্তি। নাম রবি মায়েস্ত্রেসি। আট বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এর আগে তার জীবন কেটেছে অপরাধ-জগতের অন্ধকারে। নতুন জীবনে তার অভিষেক কেমন ছিল, পরবর্তীকালে কোনো বিপত্তির মুখোমুখি হয়েছেন কিনাএসব নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বহু সাংস্কৃতিক ও বহুভাষিক সংবাদমাধ্যম এসবিএসডটকম.এইউর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করেছেন। সেই আলোচনার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।

জন্ম ও বেড়ে ওঠা

আমার জন্ম ১৯৮১ সালে। অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে। আমার যখন সাত বছর বয়স, তখন আমরা আমেরিকায় চলে যাই। তখন আমার বাবা-মা আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। তবে কিছুদিন পর মা পুনরায় বিয়ে করেন।

আমরা নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সিতে থাকতাম। আশ্চর্যজনক হ'লেও সত্য যে, তখন টিভিতে দেখা অভিনয়ের মত কিছু ঘটেছিল। ছোট ছেলে-মেয়েরা সবাই কেমন ক্ষিপ্ত-মাতাল ও উন্মত্ত হয়ে যাচ্ছিল। এটি হয়ত আমার জন্য অনেক আনন্দের ছিল। তবে ভুল ধরনের আনন্দ ছিল।

ধর্ম আমার বেড়ে ওঠার অংশ ছিল। এখনো মনে পড়ে, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন মা আমাকে প্রার্থনা করতে উৎসাহ দিতেন। তিনি আমাকে গির্জায় নিয়ে যেতেন। কখনো আমরা ক্যাথলিক কোনো গির্জার কাছে যেতাম। আবার কখনো পেন্টিকোস্টালে যেতাম। তবে আমি যুবক থাকাকালীন প্রার্থনা করা বা এর বাইরে কিছু নিয়ে ভেবেছি, এমন কথা মনে করতে পারছি না।

রবি মায়েস্ত্রেসি বলেন, আমার যখন ১৬ বছর বয়স, তখন আমরা অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে আসি। একদিন মা আমাকে বললেন, আমরা ছুটি কাটাতে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছি। কিন্তু টিকিটে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল যে, এটা শুধু যাওয়ার টিকিট। মা বুঝতে পেরেছিলেন, আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়াই তার একমাত্র উপায়।

মন্দ-অপরাধের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া

অস্ট্রেলিয়ায় এসে কয়েক বছর আমি ঘোরাফেরা করি। আমার বন্ধুদের সঙ্গে আমেরিকায় ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। না পেরে খুব বেশি হতাশাগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ আমি এখানকার স্কুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সিস্টেম ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তালিকাভুক্তির ছয় মাসের মধ্যেই আমি বাদ পড়ি।

পরে মার্কেটিংয়ের একটি কাজ পেয়েছিলাম। ঘরে ঘরে গিয়ে কাজটি করতে হতো। কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই স্কুল ছেড়ে এ ধরনের কাজে লেগে গিয়েছিলাম। পরে একটি ব্যাংক ও সেন্টার লিঙ্কে কাজ করেছি। এই দুইটি ভালো কাজ ছিল। তবে মদ্যপান আমার জীবন-পটভূমিতে সবসময় ছিল। এছাড়া সাপ্তাহিক ছুটিতে বাইরে গিয়ে আমি পার্টি করতাম।

একটি বিষয় আমি পর্যবেক্ষণ করেছি, বিনোদনের জন্য আপনি যখন ড্রাগ নেবেন, তখন এগুলো আপনার জীবনে কিছু একটা ঘটিয়ে বসবে। পরে এগুলো বিনোদনমূলক আর থাকে না।

আমার সমস্যা ছিল যেখানে

২২ বছর বয়সে আমি বিয়ে করি। আমি আমার বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালীন সারাটা সময় ড্রাগ নিয়েছি। এমনকি যখন অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে, তখনও আমি মদপান করেছি। তখন আমি পুরো নাকাল হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিলো, আমি প্রচলিত জীবনে ব্যর্থ হয়েছি। জীবনটা ভালোভাবে উপভোগ করতে ও কাটাতে পারি না। ফলে মাদক ও অপরাধ আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এভাবে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। খারাপ, অসাধু কাজ ও অপরাধে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করতে থাকি। একসময় অপরাধ-জগতের উদাহরণ হয়ে উঠি। ড্রাগ-সম্পৃক্ত যেকোনো কিছুতে নিজেকে জড়ানো ছিল আমার জন্য স্বাভাবিক। সুন্দর ও আনন্দের জীবন কাটানো আমার জন্য অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। জীবন নিয়ে আমি তৃপ্ত ও খুশি হতে পারছিলাম না।

২০০৭ সালে আমি গ্রেফতার হই। মাদকসংক্রান্ত অপরাধের জন্য আমাকে ১০ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সত্যি কথা বলতে, সেই সময়টা আমার জন্য খুব ভালো ছিল।

গ্রেফতারের সময় আমার শরীর-স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। কারণ আমি টানা দুই-তিন রাত জেগে থাকতাম। কখনো এর চেয়ে বেশী হ'ত। পার্টি-ফূর্তি ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকতাম। ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করতাম না। কিন্তু যখন গ্রেফতার হলাম, তখন ঠিকমত খাবার ও ঘুম পেয়ে আবার সুস্থ হয়ে উঠতে এটি আমার জন্য আশীর্বাদ ছিল।

জেলজীবন আমার চোখ খুলে দেয়। কিন্তু যখন কারাগার থেকে বের হলাম, তখন আমি সরাসরি আগের অন্ধকার জগতে ফিরে যাই। সামান্য বিরতিও নেইনি। এক মুহূর্তও আমার মনে হয়নি যে, আমি এদের সঙ্গে চলিনি। কারণ এই লোকদের সঙ্গেই ঠিক আগে আমি একই ধরনের কাজ করে এসেছি।

পুরোনো অভ্যাস পরিবর্তন

কখনো আমার মতো মানুষদের জীবনে ভিন্নতা দেখা দেয়। খারাপ কাজে আসক্ত থাকার পর আমি হঠাৎ নিজের আধ্যাত্মিক যত্ন-চর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠি। নিজের ব্যক্তিত্ব ও আমার চরিত্রের প্রতি নজর দিতে শুরু করি। বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমি নিজের কাছে সবচেয়ে খারাপ রূপে পরিণত হয়েছি।

আমি পুরোনো অভ্যাসগুলো পরিবর্তন করতে শুরু করি। নিজের কাছে ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সৎ হয়েই এমনটা আরম্ভ করি। আমি গোল্ড কোস্টের ব্যাপটিস্ট গির্জায় যাওয়া-আসা শুরু করি। এই অঞ্চলের অভাবীদের পানাহার করানো সঙ্গে নিজেকে জড়িত করি। বৃহস্পতিবার দুপুরে খাবার রান্না করে তাদের জন্য নিয়ে যেতাম। এই জাতীয় কাজগুলো করে আমি বুঝতে পারছিলাম যে, নিজেকে পরিবর্তন করা এত কঠিন নয়। আমি চাইলে পরিবর্তন করতে পারব।

যেসব লোক ধর্মানুরাগী এবং সৎনিষ্ঠ কাজে জড়িত তাদের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করাটা আমার জন্য ভালো দিক ছিল। কেননা আমি ধর্মহীন যাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম, তারা একে অপরের প্রতি সত্যই খারাপ-মন্দ আচরণ করত। মাদকাসক্তি, মাদক বিক্রি, মাদক ও লেনদেন সংক্রান্ত কাজের জন্য একে অপরের আর্থিক এবং বিভিন্ন ক্ষতি করায় অভ্যস্ত ছিল। মূলত এটি ছিল নিকষ আঁধারির মাঝে আলো হারিয়ে যাওয়ার নামান্তর।

আমি ইশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী ছিলাম। কিন্তু ধর্মতাত্ত্বিকভাবে খ্রিস্টধর্মে আমি তৃপ্তি-সন্তুষ্টি বোধ করিনি। কিন্তু জীবনের অন্যদিকে আমি এমন ছিলাম যে, সর্বদা কুরআন পড়তে ও কোন একটি মসজিদে যেতে চাইতাম।

একদিন আমার খুব খারাপ দিন কাটছিল। তখন আমার মনে হয়েছিল, কারও কাছে আমার যাওয়া দরকার। এর কয়েক সপ্তাহ আগে মুহাম্মদ নামের এক ক্যাব ড্রাইভারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তার ফোন নম্বর আমার কাছে ছিল। তাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তোমার সঙ্গে মসজিদে যেতে পারি? তিনি আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি, দেখুন, আমার দিকনির্দেশনা প্রয়োজন। সাহায্যও দরকার।

সেদিন সন্ধ্যায় গাড়িতে করে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। মসজিদে গিয়ে আমি একজন ইমামের সঙ্গে কথা বলেছি। আমার ভাইয়েরা সেখানে কিভাবে প্রার্থনা করে তা দেখেছি। এটি আমার ভেতরে আলোর অনুভূতি জাগিয়ে তুলে। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর আমার আত্মীয়তার আবেশ অনুভূত হচ্ছিলো।

এটি আমার পুরো জীবন বদলে দিয়েছে

আমি যেদিন কালেমা শাহাদাত পড়েছিলাম, সেই রাতে আমার সবকিছু বদলে যায়। ড্রাগ ব্যবহারে আমার আর কোনো ইচ্ছে থাকলো না। আমার মনে হচ্ছিলো, আমি পাঁচ বছরের জন্য পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছি। এটি আমার পুরো জীবনটাই বদলে দিয়েছে।

আমি নিজেকে রূপান্তর করার জন্য এক বছর আগে যা অর্জন করতে চেয়েছিলাম, যে উপায়-নিয়ম এবং নিজের কাছে নিজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হওয়ার প্রচেষ্টায় ছিলাম, কালেমায়ে শাহাদাত আমাকে সেটি দিয়েছে।

ইসলামের প্রতি আমার আগ্রহের একটি কারণ ছিল, যে মুসলিমদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল তাদের ব্যক্তিত্ব ও আচরণের শক্তি। তারা কখনো ড্রাগ ও মদ্য-পানীয় ব্যবহার করেনি এ বিষয়টি সত্যই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। আমি যেভাবে জীবনযাপন করছিলাম, এটি তার বিপরীত ও সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। আমার মনেও হয়েছিল, চরিত্রের এমন প্রভাব-শক্তি থাকা প্রয়োজন। একজন যুবক হিসাবে এমন প্রভাবের প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়েছিলাম।

ইসলামচর্চা ও অনুসরণের জন্য আমার পক্ষে তখন ভালো কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আমি সব ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে একমত হয়ে বিশ্বাস করি যে, কুরআন হলো আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ। এখন বাইবেল ও এর আগের ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রতি আমার নতুন আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

কারণ আমি জেনেছি, তাতে সত্য রয়েছে। একজন সুবিধাবাদী খ্রিস্টান হিসাবে এই গ্রন্থগুলোর প্রতি আগে আমার বিশ্বাস ছিল কিনা আমার জানা নেই।

আমি বলতে চাই, আমার জীবনের ৯৯% মানুষ আমার সমর্থক ছিলেন। কেউ ভাবতেও পারেনি যে, আমার পরিবর্তন হ'তে পারে। তারা আমার ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে একমত হোক বা না হোক; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, তারা আমার জীবনের পরিবর্তিত রূপ দেখে নিশ্চয়ই খুশী।

ইসলামে আমি দীক্ষিত হওয়ার তিন মাস পর আমার মা ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলিম হন। আমি জীবনে ইতিবাচক যেকোন কাজ করেছি, আমার মা তাতে বড় সমর্থক ছিলেন। এখনও আমি যেমন বিশ্বাস করি, তিনি ঠিক তেমন বিশ্বাস করেন। আমি যেমন ইসলাম চর্চা ও অনুসরণ করি, তিনিও আমার মতই অনুশীলন করেন।

ভালোর সঙ্গে খারাপ

একসময় আমাকে সন্ত্রাসী বলা হয়েছিল। কিন্তু এটি আমার জন্য হাঁসের পিঠে জলের মতো। কিন্তু যদি দুর্বল ও সাধারণ কাউকে অযথা এমনটি বলা হয়, তাহ'লে আমার রাগ লাগে। যদি আমার ব্যাপারে বলা হয়, অসঙ্গত হলেও মেনে নেওয়া যায়। কারণ আমি নীল চোখের একজন অস্ট্রেলিয়ান। শরীরে ক্রস-ট্যাটু ইত্যাদির কারণে ভিন্ন রকম লাগতে পারে।

জীবনে প্রথমবার যখন আমার সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, তখন ভিন্ন রকম একটি অনুভূতি কাজ করে। এটি অদ্ভুত রকমের অনুভূতি যে, কেউ আপনাকে ঘৃণা করবে আপনার কোন কাজ কিংবা অন্য কিছুর কারণে নয়; বরং আপনার বিশ্বাসের কারণে। অথচ তারা আপনাকে না জেনে আপনার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে।

এখন আমি কমিউনিটির প্রচার-উন্নয়নে কাজ করি। আমি এমন লোকদের খোঁজ করি, যাদের প্রতি সহায়তা করা যরূরী। আপনার যদি কিছু দরকার হয়, তবে আমাদের খবর দিন। কথার বিপরীতে সরাসরি নিজে খোঁজ নিয়ে সহায়তা করাই আমার কাছে মূল্যবান। বাইরে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে এবং আমার কাজ সম্পর্কে জানাতে ও সহায়তা দিতে আমার বড় সুখ লাগে।

(সূত্র : ইন্টারনেট))

কবিতা

যুবসংঘ তোমায় ভালোবাসি

আব্দুল কাইয়ূম
কুলাঘাট, লালমনিরহাট।

আমার প্রাণের যুবসংঘ তোমার পদ যাত্রা দশকের আশি
তখন হইতে আজ অবধি তোমার সাথে আছে মিশি
যুবসংঘ তোমায় ভালোবাসি।

আমার জন্ম তোমার পদ যাত্রা তাল মিলে হয়েছি খুশী
তোমার আলোয় আলোকিত আমি, যেন পেয়েছি রবি শশি
যুবসংঘ তোমায় ভালোবাসি।

শিরক্ ও বিদ'আত কিছুই বুঝি নাই, বুঝেছি তোমার পথে আসি
আমার সাথে কত বন্ধু ছিল, তারা সকলেই জাহেলী স্রোতে গেছে ভাসি
যুবসংঘ তোমায় ভালোবাসি।

আমি জন্ম সূত্রে আহলেহাদীছ, কিন্তু বুঝতাম না কুরআন হাদীছ
হক যে কোথায় লুকিয়ে আছে, আধার ঘরের কোনার মাঝে
তোমার মাঝেই হকের সন্ধান পেয়ে, হয়েছি কত খুশী
যুবসংঘ তোমায় ভালোবাসি।

তোমার আগমন না ঘটিলে, তোমার দেখা না মিলিলে
এই দেশের যুবকেরা সব জাহেলী অন্ধকারে যেত মিশি
যুবসংঘ তোমায় ভালোবাসি।

তোমার আগমনে এই বিশ্ব ভুবনে হকের সন্ধানে-
কত মানুষ খোঁজে তোমায়, খোঁজে দিবানিশি
যুবসংঘ তোমায় ভালোবাসি।

কত অজানা মানুষ, ফিরেছে তাদের হুঁশ
করতে শিখেছে আমল কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক, তোমারই পথে আসি
যুবসংঘ তোমায় ভালোবাসি।

তাই তো তোমায় রোধ করতে, তোমার বজ্রধ্বনি দমিয়ে দিতে
কত অপশক্তি বেঁধেছিল জোট মিলি মিশি
যুবসংঘ তোমায় ভালোবাসি।

কত ছোট রশি, কত বড় রশি, ছিন্ন করে আটরশি খোঁজে দিবানিশি
কোথায় গেলে চূড়ান্ত হকের সন্ধান পাবে, শুধু খোঁজে বসি বসি
যুবসংঘ তোমায় ভালোবাসি।

বিরোধীরা যতই করুক আনাগোনা, করুক না সমালোচনা
তারা তোমায় পারবেনা ঠেকাতে, কারন এ পথে যে আল্লাহ নিজেই খুশী
যুবসংঘ তোমায় ভালোবাসি।

হে নবীন তুমি হও!

মুহাম্মাদ ইস্রাফীল, ছানাবিয়া ২য় বষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক-বিংশ শতাব্দীর ওমর-খালিদ ও আলী
দূরীভূত কর ভুবনে যত ত্বাগূতের পূজারী,
হও তুমি মহাসত্যের বিজয়ের রক্তিম সূর্য
বজ্রাঘাতে মিথ্যার যত অহমিকা কর চূর্ণ।
নবীন, তুমি হও!

বিভেদমুক্ত কল্যাণী পৃথিবীর স্বাপ্নিক
সাম্য, ভ্রাতৃত্বের সমাজ গঠনের এক বিপ্লবী সৈনিক,
হও! পথহারা তরুণের জান্নাতী পথের পাঞ্জেরী
ঘুচিয়ে দাও বসুধায় বিরাজিত যত সব যুলুমাতের শর্বরী।
নবীন তুমি হও!

রাস্তা ধারের শীতার্ত মানুষগুলির একটুখানি উষ্ণতা
নেকড়ে-হায়েনাদের করাল গ্রাস হ'তে রক্ষা কর মানবতা,
হও! মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আর্দশে আর্দশিত সেই সিপাহসালার
যার পদধ্বনিতে বাতিলের মস্নদ ভেঙ্গে হয় চুরমার।
হে নবীন তুমি হও!

চির বিদ্রোহী অগ্নির রোষানলের সেই রক্তিম লাভা
যালিমদের দগ্ধিত করে ভুবনে আনো পুনরায় শান্তির শোভা,
হও! মুছ'আব বিন উমায়েরের মত প্রভুর পথে নিঃস্বার্থ আহ্বানকারী,
অহীর বিধানের আলোকে সমাজ গড়ার এক অতন্দ্র প্রহরী।

স্মৃতিতে ছাদরুল ভাই

মুবাশ্বিরুল ইসলাম, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হৃদয়টা চাইছিল না তোমাকে বিদায় দিতে
তুমি যে মিশে আছ আমার প্রাণের স্মৃতিতে।
মারাত্মক ক্যান্সার নিল তোমার জীবন কাড়িয়া
হরণ করল তোমার প্রাণ দু'হাত বাড়িয়া,
তুমি চলে গেলে আমাদের চিরতরে ছাড়িয়া।
আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রাণ যে ছিলে তুমি
তোমার সুরে হাযারো শিল্পী হয়েছে সত্যানুসারী,
তোমার সুর এখনও হয়ে আছে অম্লান
নিশ্চিহ্ন হবেনা কভু সেই সুখস্মৃতির বান।
শেষ বিদায় দিচ্ছিলাম যখন আমি তোমাকে
মনে হচ্ছিল বিদায় দিচ্ছি চিরচেনা একজনকে।
স্বান্তনা দিচ্ছি আমি নিজেই আজ নিজেকে
মৃত্যু এসে নিয়ে যাবে যখন ইচ্ছা যাকে।
মৃত্যু যে তামাশার কোন জিনিস নয়
মৃত্যুর স্বাদ একদিন গ্রহণ করতে হবে নিশ্চয়ই।
মৃত্যুকে তাই আমাদের করতে হবে ভয়,
মৃত্যু থেকে পালাবার নেই তো কোন উপায়।
আল্লাহ! তুমি ছাদরুল ভাইকে করে দাও ক্ষমা
দুনিয়াতে সে যত পাপ করেছিল জমা।
অবশেষে তোমার কাছে করি ফরিয়াদ
জান্নাতীদের মধ্যে শামিল কর তাকে
দিও গো তাকে ফেরদাউস জান্নাত।

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

জীবনের বাঁকে বাঁকে

আমি একজন মা!

এক ভদ্রমহিলা পাসপোর্ট অফিসে এসেছেন পাসপোর্ট করাতে। অফিসার জানতে চাইলেন- আপনার পেশা কি? মহিলা বললেন, আমি একজন মা। তিনি বললেন, আসলে শুধু মা তো কোনো পেশা হতে পারে না। যাক আমি লিখে দিচ্ছি আপনি একজন। মহিলা খুব খুশী হলেন। পাসপোর্টের কাজ কোনো ঝামেলা ছাড়াই শেষ হ'ল। মহিলা সন্তানের চিকিৎসা নিতে বিদেশ গেলেন। সন্তান সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসল।

অনেকদিন পরে, মহিলা দেখলেন পাসপোর্টটা নবায়ন করা দরকার। যেকোনো সময় কাজে লাগতে পারে। তিনি আবার পাসপোর্ট অফিসে আসলেন। দেখেন আগের সেই অফিসার নেই। খুব ভারিক্কি, দাম্ভিক, রুক্ষ মেজাজের এক লোক বসে আছেন। যথারীতি ফরম পূরণ করতে গিয়ে অফিসার জানতে

চাইলেন-আপনার পেশা কি? মহিলা কিছু একটা বলতে গিয়েও একবার থেমে গিয়ে বললেন- আমি একজন গবেষক। নানারকম চ্যালেন্জিং প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করি। শিশুর মানসিক এবং শারিরীক বিকাশ সাধন পর্যবেক্ষণ করে সে অনুযায়ী পরিকল্পণা প্রণয়ন করি। বয়স্কদের নিবিড় পরিচর্যার দিকে খেয়াল রাখি। সুস্থ পরিবার ও সমাজ বিনির্মাণে নিরলস শ্রম দিয়ে রাষ্ট্রের কাঠামোগত ভীত মজবুত করি। প্রতিটি মুহূর্তেই আমাকে নানারকমের চ্যালেঞ্জের ভিতর দিয়ে যেতে হয় এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা মোকাবিলা করতে হয়। কারণ আমার সামান্য ভুলের জন্য যে বিশাল ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

মহিলার কথা শুনে অফিসার একটু নড়ে চড়ে বসলেন। মহিলার দিকে এবার যেন একটু শ্রদ্ধা আর বিশেষ নজরে তাকালেন। এবার অফিসার জানতে চাইলেন আসলে আপনার মূল পেশাটি কি? যদি আরেকটু বিশদভাবে বলতেন। লোকটির আগ্রহ এবার বেড়ে গেল।

মহিলা বলতে থাকেন, আসলে পৃথিবীর গুণীজনেরা বলেন- আমার প্রকল্পের কাজ এত বেশি দূরূহ আর কষ্টসাধ্য যে, দিনের পর দিন আঙুলের নখ দিয়ে সুবিশাল একটি দিঘী খনন করা নাকি তার চেয়ে অনেক সহজ। আমার রিসার্চ প্রজেক্ট তো আসলে অনেকদিন ধরেই চলছে। সার্বক্ষণিক আমাকে ল্যাবরেটরী এবং ল্যাবরেটরীর বাইরেও কাজ করতে হয়। আহার, নিদ্রা করারও আমার ঠিক সময় নেই। সব সময়

আমাকে কাজের প্রতি সজাগ থাকতে হয়। দুজন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অধীনে মূলত আমার প্রকল্পের কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে।

মহিলা মনে মনে বলেন, দু'জনের কাউকে অবশ্য সরাসরি দেখা যায়না (একজন হলেন আল্লাহ, আরেকজন হ'ল বিবেক)। আমার নিরলস কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ আমি তিনবার স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছি (মহিলার তিনজন কন্যা সন্তান ছিল)।

এখন আমি সমাজবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আর পারিবারিক বিজ্ঞান এ তিনটি ক্ষেত্রেই একসাথে কাজ করছি, যা পৃথিবীর সবচেয়ে জটিলতম প্রকল্পের বিষয় বলা যায়। প্রকল্পের চ্যালেঞ্জ হিসাবে একটি অটিস্টিক শিশুর পরিচর্যা করে মানুষ হিসাবে গড়ে তুলছি, প্রতিটি মুহূর্তের জন্য।

"উষর মুরুর ধূসর বুকে, ছোট্ট যদি শহর গড়ো,
একটি শিশু মানুষ করা তার চাইতেও অনেক বড়"।

অফিসার মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে মহিলার কথা শুনলেন। এ যেন এক বিস্ময়কর মহিলা। প্রথমে দেখে তো একেবারে পাত্তাই দিতে ইচ্ছা হয়নি।

মহিলা বলতেই থাকেন, প্রতিদিন আমাকে ১৪ থেকে ১৬ ঘন্টা আবার কোন কোন দিন আমাকে ২৪ ঘন্টাই আমার ল্যাবে কাজ করতে হয়। কাজে এত বেশী ব্যস্ত থাকতে হয় যে, কবে যে শেষ বার ভাল করে ঘুমিয়েছিলাম কোন রাতে, তাও আমার মনে নেই। অনেক সময় নিজের আহারের কথা ভুলে যাই। আবার অনেক সময় মনে থাকলেও সবার মুখে অন্ন তুলে না দিয়ে খাওয়ার ফুরসৎ হয়না। অথবা সবাইকে না

খাইয়ে নিজে খেলে পরিতৃপ্তি পাই না। পৃথিবীর সব পেশাতেই কাজের পর ছুটি বলে যে কথাটি আছে আমার পেশাতে সেটা একেবারেই নেই। ২৪ ঘন্টাই আমার অন কল ডিউটি।

এরপর আমার আরো দুটি প্রকল্প আছে। একটা হলো বয়স্ক শিশুদের ক্লিনিক। যা আমাকে নিবিড়ভাবে পরিচর্যা করতে হয়। সেখানেও প্রতিমুহূর্তে শ্রম দিতে হয়। আমার নিরলস কাজের আর গবেষণার কোনো শেষ নেই।

আপনার হয়তোবা জানতে ইচ্ছে করছে, এ চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প পরিচালনায় আমার বেতন কেমন হ'তে পারে। আমার বেতন ভাতা হ'ল- পরিবারের সবার মুখে হাসি আর পারিবারিক প্রশান্তি । এর চেয়ে বড় অর্জন আর বড় প্রাপ্তি যে কিছুই নেই।

এবার আমি বলি, আমার পেশা কি?

আমি একজন মা। এই পৃথিবীর অতিসাধারণ এক মা।

মহিলার কথা শুনে অফিসারের চোখ অশ্রুতে ভরে আসে। অফিসার ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে ওঠেন। নিজের মায়ের মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনি খুব সুন্দর করে ফর্মের সব কাজ শেষ করে, মহিলাকে সালাম দিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেন। তারপর নিজের অফিস রুমে এসে একটি ধূসর হয়ে যাওয়া ছবি বের করে ছবিটির দিকে অপলক চেয়ে থাকেন। নিজের অজান্তেই চোখের পানি টপ টপ করে ছবিটির ওপর পড়তে থাকে।

আসলে 'মা'-এর মাঝে যেন নেই কোন বড় উপাধির চমক। বড় কোন পেশাদারিত্বের কর্পোরেট চকচকে ভাব। কিন্তু কত সহজেই পৃথিবীর সব মা নিঃস্বার্থভাবে প্রতিটি পরিবারে নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। মাতৃত্বের গবেষণাগারে প্রতিনিয়ত তিলেতিলে গড়ে তুলছেন একেকটি মানবিক নক্ষত্র।

সেই মা সবচেয়ে খুশি হন কখন জানেন?

যখন সন্তান প্রকৃত মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে ধনে নয়, সম্পদে নয়, বিত্তে নয়, ঐশ্বর্যে নয় শুধু চরিত্রে আর সততায় একজন খাঁটি মানুষ হয়।

(সূত্র : ইন্টারনেট)

সংগঠন সংবাদ

শিক্ষাসফর ২০১৯

তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ, ১৬-১৮ই অক্টোবর ২০১৯ : গত ১৬ই অক্টোবর দিবাগত রাত ১২টায় বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে প্রথমবারের মত শিক্ষাসফরের যাত্রা শুরু হয়। এর পূর্বে দেশের প্রায় ১০টি যেলা থেকে ৭০ জন কর্মী ও সুধী যুবসংঘ-এর নারায়ণগঞ্জ যেলা কার্যালয় কাঞ্চনে এসে উপস্থিত হন। নারায়ণগঞ্জ যেলা যুবসংঘ সফরকারীদের সাদর আতিথেয়তা প্রদান করেন। অতঃপর রাত বারোটায় দু'টি ভাড়া করা বাস নিয়ে সফরকারী দলটি রওয়ানা হয় এবং পরদিন দুপুর বারোটা নাগাদ সুনামগঞ্জ যেলার তাহিরপুর উপযেলার টাঙ্গুয়ার হাওরে পৌঁছায়। এ সময় তাহিরপুরে তাদেরকে স্বাগত জানান স্থানীয় দ্বীনী ভাই মুহাম্মাদ হানীফ, আশীকুর রহমান ওরফে আশরাফুল প্রমুখ। সেখান থেকে ৩টি ট্রলারে শুরু হয় প্রায় ১০০ বর্গকিমি বিস্তৃত বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাভূমি টাঙ্গুয়ার হাওরের মধ্য দিয়ে যাত্রা। অতঃপর ওয়াচ টাওয়ার, সোয়াম্প ফরেস্ট হয়ে টেকেরহাট বাজারে এসে নৌকাতেই রাত্রিযাপন করা হয়। এসময় সফরকারীরা টেকেরহাট বাজার এবং পার্শ্ববর্তী মসজিদ ও মাদরাসাসমূহে দাওয়াতী কাজ করেন এবং বই-পত্র ও লিফলেট বিতরণ করেন। স্থানীয়রা তাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। রাতের খাবারের পর দীর্ঘ সাংগঠনিক আলোচনা বৈঠক হয়। এতে সুনামগঞ্জ যেলার নতুন আহলেহাদীছ নয়জন ভাই তাদের জীবনের কাহিনী শোনান এবং আহলেহাদীছ হওয়ার পর তাদের আবেগময় অনুভূতি এবং পরিবার ও সমাজ থেকে নানা বাঁধা-বিপত্তির কথা ব্যক্ত করেন। পরিশেষে তারা সাংগঠনিকভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনায় উৎসাহ দেখান। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এসময় তাদের প্রতি দিক-নির্দেশনামূলক নাতিদীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে মুহাম্মাদ হানিফকে সভাপতি এবং নিযামুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে সাত সদস্য বিশিষ্ট আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, তাহিরপুর উপযেলা কমিটি গঠন করেন। এর মাধ্যমে সুনামগঞ্জে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রথম সাংগঠনিক অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ফালিল্লাহিল হামদ। কমিটির অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ হলেন প্রধান উপদেষ্টা হাফেয নযরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আযীযুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক রফীকুল বারী, প্রচার সম্পাদক আশীকুর রহমান ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রাজীব আহমাদ। এছাড়াও সুনামগঞ্জের দুয়ারাবাজার থানা থেকে আগত হিন্দু থেকে মুসলমান, অতঃপর আহলেহাদীছ আক্বীদা গ্রহণ করা যুবক মুহাম্মাদ এবং অপর নবাগত আহলেহাদীছ ছালেহ আহমাদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন সকালে সফরকারী দলটি ভারতের মেঘালয় পাহাড়ের কোলে নীলাদ্রী লেক, রাজার ঝর্ণা, লাকমা ছড়া প্রভৃতি স্পট পরিদর্শন করে বারিক টিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। অতঃপর শিমুল বাগান হয়ে যাদুকাটা নদীপথে তাহিরপুরের উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা করে। সেখান থেকে রাত ২টায় নরসিংদী পৌঁছে যে যার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

উল্লেখ্য, দুইদিন ব্যাপী এই উক্ত শিক্ষাসফরে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সহ-সভাপতি মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমালসহ বিভিন্ন যেলা দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীবৃন্দ। এছাড়া সার্বিক আয়োজন তদারকি করেন নারায়ণগঞ্জ যেলা যুবসংঘ-এর সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাসেল মিঞা।

যেলা সংবাদ

বিশ্বনাথপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, রোজ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘের সভাপতি ইয়াসীন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলনের বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুসতাকীম আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিল 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

দাসরা, মালীগাড়ী, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট ২৩শে অক্টোবর রোজ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মালীগাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আন্দোলনের সমাজকল্যাণ সম্পাদক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর জয়পুরহাট যেলা সাবেক সভাপতি মাহফুযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিল যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

পার্বতীপুর, দিনাজপুর ৩১শে অক্টোবর রোজ বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বশীরবালীয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি নাজমুল হক। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিল যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ১২ই অক্টোবর রোজ শনিবার : অদ্য সকাল ১০ ঘটিকা হ'তে মাগরিব পর্যন্ত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওন-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির এবং বগুড়া যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি আল-আমীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা পশ্চিম আন্দোলনের সভাপতি ডা. আওনুল মাবুদ, গাইবান্ধা পূর্ব সাংগঠনিক যেলা আন্দোলনের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম এবং যুবসংঘের সভাপতি মশিউর রহমান, এ এস এম আলমাতাসুল ইসলাম শিল্পী। সমাপণী ভাষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা জনাব নুরুল ইসলাম প্রধান।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : হযরত ইউনুস বিন মাত্তা (আঃ)-এর কথা পবিত্র কুরআনে কয়টি সূরায় ও কতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : ছয়টি সূরা ও ১৮টি আয়াতে।
২.প্রশ্ন : যুন-নুন বা ছাহেবুল হূত-এর অর্থ কি?
উত্তর : মাছওয়ালা।
৩. প্রশ্ন : হযরত ইউনুস (আঃ) বর্তমানে ইরাকের কোথায় জনপদে অধিবাসীদের প্রতি প্রেরিত হন?
উত্তর : ইরাকের মূছেল নগরীর নিকটবর্তী 'নীনাওয়া' জনপদে।
৪. প্রশ্ন : কোন সূরা ও কত নম্বর আয়াতে ইউনূস (আঃ)-কে মনিবের নিকট থেকে পলায়নকারী বলা হয়েছে?
উত্তর : সূরা ছফফাত ১৩৯-১৪২ আয়াত।
৫. প্রশ্ন : বিপদগ্রস্থ কোন মুসলমান কোন দো'আ পাঠ করলে আল্লাহ দো'আ কবুল করেন?
উত্তর : দো'আয়ে ইউনুছ।
৬. প্রশ্ন : ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে গিয়ে কী করায় আল্লাহ তাকে পুনরায় কাছে টানলেন এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন? উত্তর : ক্ষমা প্রার্থনা করায়।
৭. প্রশ্ন : ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকাটা তার জন্য কী ছিল? উত্তর : আদব শিক্ষা।
৮. প্রশ্ন : আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কোথায় আল্লাহর নিকটবর্তী হয়েছিলেন, নদীর অন্ধকার গর্ভে মাছের পেটের মধ্যে যেমনি আল্লাহ ইউনুস-এর নিকটবর্তী হয়েছিলেন?
উত্তর : সিদরাতুল মুনতাহায় (মিরাজে)।
৯. প্রশ্ন : কত জন নবী বিপুল শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং কে কে?
উত্তর : মাত্র দু'জন, দাউদ (আঃ) ও সোলায়মান (আঃ)।
১০.প্রশ্ন : বর্তমান ফিলিস্তীন সহ সমগ্র ইরাক ও শাম (সিরিয়া) রাজত্ব করেছেন কোন কোন নবী?
উত্তর : পিতা ও পুত্র দাঊদ ও সোলায়মান (আঃ)।
১১. প্রশ্ন : কোন কোন নবী পৃথিবীর অতুলনীয় অধিকারী ছিলেন? উত্তর : দাউদ ও সুলায়মান (আঃ)।
১২.প্রশ্ন : কোন নবীর প্রতি খুশী হয়ে আদম (আঃ) তার বয়স থেকে ৪০ বছর কেটে তাকে দান করেছেন?
উত্তর : দাউদ (আঃ)।
১৩. প্রশ্ন : দাউদ (আঃ) বয়স কত ছিল? উত্তর : ৬০ বছর।
১৪. প্রশ্ন : দাঊদ (আঃ) সম্পর্কে কয়টি সূরায় কতটি আয়াত রয়েছে? উত্তর : ৯ টি সূরায় ২৩ টি আয়াত রয়েছে।
১৫. প্রশ্ন : কোন নবীদের পরিবারের ব্যবহৃত কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী সিন্দুকে রাখা হয়? উত্তর : নবী মূসা ও হারূণ (আঃ)।
১৭. প্রশ্ন : বনু ইস্রাঈলদের সাপ্তাহিক ছুটির দিন কি বার ছিল? উত্তর : শনিবার।
১৮.কোন নবীর সময়ে বনু ইস্রাইলদের জন্য শনিবারে মাছ ধরা নিষেধ ছিল? উত্তর : দাউদ (আঃ)।
১৯. প্রশ্ন : কোন বাদশাহ বনু ইস্রাইলদের শাম দেশ হ'তে বহিষ্কার করেন? উত্তর : বুখতানসর।
২০. প্রশ্ন : শনিবারে অর্থাৎ নিষিদ্ধ দিনে মাছ ধরার কারনে বনু ইসরাইলদের ওপরে কোন শাস্তি নেমে আসে?
উত্তর : 'মাসাখ' বা আকৃতি পরিবর্তন।
২১. প্রশ্ন : শনিবারের দিন মাছ ধরার কারণে আল্লাহ তা'আলা বনু ইসরাইলদের কোন প্রাণীতে রূপান্তর করে দেন? উত্তর : বানর এবং শুকরে।
২২.প্রশ্ন : শনিবারওয়ালা ঘটনায় কয়টি দল ছিল?
উত্তর : ৩টি।
২৩. প্রশ্ন : শনিবার ওয়ালা ঘটনায় মুক্তিপ্রাপ্ত ও গযবপ্রাপ্ত দল কতটি? উত্তর : মুক্তিপ্রাপ্ত দল ১টি ও গজব প্রাপ্ত দল ২টি।
২৪.প্রশ্ন : 'ছাগপাল ও শস্যক্ষেতের মালিকের বিচার'-এর ঘটনা ঘটে কোন নবীর সময়ে? উত্তর : দাউদ (আঃ)।
২৫. প্রশ্ন : হযরত দাউদ (আঃ) পেশায় কি ছিলেন?
উত্তর : দক্ষ কারিগর।
২৬ . প্রশ্ন : হযরত দাউদ (আ) এর পুত্র সন্তান কতজন ?
উত্তর : ১৯ জন।
২৭. প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা পর্বতমালা এবং পক্ষীকুলকে কোন নবীর অনুগত করে দিয়েছিলেন?
উত্তর : দাউদ (আঃ)।
২৮. প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা কোন নবীর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন? উত্তর : দাউদ (আঃ)।
২৯. প্রশ্ন : হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপরে কোন কিতাব নাযিল হয়? উত্তর : যবুর।
৩০. প্রশ্ন : শনিবারওয়ালা ঘটনায় গজবপ্রাপ্ত বানর ও শুকরগুলো কতদিনের মধ্যে মারা যায়?
উত্তর : ৩ দিনের মধ্যে।
৩১. প্রশ্ন : শনিবারওয়ালা ঘটনায় তৃতীয় আরেকটি দল ছিল তারা কারা?
উত্তর : তারা ছিল শান্তিবাদী এবং অলস ও সুবিধাবাদী।
৩২. প্রশ্ন : দাউদ (আঃ) কি বিক্রি করে সংসার যাত্রা নির্বাহ করতেন? উত্তর : তার নিজের হাতে তৈরী বর্ম।

আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঢাকা যেলার সাবেক সভাপতি শফীকুল ইসলামের পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ঢাকা যেলা সাবেক (২০১৬-২০১৮ সেশন) সভাপতি জনাব শফীকুল ইসলাম (কুমিল্লা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। গত ৫ই নভেম্বর ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট তাঁর ডিগ্রী অনুমোদন করে। তাঁর পিএইচ.ডি থিসিসের শিরোনাম ছিল 'ইসলাম প্রচারে মু'জেযার গুরুত্ব ও কারামতে আউলিয়া-এর অবদান'। তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বাকী। তিনি সকলের দো'আপ্রার্থী।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (DMP) বর্তমান কমিশনার কে? উত্তর : মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।
২. প্রশ্ন : ঢাকায় প্রস্তাবিত পাতাল রেলের দৈর্ঘ্য কত হবে?
উত্তর : ২২ কিলোমিটার।
৩. প্রশ্ন : ভারতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের (BTV) সম্প্রচার উদ্বোধন করা হয় কবে? উত্তর : ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৯।
৪. প্রশ্ন : সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত দেশের প্রথম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? উত্তর : কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।
৫. প্রশ্ন : বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের চতুর্থ ড্রিমলাইনারের নাম কি? উত্তর : রাজহংস।
৬. প্রশ্ন : বর্তমানে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে মোট জাহাজের সংখ্যা কতটি? উত্তর : ৮টি।
৭. প্রশ্ন : দেশের প্রথম সরকারী সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম কি?
উত্তর : কাপ্তাই ৭.৪ মেগাওয়াট সোলার পিডি গ্রিড কানেকটেড বিদ্যুৎকেন্দ্র।
৮. প্রশ্ন : ডাকবাক্সের আদলে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের নবনির্মিত 'ডাক ভবন' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : আগারগাঁও, ঢাকা।
৯. প্রশ্ন : ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য কত?
উত্তর : ১৯.৭৩ কিলোমিটার (Ramp) সহ মোট দৈর্ঘ্য ৪৬.৭৩ কিলোমিটার।
১০. প্রশ্ন : ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু-১ কোন নদীর ওপর কোথায় নির্মিত হচ্ছে?
উত্তর : ফেনী নদীর ওপর, অবস্থান : রামগড় খাগড়াছড়ি ও সাব্রুম, ভারত।
১১. প্রশ্ন : বর্তমান দেশে স্থলবন্দর কতটি? উত্তর : ২৪টি।
১২. প্রশ্ন : বাংলাদেশের কোন যেলায় তিনটি স্থলবন্দর রয়েছে?
উত্তর : সিলেটে।
১৩. প্রশ্ন : মংলা বন্দরের পূর্ব নাম কী?
উত্তর : চালনা বন্দর।
১৪. প্রশ্ন : ইলেকট্রনিক ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (EBIN) কত ডিজিটের? উত্তর : ৯টি।
১৫. প্রশ্ন : পাইলট প্রকল্প হিসেবে প্রাথমিকভাবে হাওর অঞ্চলের কতটি যেলায় শস্য বীমা চালু করা হবে?
উত্তর : ৭টি সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
১৬. প্রশ্ন : বৈশ্বিক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : ৪২তম।
১৭. প্রশ্ন : বৈশ্বিক আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : ৩০তম।
১৮. প্রশ্ন : আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বনাঞ্চল কোনটি?
উত্তর : সোনার চর বনাঞ্চল, রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী।
১৯.প্রশ্ন : ২০১৯ সালে বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম? উত্তর : ১১৬তম।
২০. প্রশ্ন : ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর কোথায় অবস্থিত এবং কবে স্থলবন্দর হিসাবে ঘোষণা করা হয়?
উত্তর : কোম্পানীগঞ্জ (সিলেট), ২৫শে জুলাই ২০১৯।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে বড় চিরহরিৎ বনাঞ্চল কোনটি?
উত্তর : আমাজন।
২. প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (IAEA) বর্তমান মহাপরিচালক কে?
উত্তর : Cornel Feruta (রোমানিয়া)। দায়িত্ব গ্রহণ ২৫শে জুলাই ২০১৯।
৩. প্রশ্ন : ভারতের সংবিধানে জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য প্রবর্তিত ৩৭০ অনুচ্ছেদ ও ৩৫ (ক) ধারা বাতিল করা হয় কবে?
উত্তর : ৫ই আগষ্ট, ২০১৯।
৪. প্রশ্ন : ২১শে আগষ্ট ২০১৯ সুদানের নবগঠিত স্বাধীন কাউন্সিলের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
উত্তর : আবদেল ফাত্তাহ আল বুরহান।
৫. প্রশ্ন : ৩১শে জুলাই ২০১৯ কোন দেশে তিন তালাক নিষিদ্ধ করা হয়? উত্তর : ভারতে।
৬. প্রশ্ন : হাজীদের সুবিধার্থে মক্কায় মসজিদে হারামের আঙ্গিনা কত বর্গমিটার সম্প্রসারণ করা হয়েছে?
উত্তর : ৩০০০ বর্গমিটার।
৭. প্রশ্ন : ফেসবুকে যুক্ত হওয়া বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভাষা কোনটি? উত্তর : চাকমা।
৮. প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে INP চুক্তি বাতিল করে কবে? উত্তর : ২রা আগষ্ট ২০১৯।
৯. প্রশ্ন : বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে ভার্চুয়াল ব্যাংক অনুমোদন দেয় কোন দেশ? উত্তর : তাইওয়ান।
১০. প্রশ্ন : বিশ্বে রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।
১১. প্রশ্ন : বস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে কততম? উত্তর : চতুর্থ।
১২. প্রশ্ন : পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে কততম? উত্তর : দ্বিতীয়।
১৩. প্রশ্ন : রুশ ভাষার প্রথম কুরআন (তাফসীরধর্মী) অনুবাদ করেন কে? উত্তর : ভ্যালেরিয়া পোরুখোভা।
১৪. প্রশ্ন : জিম্বাবুয়ের জনক কে?
উত্তর : রবার্ট মুগাবে।
১৫. প্রশ্ন : ক্যাসিনো (Casino) কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর : ইতালীয়। ইতালীয় Root Casa থেকে Casino শব্দের উৎপত্তি, যার বাংলা অর্থ 'ঘর'।
১৬. প্রশ্ন : 'বিশ্বের দ্বিতীয় ফুসফুস' হিসেবে পরিচিত কোন বনাঞ্চল?
উত্তর : আফ্রিকার বনাঞ্চল।
১৭. প্রশ্ন : Mother of Parliaments হিসেবে পরিচিত কোন দেশের আইনসভা? উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।
১৮. প্রশ্ন : SOM-B2 কোন দেশের ক্রুজ মিসাইল?
উত্তর : তুরস্ক।
১৯. প্রশ্ন : ডিজিটাল জগতে নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য ডিজিটাল জেনেভা কনভেনশনের ধারণা সামনে নিয়ে আসেন কে? উত্তর : ব্র্যাড স্মিথ।
২০. প্রশ্ন : হিরোশিমা নগরীর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর নাম কি? উত্তর : মোতাইয়াসু (Motoyasu)।

আল-'আওন

(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)

মাদক মুক্ত রক্তদান, সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ

রেজি নং : রাজ ৫০৯১

(আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর একটি সমাজকল্যাণ সংগঠন)

(ASSOCIATION FOR VOLUNTARY SAFE BLOOD DONATION)

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭

মানব সেবার এই মহতী কর্মে এগিয়ে আসুন! পরস্পরকে বাঁচাতে সাহায্য করুন!!

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' *(মায়েদাহ ২ আয়াত)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*

লক্ষ্য : রোগীকে নিরাপদ রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উদ্দেশ্য : রক্তদানের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা ও রক্তদানে উৎসাহিত করা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩ (বিকেল ৪টা - রাত ৮টা), E-mail : alawonbd@gmail.com

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার : রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.৩০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : (০৭২১) ৭৭৮৯৭৫-৭৬, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত্রি ৮.৩০ পর্যন্ত।

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, 'কাযী হজ্জ কাফেলা' প্রতি বছরের ন্যায় ২০২১ সালে হজ্জ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ্'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩।

বিশেষ আকর্ষণ : প্রতি মাসে বিভিন্ন প্যাকেজে ওমরাহ পালনের বুকিং চলছে

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৯ মূল্য : ২৫ টাকা

৩০তম বার্ষিক

তাবলীগী ইজতেমা ২০২০

২৭ ও ২৮ শে ফেব্রুয়ারী
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী
উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

ভাষণ দিবেন
'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২০

সকলের জন্য উন্মুক্ত

পুরস্কার

১ম পুরস্কার : ১০,০০০/- (সনদসহ)।
২য় পুরস্কার : ৭,০০০/- (সনদসহ)।
৩য় পুরস্কার : ৫,০০০/- (সনদসহ)।
বিশেষ পুরস্কার : ২,০০০/- (৫টি)।

সার্বিক যোগাযোগ
০১৭১৫-২০৯৬৭৬
০১৭৬৪-৯৯৪৯২৮

নির্বাচিত গ্রন্থ

রিয়াযুছ ছালেহীন

('ফাযায়েল' অধ্যায় থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত)

- পরীক্ষার ফি : ১০০ টাকা
- প্রতিযোগিতার তারিখ : তাবলীগী ইজতেমা ২০২০-এর ২য় দিন, সকাল ১০-টা
- প্রশ্নপদ্ধতি : এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা
- প্রতিযোগিতার স্থান : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান : তাবলীগী ইজতেমা মঞ্চ, ২য় দিন বাদ এশা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২